IHP

কুরআন-হাদীস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাজ

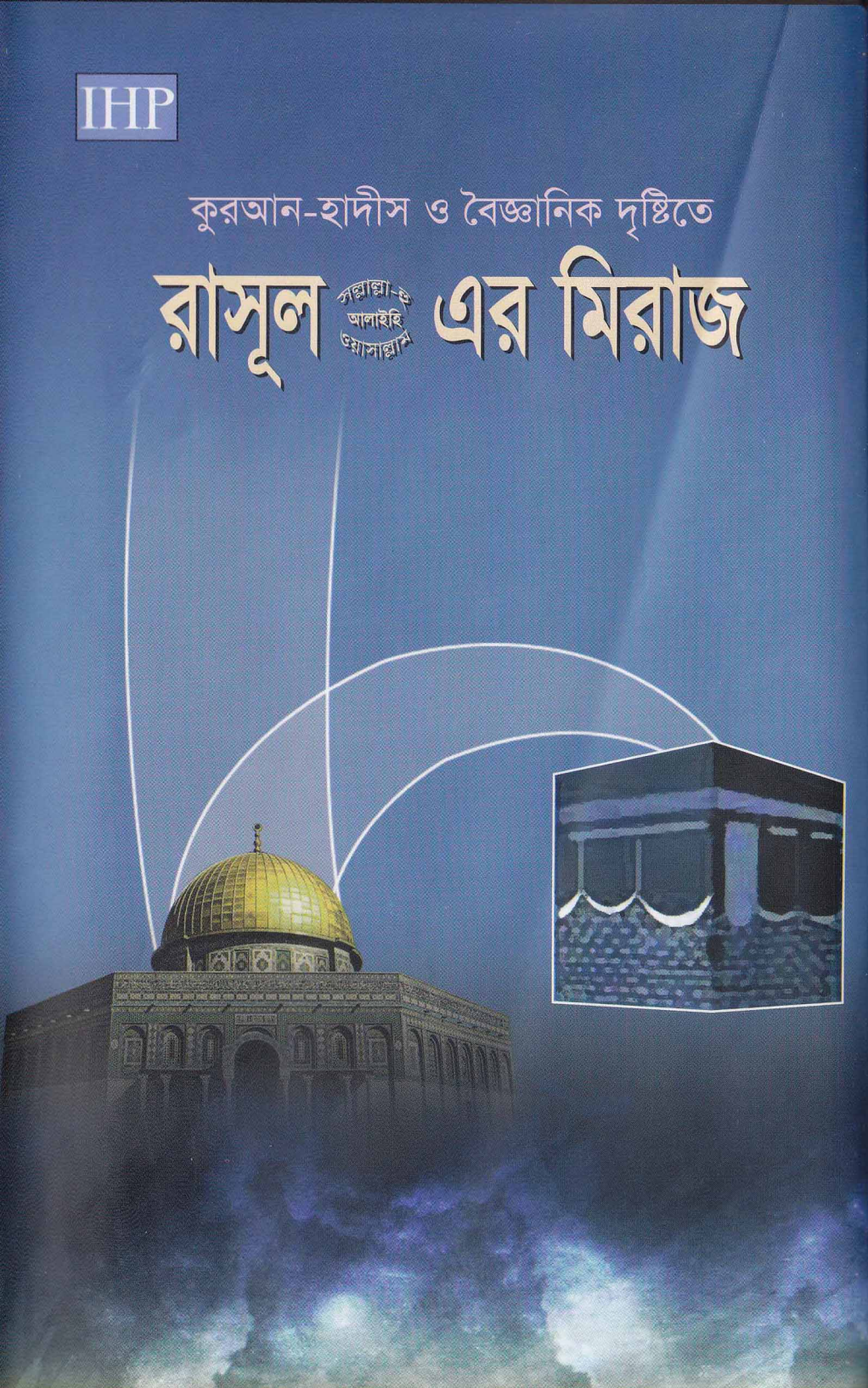

রাসূল ﷺ-এর মিরাজ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিরাজ

সংকলনে

মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

কামিল (হাদিস, তাফসীর ও ফিকহ)
বি. এস. এস অনার্স, এম. এস. এস
প্রভাষক, সিটি মডেল কলেজ, ঢাকা।

সম্পাদনায়

কাজী মুহাম্মদ হানিফ

তাকমীল ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (বেফাক),
এমএ ফার্স্ট ক্লাস (ডি, আই, ইউ)
উস্তাযুল হাদীস ওয়াল আদব
আল জামিয়াতুল আরাবিয়্যাহ মারকাজুল উলুম

ইসলাম হাউজ পাবলিকেশন্স
Islam House Publications

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে

রাসূল ﷺ-এর মিরাজ

প্রকাশনায়

ইসলাম হাউজ পাবলিকেশন্স

নারী প্রকাশনীর একটি প্রতিষ্ঠান

ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

☎ ০২-৯৫৭১০৯২, ০১৭২৯-৬৪৯৭৪২, ০১৭৪১-৬০০২৬০

প্রকাশকাল : এপ্রিল- ২০১৬ ইং

বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণে : মোঃ জহিরুল ইসলাম

mail : islamhouse2015@gmail.com

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَمَّا بَعْدُ

প্রশংসা আল্লাহ তাআলার দরুদ ও সালাম বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর।

সমগ্র সৃষ্টির ইতিহাসে মিরাজ একটি অনন্য ঘটনা বলে বিবেচিত। সাইয়েদুল কাওনাইন মুহাম্মদ ﷺ-এর অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে মিরাজ অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা। মিরাজ রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্বের আশ্চর্য প্রমানও বটে। এই মিরাজের মাধ্যমেই রাব্বুল আলামীন তার অনন্ত করুণায় রাসূল ﷺ-কে নিবিড়তম সান্নিধ্যের অকল্পনীয় সুযোগ দান করেন। এ এমন এক জ্যোতির্ময় অনিন্দ সুন্দর সৌভাগ্যের দর্শন যা সমগ্র নবী রাসূল তথা মানব ইতিহাসে অন্য কোন ব্যক্তির জীবন চরিত দীপ্ত করতে পারে নি। কেবল মানুষই নয় ফেরেশতা ও জিন জাতিও প্রভুর এতটা কাছে যেতে সমর্থ হয়নি।

মিরাজ সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে বানোয়াট কথাও প্রচার করা হয়েছে। আমরা সেসব বানোয়াট ও উদ্ভব কাহিনীকে পরিত্যাগ করে আসল ঘটনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কি বলছে তা-ও উল্লেখ করা হয়েছে সর্বোপরি বইটি সুন্দর করার জন্য আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না তারপরও ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো ভুল-ভ্রান্তি পাঠক-পাঠিকার চোখে পড়লে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ রইল; পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

পরিশেষে বইটি পড়ে পাঠক মিরাজের প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে কবুল করুন। আমীন॥

তাং ১০.০৪.২০১৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
◈ মিরাজ	১৩
◈ ইস্‌রা ও মি'রাজ শব্দদ্বয়ের তাহ্‌কিক	১৪
◈ একদিকে সময়ের নাজুকতা, অপরদিকে মি'রাজের সফলতা	১৫
◈ ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা	১৮
◈ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্‌রা সম্পর্কে ইবনে মাসউদ رضي الله عنه-এর বর্ণনা	২১
◈ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর ইস্‌রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা	২২
◈ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর ইস্‌রা সম্পর্কে কাতাদার বর্ননা	২৩
◈ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্‌রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনার অবশিষ্টাংশ ও আবু বকর رضي الله عنه-এর সিদ্দীক উপাধি লাভ	২৩
◈ ইস্‌রা স্বপ্নযোগেও হতে পারে	২৫
◈ আল কুরআনে মি'রাজের গুরুত্ব	২৮
◈ মি'রাজের ঘটনা বর্ণনাকারী সাহাবীগণ	৩১
◈ মিরাজ এর সঠিক সন ও তারিখ	৩২
◈ মিরাজ যাত্রার সূচনা	৩৩
◈ বুরাকের বর্ণনা	৩৪
◈ বায়তুল মুকাদ্দাসে রওয়ানা	৩৫

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা

◈ মক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণের পথে শিক্ষণীয় ঘটনা..... ৩৮
◈ হুরদের সাথে কথাবার্তা..... ৪০
◈ ১ম আকাশে আরোহণ ও ভ্রমণ.....৪১
◈ আদম আলাইহিস সালাম-এর সাথে সাক্ষাত.....৪১
◈ এতিমদের মাল আত্মসাৎকারীর অবস্থা..... ৪২
◈ ব্যাভিচারিণী, সুদখোর ও পরনিন্দার শাস্তি..... ৪২
◈ ২য় আকাশে আরোহণ..... ৪৪
◈ ৩য় আকাশে আরোহণ..... ৪৪
◈ ৪র্থ আকাশে আরোহণ..... ৪৪
◈ ৫ম আকাশে আরোহণ..... ৪৫
◈ ৬ষ্ঠ আকাশে আরোহণ..... ৪৫
◈ ৭ম আকাশে আরোহণ..... ৪৬
◈ সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা ও বাইতুল মা'মুরে আগমন..... ৪৬
◈ মিরাজের রাতে উপহার..... ৫০
◈ জাহান্নামের প্রধান ফেরেশতার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে না হাসা..... ৫২
◈ ফিরাউনের কন্যা মা-শিত্বার বর্ণনা ৫৩
◈ মিরাজ থেকে ফেরা ও কিছু লোকের কাফের হওয়া..... ৫৫
◈ মুশরিকদের প্রশ্নবান ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তর দান ৫৫
◈ মিরাজে সত্যতায় আবু বকরকে সিদ্দীক উপাধিদান..... ৫৬
◈ রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিরাজ সশরীরে, না স্বপ্নে?..... ৫৮
◈ মিরাজ সশরীরে হবার বিভিন্ন প্রমাণ ৫৯
প্রমাণ–১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার.....৫৯
প্রমাণ–২ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার.....৬০
প্রমাণ–৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার.....৬৩

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রমাণ–৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়া ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ৬৫
প্রমাণ–৫ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার প্রমাণে ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম ৬৬
প্রমাণ–৬ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার প্রমাণে ঈসা আলাইহিস সালাম ৬৮
প্রমাণ–৭ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৬৯
প্রমাণ–৮ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৭০
প্রমাণ–৯ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৭১
প্রমাণ–১০ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৭৩
প্রমাণ–১১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৭৬
প্রমাণ–১২ : জান্নাতীয় দুধ প্লান ও দীদারে ইলাহী ৭৭
প্রমাণ–১৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৭৮
প্রমাণ–১৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৭৯
প্রমাণ–১৫ : স-শরীরে মি'রাজ ও দীদারে ইলাহীর ৮০
প্রমাণ–১৬ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৮১
প্রমাণ–১৭ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৮১
প্রমাণ–১৮ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৮২
প্রমাণ–১৯ : মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স-শরীরে অনুষ্ঠিত হওয়ার ৮৩
প্রমাণ–২০ : জাগ্রত অবস্থায় স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ৮৫
প্রমাণ–২১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৮৬
প্রমাণ–২২ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৮৭
প্রমাণ–২৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৮৭
প্রমাণ–২৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৮৮
প্রমাণ–২৫ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৮৯
প্রমাণ–২৬ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার..... ৯০

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রমাণ–২৭ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ৯১
প্রমাণ–২৮ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ৯১
প্রমাণ–২৯ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ৯২
প্রমাণ–৩০ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ৯৬
প্রমাণ–৩১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ৯৭
প্রমাণ–৩২ : দীদারে ইলাহী দশবার স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ৯৭
প্রমাণ–৩৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ১০১
প্রমাণ–৩৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ১০৩
প্রমাণ–৩৫ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ইসলাম গ্রহণে এক ইয়াহূদী ১০৩
প্রমাণ–৩৬ : মি'রাজে ব্যয়িত সময় স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ১০৪
প্রমাণ–৩৭ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার কুদরতে ইলাহী ১০৭
প্রমাণ–৩৮ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ১১০
প্রমাণ–৩৯ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ১১৩
প্রমাণ–৪০ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ১১৩
প্রমাণ–৪১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ১১৩
প্রমাণ–৪২ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার মি'রাজের প্রমাণের দ্বিতীয় আয়াত ১১৫
প্রমাণ–৪৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার মি'রাজের প্রমাণে ১৮টি আয়াত ১১৬
প্রমাণ–৪৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার মি'রাজ কি তবে স্বপ্নে? ১২০
প্রমাণ–৪৫ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ও সময়ের প্রশ্ন ১২১
প্রমাণ–৪৬ : কুদরতে ইলাহী স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ১২২

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা

◈ রাসূলুল্লাহর মিরাজ স্বপ্ন-সংক্রান্ত মতামত..... ১২২
◈ মিরাজ কয়বার হয়েছিল?..... ১২৪
◈ রাসূলুল্লাহর বক্ষবিদারণ কয়বার?..... ১২৫
◈ বাইতুল মুকাদ্দাস-ভ্রমণের রহস্য..... ১২৫
◈ বিশিষ্ট নাবীদের সাথে সাক্ষাতের রহস্য..... ১২৬
◈ সিদরাতুল মুনতাহার পরিচয়..... ১২৮
◈ রফরফ এর পরিচয়..... ১২৯
◈ রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মহান আল্লাহকে চক্ষু দ্বারা দেখার উপমহাদেশের একজন ইসলামী চিন্তাবীদের ইলমী তাহকীক..... ১৩১
◈ মহান আল্লাহকে দর্শনের ব্যাপারে আল্লামা তাফতাজানীর অভিমত.....১৪০
◈ মহান আল্লাহকে দেখার বিষয় নিয়ে আরো কিছু কথা..... ১৪০
◈ মিরাজের বিশেষ উপহার..... ১৪২
◈ আকাশে কলমের আওয়াজ শ্রবণ..... ১৪৩
◈ মি'রাজ নামায..... ১৪৩
◈ ফিরিশতাদের আযান..... ১৪৩
◈ সালাত সংক্ষেপ করার ব্যাপারে মুসা আলাইহিস সালাম-এর পরামর্শ..... ১৪৪
◈ মিরাজ অস্বীকারের ফলশ্রুতি উতবার পরিণতি..... ১৪৫
◈ মি'রাজকে ঘিরে প্রচলিত জাল হাদীস..... ১৪৬
◈ মি'রাজ রজনীতে ৩০ হাজার বাতিনী ইলম বিষয়ক জাল হাদীস.....১৪৯
◈ মি'রাজ রজনীতে জুতা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরশে আরোহণ সংক্রান্ত জাল হাদীস..... ১৫০
◈ মি'রাজ রজনীতে আত তাহিয়্যাতু লাভ একটি বানোয়াট কাহিনী.....১৫২
◈ মি'রাজ সংক্রান্ত আজব গল্প..... ১৫২
◈ মি'রাজ অস্বীকারকারীর মহিলায় রূপান্তরিত হওয়ার কথিত ঘটনাটিও বানোয়াট..... ১৫৬

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা

◈ জাল হাদীসের ভিত্তিতে রজব মাসের মর্যাদা ও এ মাসের বিভিন্ন আকর্ষণীয় ঘটনা ১৫৭
◈ রজব মাসের বিশেষ সালাত সংক্রান্ত জাল হাদীস ১৫৭
◈ রজব মাসের বিশেষ সিয়াম সংক্রান্ত জাল হাদীস ১৫৮
◈ ২৭শে রজবের রাতের ইবাদত বিষয়ক জাল হাদীস..... ১৫৮
◈ মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য.....১৬০
◈ মিরাজ ও বর্তমান বিজ্ঞান ১৬২
◈ ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা ১৬৬
◈ বিশ্ব সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা ১৬৮
◈ স্থান ও কাল সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ধারণা ১৭৬
◈ মি'রাজ ও বর্তমান বিজ্ঞান সম্পর্কে আরো কিছু কথা ১৮১

www.pathagar.com

মি'রাজ

মি'রাজ বিশ্বনবী ﷺ-এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন মুসলমানদের উপর চলছিল চরম নির্যাতন। সে সময় এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার এ দ্বীনকে আরো সফলতার দিকে নিয়ে গিয়েছেন।

নবী ﷺ-এর দীর্ঘ ১২ বছরের চেষ্টার পর যখন ইসলামী মূল্যবোধ ইসলামী জীবনবোধের ভিত্তিতে একটা খেলাফতের ভিত্তি স্থাপনের সময় আসন্ন হয়ে আসছিল তখন নবী ﷺ মনে মনে উদগ্রীব ছিলেন। সে খেলাফতির একটা নির্ভুল নকশা পাওয়ার জন্যে। আর মনে মনে চাচ্ছিলেন এমন কিছু নিদর্শন দেখতে যা দেখে পরকালের অবস্থাটা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁর উম্মতের সামনে পেশ করতে পারেন। সেই মুহূর্তেই সংঘটিত হয়েছিল মি'রাজ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে আরশে মুয়াল্লায় ডেকে নিয়ে তাঁর কুদরতের এমন কিছু নিদর্শন দেখালেন এবং এমন কিছু শিক্ষা দিলেন যার দ্বারা উপরিউক্ত প্রয়োজনগুলো মিটতে পারে।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে– আমরা গোটা পৃথিবীর তামাম মানুষ যদি মি'রাজের মূল শিক্ষা কি–তা বুঝতাম এবং সেই মুতাবিক আমাদের সমাজ গড়তে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমরা পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী সত্যিকারের মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা সহকারে এ পৃথিবীতে বসবাস করতে পারতাম, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ণ শান্তি ও স্থায়ী নিরাপত্তা কায়েম হতো এবং কারোই মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত হতো না।

দুর্ভাগ্য এখানে যে, আমাদের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ, শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি যুক্ত সঠিক ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থার পুরা নকশা যা নবী ﷺ মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন তা আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও আমরা তার কোন খোঁজ খবর রাখিনা অথবা তার কোন গুরুত্বই দেই না। এই সম্পর্কীয় কিছু জরুরী খোঁজ খবর যা বিভিন্ন কারণে মুসলিম সমাজ (সাধারণ ভাবে সবাই) জানতে পারেনি তা জানানো এবং এ সম্পর্কে যেসব বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে রয়েছে তার অপনোদনই এ বইয়ের মূল উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

ইস্‌রা ও মি'রাজ শব্দদ্বয়ের পরিচয়

ইসরা ও মি'রাজ اِسْرَاءٌ وَمِعْرَاجٌ এ দু'টো শব্দ সকল মুসলিমের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। দু'টোই আরবি শব্দ। اِسْرَاءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈশ ভ্রমণ করানো। আর مِعْرَاجٌ শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা আরোহণ করার স্থান। عُرُوْجٌ শব্দের অর্থ সিঁড়িতে আরোহণ করা বা উর্ধ্বে গমন করা।

মাসজিদে হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভ্রমণ যেমন রাতের বেলায় হয়েছিল, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণও একই রাতে হয়েছিল। اِسْرَاءٌ শব্দটি مَصْدَرٌ আল কুরআনে বর্ণিত سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ -এর মধ্যে اِسْرَاء (بَابِ اِفْعَالٌ এর) মাসদারের অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ বা فِعْلِ مَاضِى দৃষ্টিকোণ থেকে اِسْرَاءٌ "শব্দটি এসেছে আল কুরআন থেকে। কিন্তু مِعْرَاجٌ শব্দটি (এ অর্থে) আল কুরআনে বর্ণিত হয়নি। কারণ বাইতুল মুকাদ্দাসে যাত্রা বিরতির পর সেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণের কথা আল কুরআনের কোনো আয়াতে আসেনি। মোদ্দাকথা হল, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নৈশ ভ্রমণের বিষয়ে আল কুরআনের অকাট্য দলিলটি হলো সূরা اِسْرَاءٌ বা সূরা بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلُ -এর ১ম আয়াত–

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ-

অর্থ : "মহাপবিত্র মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি আপন বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিক আমি বরকত দিয়ে ভরে রেখেছি। যাতে আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নির্দশন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন।

কুরআনুল কারীমের উক্ত আয়াত দ্বারা মহানবী ﷺ-এর اِسْرَاءُ অর্থাৎ রাতের বেলা রাতের একই অংশের মধ্যে মাসজিদুল হারাম থেকে

www.pathagar.com

মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উর্ধ্বলোকে আরোহণের বিষয়টি মাশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামী আকীদা সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ শরহে আকায়েদে নাসাফিতে উল্লেখ আছে–

فَالْاِسْرَاءُ وَهُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَطْعًا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالْمِعْرَجُ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ مَشْهُوْرٌ-

অর্থাৎ, মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভ্রমণের নাম "ইসরা" যা আল্লাহর কিতাব দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর যমীন থেকে আসমানের দিকে ভ্রমণের নাম "মি'রাজ" যা মাশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ করা হয়েছে :

فَاَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالْاِسْرَاءِ الْمُشْتَمِلُ عَلٰى اِجْتِمَاعِهٖ بِالْاَنْبِيَاءِ وَعُرُوْجِهٖ اِلَى السَّمَاءِ وَرُؤْيَةٌ عَجَائِبِ الْمَلَكُوْتِ وَمُنَاجَاتِهٖ لَهُ تَعَالٰى-

অর্থ : মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী ﷺ-কে উত্তমভাবে পুরস্কার করেছেন "ইসরা" দিয়ে, যার মধ্যে রয়েছে অন্য নবীগণের সাথে একত্রে মিলিত হওয়া, আসমানের দিকে আরোহণ করা, মালাকুতী জগতে অসংখ্য বিস্ময়কর জিনিস স্বচক্ষে দেখা এবং সর্বোপরি মহান প্রভুর সাথে মুনাজাতে মাশগুল হওয়া।

একদিকে সময়ের নাজুকতা, অপরদিকে মি'রাজের সফলতা

"মি'রাজ" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাক্কী জীবনের শেষের দিকের ঘটনা। খাদীজা رضي الله عنها-এর ওফাত নবুয়াতের দশম বর্ষে হয়েছিলো বলে জানা যায়। তিনি মি'রাজের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আল্লামা ছফিউর রহমান (মোবারকপুরী) তাঁর অনন্য সীরাত গ্রন্থ اَلرَّحِيْقُ الْمَخْتُوْم -এ উল্লেখ করেছেন–

www.pathagar.com

اَنْ سِيَاقَ سُوْرَةُ الْاِسْرَاءِ يَدُلُّ اَنَّ الْاِسْرَاءَ مُتَاَخِّرَ جِدًّا-

অর্থাৎ, (ইখতিলাফ যাই-ই থাকুক না কেন) সূরা আল ইসরার পটভূমির দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, মি'রাজ মাক্কী জীবনের শেষ প্রান্তের ঘটনা।

আল্লামা মোবারকপুরী অবস্থার প্রতিকূলতা এবং এরই মাঝে মি'রাজের সফলতার দিকে ইঙ্গিত করে উল্লেখ করেন–

وَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ هٰذِهِ الْمَرْحَلَةِ الَّتِيْ كَانَتْ دَعْوَتُهُ تَشُقُّ فِيْهَا طَرِيْقًا بَيْنَ النَّجَاحِ وَالْاِضْطِهَادِ، وَكَانَتْ تَتَرَاى نُجُوْمًا ضَئِيْلَةً تَتَلَمَّحُ فِيْ اٰفَاقٍ بَعِيْدَةٍ وَقَعَ حَادِثُ الْاِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجُ-

অর্থাৎ, একদিকে নবী ﷺ-এর দাওয়াতী কাজের সফলতা, আর অন্যদিকে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের চরম পর্যায় অতিক্রান্ত হচ্ছিল, এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় দূর দিগন্তে মিটমিট করে জ্বলছিলো তারকার মৃদু আলো, এমনি সময়ে মি'রাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

আল কুরআনুল কারীমের সূরা আল বাকারার ২১৪ নং আয়াত থেকে নির্যাতন ও নিষ্পেষণের একটি করুণ চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠে। ইরশাদ হচ্ছে–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ-

অর্থ : তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখানো তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদ মুসীবত আসেনি? তাদের উপর এসেছিল নানা ধরনের বিপদ-মুসিবত। তাদেরকে অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত ঐ সময়কার রাসূল এবং তাঁর অনুসারীগণ আর্তনাদ করে উঠেছিলো

www.pathagar.com

যে, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাঁদেরকে এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। সূরা বাকারা : আয়াত- ২১৪

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা : আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরজ করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরো বললেন, এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়। মুসলিম

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর সপ্তম জমিনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা সোলায়মান আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছেন। নাসায়ী, তাফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ., ৪র্থ খণ্ড

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হারামকেও মসজিদে হারাম বলে দেয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মাসজিদে-আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত : আয়াতে بَارَكْنَا حَوْلَهُ বলা হয়েছে। এখানে حَوْلٌ বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূ-পৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন। রূহুল-মা'আনী

www.pathagar.com

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ : ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল। মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি। জনবসতিগুলোর মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। কুরতুবী

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মাসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

১. মদিনার মাসজিদ, ২. মক্কার মাসজিদ, ৩. মাসজিদে আকসা এবং ৪. মাসজিদে তূর।

ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা

প্রথম ঘটনা : বর্তমান মাসজিদে-আকসার প্রতিষ্ঠাতা সোলায়মান আলাইহিস সালাম-এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা : প্রায় চারশ' বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল-মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদি মূর্তিপূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থান যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা : দ্বিতীয় কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি

www.pathagar.com

পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা : এর কারণ এই যে, উপরিউক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী। সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধবংসস্তুপে পরিণত করে। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান আলাইহিস সালাম কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদিরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যাপর্ণ করে। এ সময় ইহুদিরা নিজেদের কুর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা : ইহুদিরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদিদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদিকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, কিন্তু মাসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মাসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছুদিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটের দখলে চলে যায়। তারা মাসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং আট বছর পর ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ ঘটনা : ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদিরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদিও ছিল না এবং খ্রিস্টানও ছিল না। কেননা, তার অনেক দিন পর কনস্টানটাইন প্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমল পর্যন্ত মাসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটি পুনঃ নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তাফসীরে বয়ানূল-কুরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কুরআনে উল্লিখিত দু'টি ঘটনা কোনগুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদিদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বুঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তাফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হুযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরজ করলাম বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদ। তিনি বললেন, দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালাম-এর জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা, ইয়াকুত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান আলাইহিস সালাম যখন এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিনদেরকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণিমুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হুযায়ফা বলেন, আমি আরজ করলাম, এরপর বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কীভাবে উধাও হয়ে গেল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাফরমানী করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হলো এবং পয়গাম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে

www.pathagar.com

বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল মোকাদ্দাস শাসন করে। কুরআন পাকের فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। বুখতা নছরের সৈন্যবাহিনী মাসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবিলার জন্য তৈরি করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বুখতা নছর যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ সেগুলোও বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানি কর এবং গুনাহর দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আজাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا বলে একথাই বুঝানো হয়েছে। সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত-৮

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে এলো এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্‌রা সম্পর্কে ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে বুরাক উপস্থিত করা হল। এটি একটি চতুস্পদ জন্তু। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকেও এতে সওয়ার করানো হতো। এটি এত দ্রুতগামী যে, তার এক-একটি পদক্ষেপ হয় তার দৃষ্টির শেষ সীমায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর

www.pathagar.com

পিঠে সওয়ার করানো হয়। তাঁর সঙ্গী তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আসমান-যমীনের মাঝখানে তিনি বহু নিদর্শন দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন। অবশেষে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন। এখানে তিনি তাঁর সম্মানে ইবরাহিম খলিল আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-সহ বহু নবী-রাসূলকে সমবেত দেখতে পেলেন। তিনি তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর তাঁর সামনে তিনটি পাত্র পেশ করা হল। একটিতে দুধ, একটিতে মদ ও আরেকটিতে পানি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এগুলো আমার সামনে পরিবেশিত হলে আমি শুনতে পেলাম, কেউ বলছে, যদি তিনি পানির পাত্র গ্রহণ করেন, তবে তিনি নিজেও ডুববেন এবং তাঁর সংগে তাঁর উম্মতও ডুববে। তিনি মদের পাত্র গ্রহণ করলে নিজেও বিভ্রান্ত হবেন এবং উম্মতও বিভ্রান্ত হবে। আর যদি দুধের পাত্র গ্রহণ করেন, তাহলে নিজেও হিদায়াতপ্রাপ্ত হবেন এবং তাঁর উম্মতও হিদায়াত লাভ করবে। আমি দুধের পাত্রই গ্রহণ করলাম এবং তা থেকে দুধ পান করলাম। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি হিদায়াত লাভ করলেন এবং আপনার উম্মতও হিদায়াতপ্রাপ্ত হল। সীরাতে ইবনে হিশাম

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইস্‌রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা

ইবনে ইসহাক বলেন, হাসান বসরী হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কা'বার হিজরের মাঝে শায়িত ছিলাম। সহসা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে খোঁচা মেরে জাগালেন। আমি উঠে বসলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আবার শুয়ে পড়লাম। তিনি আবারও জাগালেন। এবারও উঠে কিছুই দেখতে পেলাম না। আবার শুয়ে পড়লাম তিনি আবারও জাগালেন। এবারও উঠে কিছুই দেখলাম না। আমি তৃতীয়বার শুয়ে পড়লাম। তখন তিনি আগের মত আমার ঘুম ভাঙালেন। এবার উঠে বসলে তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি তার সাথে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে মাসজিদের দরজার দিকে নিয়ে চললেন। হঠাৎ দেখলাম একটি সাদা জন্তু, গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি আকৃতির। তার দুই উরুতে রয়েছে দু'টি পাখা। তা দিয়ে সে পেছনের পায়ে ঝাপটা দেয়, আর সামনের পা তার দৃষ্টির শেষ সীমায়

www.pathagar.com

ফেলে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে তার পিঠে আরোহণ করালেন। এরপর আমাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। আমরা কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম না। সীরাতে ইবনে হিশাম

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইস্‌রা সম্পর্কে কাতাদার বর্ণনা

ইবনে ইসহাক বলেন, কাতাদার বর্ণনায় শুনেছি যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আরোহণ করার জন্য যখন ঐ বুরাকের কাছে গেলাম, তখন সে ছটফট শুরু করে দিল। জিবরাঈল তার চুঁটে হাত রেখে বললেন, হে বুরাক! কি করছ? তোমার লজ্জা হয় না? আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে তোমার পিঠে মুহাম্মাদ অপেক্ষা বেশি সম্মানী কোন আল্লাহ্‌র বান্দা আরোহণ করেননি। রাবী বলেন, একথা শুনে বুরাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল এবং সে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেল। তখন আমি তার পিঠে সওয়ার হলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্‌রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনার অবশিষ্টাংশ ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্দীক উপাধি লাভ

হাসান বসরী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চলতে লাগলেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-ও তাঁর সংগে চলতে লাগলেন। এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছলেন। সেখানে তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-সহ বহু নবীর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তিনি তাঁদের সালাতে এমামত করলেন। এরপর তাঁর সামনে দু'টি পাত্র রাখা হল। একটিতে মদ, অপরটিত দুধ ছিল। তিনি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন এবং তা থেকে পান করলেন। মদের পেয়ালা স্পর্শ করলেন না। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনি স্বভাব ধর্মের হিদায়াত লাভ করলেন, আর আপনার উম্মতও হিদায়াত লাভ করল। আপনাদের জন্য মদ হারাম করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

পরদিন সকালে তিনি কুরাইশদের কাছে এ ঘটনা প্রকাশ করলেন। অধিকাংশ লোক বলে উঠল, আল্লাহ্‌র কসম! এ তো এক আজব ও

www.pathagar.com

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্‌র কসম! একটি কাফেলার শামে (সিরিয়া) যাতায়াত করতে দু'মাস সময় লাগে। একমাস যেতে এক মাস আসতে। আর মুহাম্মাদ কিনা এই এক রাতের মধ্যে সেখানে গিয়ে আবার মক্কায় ফিরে আসল!

এ ঘটনার ফলে বহু নও-মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করল। একদল লোক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে গিয়ে বলল, হে আবু বকর! তোমার বন্ধু সম্পর্কে তুমি কি এখনও ভাল ধারণা পোষণ কর। সে তো দাবি করে, এ রাতে সে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল। সেখানে সে সালাতও আদায় করেছে।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বললেন, তোমরা কি তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে কর? তার বলল, অবশ্যই। সে তো এখনও মাসজিদে বসে মানুষের সামনে একথাই বলছে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যদি এরূপ বলে থাকেন, তবে তিনি সত্যই বলেছেন। এতে তোমরা অবাক হচ্ছ কেন? আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তো আমাকে এ সংবাদও দেন যে, দিন-রাতের এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, আসমান থেকে বার্তা চলে আসে, আর আমি তা বিশ্বাসও করি। এ ঘটনা কি তার চেয়েও কঠিন, যে তোমরা অবাক হচ্ছো? এরপর তিনি সেখান থেকে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট চলে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কি এদের বলেছেন যে, এই রাতে আপনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! সে মাসজিদটির বর্ণনা দিন তো; আমি সেখানে গিয়েছিলাম। হাসান (র) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরা হল। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিতে লাগলেন। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিবারই বলতে থাকলেন, صَدَقْتَ আপনি সত্যই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদটির পূর্ণ বর্ণনা দিলেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে সাথে বললেন, আপনি সত্য বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। সবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, হে আবু বকর! তুমি সিদ্দীক। সেদিনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সিদ্দীক উপাধি প্রদান করেন। হাসান বসরী বলেন, এ ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুরতাদ হয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন–

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ۭ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا-

অর্থ : "আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদের ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু তা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।"

সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত- ১৭

এ হচ্ছে ইসরা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা। অবশ্য এর মাঝে কাতাদা (র)-এর বর্ণনাও রয়েছে।

ইস্‌রা স্বপ্নযোগেও হতে পারে

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ মতামতকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেয়া যায় না। হাসান বসরীর উক্তি দ্বারাও তাদের সমর্থন হয় যে,

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ-

আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ রয়েছে (এতে ঘটনাটিকে الرُّءْيَا 'স্বপ্ন' বলা হয়েছে)। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্রকে নিজ স্বপ্নের কথা যেভাবে শুনিয়েছিলেন, তা কুরআন মাজীদে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে–

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ-

অর্থ : হে বৎস। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি।

সূরা সাফফাত: আয়াত ৩৭ : ১০২

এতে বোঝা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ওহী দু'ভাগে হয়ে থাকে। কখনও জাগ্রতাবস্থায়, কখনও স্বপ্নযোগে।

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক বলেন, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন- تَنَامُ عَيْنَايَ وَقَلْبِي يَقْظَانٌ "আমার দু'চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে"। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত, বাস্তব ব্যাপার কি ছিল! তিনি যে মহাবিস্ময় প্রত্যক্ষ করেছেন, তা স্বপ্নযোগে করেছেন, না জাগ্রত অবস্থায় তা আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক অবগত। যেভাবেই হোক, ঘটনা সত্য ও বিশ্বাস্য। মধ্যমাকৃতির মানুষ। তিনি অত্যধিক কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট ও ছিলেন না, আবার ঋজু চুলবিশিষ্টও নয়; বরং তাঁর চুল ছিল ঈষৎ কোঁকড়ান। তিনি অত্যধিক স্থূলকায় ছিলেন না। চেহারা সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না। বর্ণ ছিল শুভ্র লোহিতাভ, চক্ষুদ্বয় ছিল নিবিড় কালো, দীর্ঘ আঁখিপল্লব। অস্থিগ্রন্থি ছিল বড়সড় ও চওড়া কাঁধ। তাঁর বক্ষদেশ হতে নাভিমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত একটি সরু লোমের রেখা ছিল। এছাড়া হাতে পায়ে অতি সামান্যই লোম ছিল। পথ চলাকালে দ্রুত চলতেন; মনে হতো যেন উপর হতে নীচে নামছেন। তিনি যখন কোনদিকে তাকাতেন তখন পূর্ণভাবে ফিরে তাকাতেন। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে ছিল নবুওয়তের মোহর। আর তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। তিনি ছিলেন অধিক দানশীল এবং অসীম সাহসের অধিকারী। তিনি কথায়ও ছিলেন সবচাইতে সত্যনিষ্ঠ এবং দায়িত্ব ও অঙ্গীকার রক্ষায় সর্বাধিক যত্নবান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল চরিত্রের অধিকারী ও আচার-ব্যবহারে সর্বোত্তম! যখন তাঁকে কেউ প্রথমে দেখত, তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হতো। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশত, সে তাঁকে ভালবেসে ফেলত। তাঁর প্রশংসাকারী তো সংক্ষেপে এই-ই বলে, তাঁর আগে বা পরে তাঁর মতো আমি আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্‌রা সম্পর্কে উম্মে হানী রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, ইস্‌রা সম্পর্কে উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা নিম্নরূপ। তিনি বলতেন, আমারই ঘর থেকেই

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সফর শুরু হয়েছিল। তিনি সে রাতে আমার ঘরে শায়িত ছিলেন। তিনি ঈশার সালাত আদায় শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। আমরাও ঘুমিয়ে যাই। ফজরের সামান্য আগে তিনি আমাদের জাগালেন। এরপর আমরা সকলে তাঁর সংগে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি বললেন, হে উম্মে হানী! তোমরা তো দেখেছ, আমি তোমাদের সাথে ঈশার সালাত আদায় করে তোমাদের এখানেই শুয়ে পড়ি। কিন্তু এরপরে আমি বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করি এবং সেখানে সালাত আদায় করি। তারপর তো তোমাদের সাথেই ফজরের সালাত আদায় করলাম, যা তোমরা দেখলে। উম্মে হানী বলেন, এই বলে তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর চাঁদরের কিনারা ধরে ফেললাম। ফলে তাঁর পেট থেকে কাপড় সরে গেল। তা দেখতে ভাঁজ করা কিব্‌তী বস্ত্রের মত স্বচ্ছ ও মসৃণ। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি একথা লোকদের কাছে প্রকাশ করবেন না। অন্যথায় তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। কিন্তু তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই তাদের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করব। তখন আমি আমার এক হাবশী দাসীকে বললাম, বসে আছ কেন, জলদি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে যাও, তিনি লোকদের কি বলেন তা শোন, আর দেখ তারা কি মন্তব্য করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে গিয়ে লোকদের এ ঘটনা জানালেন। তারা বিস্মিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! এ যে সত্য তার প্রমাণ? এমন ঘটনা তো আমরা কোনদিন শুনিনি। তিনি বললেন, প্রমাণ এই যে, আমি অমুক উপত্যকায় অমুক গোত্রের একটি কাফেলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সহসা আমার বাহন জন্তুটির গর্জনে তারা ভীত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের একটি উট হারিয়ে যায়। আমি তাদের উটটির সন্ধান দেই। আমি তখন শামের দিকে যাচ্ছিলাম। এরপর সেখান থেকে ফিরে আসার পথে যখন দাজনান পর্বতের কাছে পৌঁছি, তখন সেখানেও একটি কাফেলা দেখতে পাই, তারা সকলে নিদ্রিত ছিল। তাদের কাছে একটি পানি ভরা পাত্র ছিল। যা কোন কিছু দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি সে ঢাকনা সরিয়ে তা থেকে পানি পান করি। এরপর তা আগের মতো ঢেকে রেখে দেই। আর এর প্রমাণ এই যে, কাফেলাটি

www.pathagar.com

এখন বাযযা গিরিপথ থেকে সানিয়াতুত-তানঈমে নেমে আসছে। তাদের সামনে একটি ধূসর বর্ণের উট আছে। যার দেহে একটি কালো ও আরেকটি বিচিত্র বর্ণের ছাপ আছে।

উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, এ কথা শোনামাত্র উপস্থিত লোকেরা সানিয়ার দিকে ছুটে গেল। তারা ঠিকই সম্মুখভাগের উটটিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণনামত পেল। তারা কাফেলার কাছে তাদের পানির পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, আমরা পানির একটি ভরা পাত্রে ঢাকনা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। জাগ্রত হওয়ার পর পাত্রটিকে যেমন রেখেছিলাম তেমনই ঢাকা পাই, কিন্তু ভিতর পানিশূন্য ছিল।

তারা অপর কাফেলাকেও জিজ্ঞেস করল। সে কাফেলাটি তখন মক্কাতেই ছিল। তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি যে উপত্যকার কথা বলেছেন, সেখানে ঠিকই আমরা ভয় পেয়ে ছিলাম। তখন আমাদের একটি উট হারিয়ে যায়। আমরা অদৃশ্য এক ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পাই, যে আমাদের উটটির সন্ধান দিচ্ছিল। সেমতে আমরা উটটি ধরে ফেলি।

আল কুরআনে মি'রাজের গুরুত্ব

এ বিশাল ও বিস্ময়কর মহাপরিভ্রমণের কারণ ও এর তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা : لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا (বনী ইসরাঈল : ১) অর্থাৎ, রাতের বেলায় আমরা তাঁর এ মহাপরিভ্রমণের ব্যবস্থা করার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে, আমরা যেন তাঁকে আমাদের কুদরতের কিছু নিদর্শন তাঁর আপন চোখে দেখার সুব্যবস্থা করে দিতে পারি। মূলতঃ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ব্যাপারে এটিই আল্লাহর সুন্নাত। তাই মহান আল্লাহ বলছেন–

وَ كَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ-

www.pathagar.com

অর্থ : এবং এভাবেই আমরা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে আসমান ও যমীনের মালাকুতী ব্যবস্থাপনা দেখিয়েছি। যাতে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। সূরা আল আন'আম : আয়াত- ৭৫

মহান আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে বলেন–

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى-

অর্থ : এতে আমরা তোমাকে আমাদের বিশাল কুদরতের নিদর্শনাদী দেখাবো। সূরা তাহা : আয়াত- ২৩

মহান আল্লাহ তাঁর এ ইচ্ছার উদ্দেশ্যও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন–

وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ-

অর্থাৎ, তাঁরা যেন দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। সূরা আন-আম : আয়াত-৭৫

নবীগণ মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদী নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করায় তাঁদের অন্তরে عَيْنَ الْيَقِيْنِ বা দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হয়ে যায়, যার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ কোনো জিনিস না দেখে শুধু খবর শুনে বিশ্বাস করা, আর সেটা নিজ চোখে দেখে বিশ্বাস করা এক রকম নয়। নবীগণ আল্লাহর কুদরত সরাসরি প্রত্যক্ষ করার কারণে তাঁরা যেভাবে অকাতরে যুলুম-নির্যাতন, নিষ্পেষণ সহ্য করতে পারেন এবং আল্লাহর রাহে যেভাবে তাঁরা কুরবানী দিতে পারেন, অন্যরা তা পারে না। কারণ দুনিয়ার সকল শক্তি তাঁদের সামনে মাছির একটা ডানার মতোই তুচ্ছ মনে হয়।

আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী তাঁর অনন্য সীরাত গ্রন্থ আররাহীকুল মাখতুমে সংক্ষিপ্তাকারে মহানবীর এ বিস্ময়কর পরিভ্রমণের হিকমত ও রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মহান আল্লাহ আল কুরআনের সূরা "আল ইসরা" এর একটি মাত্র আয়াতে মি'রাজের ঘটনা উল্লেখ করেই ইহুদীদের দুষ্কৃতি ও পাপাচারের কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর তাদেরকে জানিয়েছেন যে–

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ-

www.pathagar.com

অর্থ : নিঃসন্দেহে এ কুরআন সে পথেরই হিদায়াত দিয়ে থাকে, যে পথ সঠিক এবং সরল। সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত- ৯

আল কুরআন তিলাওয়াতকারীদের মনে হতে পারে যে, উভয় কথা সম্পর্কহীন, কিন্তু আসলে তা নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বর্ণনাভঙ্গীতে এ ইশারাই দিয়েছেন যে, ইসরা প্রথমত বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এজন্য করানো হয়েছে যে, অচিরেই এমনসব ভয়াবহ অপরাধ করেছে যে, নেতৃত্বের যোগ্যতা তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। কাজেই এ দায়িত্ব ও মর্যাদা এখন থেকে মহানবী ﷺ-কে প্রদান করা হবে এবং দাওয়াতে ইবরাহিমের উভয় কেন্দ্রকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে। আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এক উম্মত থেকে অন্য উম্মতের নিকট স্থানান্তর করার উপযুক্ত সময় সমাগত। যুলুম, অত্যাচার, খিয়ানত, বিশ্বাসঘাতকতা, সীমালঙ্ঘনের মতো মারাত্মক অপরাধে অপরাধী ও কলঙ্কিত ইতিহাসের অধিকারী এক উম্মতের কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে এমন একটি উম্মতকে দেয়া হবে, যাদের মাধ্যমে কল্যাণের ঝরণাধারা উৎসারিত হবে। এ উম্মতের রাসূল ﷺ সরাসরি ওহীর মাধ্যমে আল কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করছেন, যে আল কুরআন মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছে।

কিন্তু এ নেতৃত্ব কীভাবে স্থানান্তরিত হবে, অথচ ইসলামের নবীতো এখনো প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় রয়েছেন এ প্রশ্নটি অন্য একটি সত্যের পর্দা উন্মোচন করছে। সেটা হলো ইসলামের দাওয়াত একটা পর্যায় অতিক্রম করার কাছাকাছি, অচিরেই আর একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এ অধ্যায়টি হবে পূর্বের চেয়ে ভিন্নতর। এ কারণে দেখা যায় যে, কোনো কোনো আয়াতে পৌত্তলিকদের সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং কঠোর ভাষায় হুমকি দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَ اِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا-

অর্থ : আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন সেখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দেই, তারা সেখানে পাপাচারে লিপ্ত হয়। এতে তারা শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়, আর অমনি আমি সে জনপদ ধ্বংস করে দেই। সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত- ১৬

www.pathagar.com

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا-

অর্থ : নুহের পর আমরা বহু মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করে দিয়েছি। আপনার রবই তাঁর বান্দাহদের পাপাচারের খবর রাখা এবং তাদের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট। সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত- ১৭

এর পাশাপাশি রয়েছে এমন অনেক আয়াত যেগুলো সভ্যতা ও তার নিয়ম-পদ্ধতি, যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নবাগত ইসলামী সমাজব্যবস্থা-এর নিখুঁত একটি রূপরেখা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে। এতে এ আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, খুব শীঘ্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল আবাসভূমির কর্ণধার হতে যাচ্ছেন, যা তাঁর নির্দেশ মুতাবিক নিয়ন্ত্রিত হবে এবং পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে তাঁর দাওয়াতী মিশন পরিচালনার জন্য এ নিরাপদ স্থানটি কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করবে।

এ বিস্ময়কর মহাপরিভ্রমণের গুরুত্ব ও রহস্যাবলির মধ্যে এ হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র অংশ।

মি'রাজের ঘটনা বর্ণনাকারী সাহাবীগণ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল কুরআনে মহানবী ﷺ-এর বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মহান ভ্রমণের বাকী অংশ হাদীস থেকে বিস্তারিত জানা যায়। এত অধিক সংখ্যক সাহাবী থেকে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন ঘটনার ব্যাপারে যার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ মি'রাজের ঘটনা বর্ণনাকারী রাবীর সংখ্যা অর্ধশত পর্যন্ত বলেছেন।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইসরার হাদীসসমূহ সবই মুতাওয়াতির পর্যায়ের। নাককাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। কাজী আয়ায শিফা গ্রন্থে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

আল্লামা হাফিয ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এসব বর্ণনা যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। তিনি পঁচিশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন–

www.pathagar.com

১. উমার ইবনুল খাত্তাব	২. আলী	৩. ইবনে মাসউদ
৪. আবু যার আল গিফারী	৫. মালিক ইবনে ছা'ছা	৬. আবু হুরাইরা
৭. আবু সাঈদ	৮. ইবনুল আব্বাস	৯. শাদ্দাদ ইবনে আউস
১০. উবাই ইবনে কা'ব	১১. আবদুর রহমান ইবনে কুর্য	১২. আবু হাইয়্যা
১৩. আবু লাইলা	১৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ	১৫. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান
১৬. বুরাইদা	১৭. আবু আইয়ুব আল আনসারী	১৮. আবু উমামা
১৯. সামুরা ইবনে জুনদুব	২০. আবুল হামরা	২১. সুহাইব রুমী
২২. উম্মে হানী	২৩. আয়েশা	২৪. আসমা বিনতে আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

এরপর আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন–

فَحَدِيْثُ الْإِسْرَاءِ اَجْمَعُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُوْنَ-

মি'রাজের ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সকল মুসলিমের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দিকরা এটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

মি'রাজ এর সঠিক সন ও তারিখ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ যখন হয়েছিল তখন সাল ও তারিখ লেখার চর্চা ছিল না বলে মি'রাজ সংঘটনের সঠিক সাল ও তারিখ নিয়ে বহু মতভেদ হয়েছে। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এ ব্যাপারে ১০ টিরও বেশি অভিমত আছে। ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা

তা হল এই–

১. কারো মতে হিজরতের ছয় মাস আগে
২. ইমাম ইবনুল জাওযীর মতে নবুওয়াতের ১২ সনের ২৭ রজবের রাতে। সীরাতে সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, ২৬৮ পৃষ্ঠা
৩. ইবনে সা'দের বর্ণনায় আছে, হিজরতের এক বছর আগে ১৭ই রবিউল আউয়ালে।

www.pathagar.com

৪. তাঁর অন্য বর্ণনায় মি'রাজ সংঘটিত হয় হিজরতে মদীনার আঠারো মাস আগে সতেরই (১৭) রমাযান শনিবার রাতে।

ত্ববাক্বা-তু ইবনে-সা'দ, ১ম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা

৫. আল্লামা ইবনে আব্দুল বার প্রমুখ বলেন, মি'রাজ ও হিজরতের মাঝে চৌদ্দ মাসের ব্যবধান ছিল। যা-দুল মাআ-দ, ৩য় খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা

৬. ইবরাহিম হারবীর মতে, হিজরতের এগার মাস আগে।

৭. ইবনে ফা-রিস বলেন, পনের মাস আগে।

৮. আল্লামা সুদ্দী বলেন, সতের মাস আগে।

৯. ইবনে কুতাইবার বর্ণনায় আঠার মাস আগে।

১০. ইবনুল আসীরের মতে, হিজরতের তিন বছর আগে।

১১. কাযী ইয়ায ও কুরতুবী এবং ইমাম নবভী প্রমুক যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, হিজরতের পাঁচ বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।

ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা

আল্লামা কাযী সুলাইমান মনসূরপুরীর জ্ঞানে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়াতের দশম সনে সাতাশে রজবের রাতে। রাহ্‌মাতুল্লিল্ আ-লামীন, ৭০ পৃষ্ঠা

ইংরেজি তারিখ ছিল ৬২০ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ তথা হিজরতের দু'বছর আগে ২৭শে রজবের রাতে। পয়গম্বরে আযম ওয়া আ-খির ৩৪৫ পৃষ্ঠা

বর্তমানে সবারই মতে ঐ রাতটা ছিল ২৭শে রজবের রাত এবং সালটা ছিল নবুওয়াতের ১০ম সন।

মি'রাজ যাত্রার সূচনা

মানবকুল শিরোমনি এবং নবী ও রাসূলদের মুকুটমনি মুহাম্মাদ মুস্তাফা ﷺ একদা মক্কাতে শিআবে আবু তালিবে অবস্থিত তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানীর ঘরে এশার নামায পড়ে শুয়েছিলেন। তখন তাঁর একপাশে নিদ্রিত ছিলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় চাচা হামযা এবং অন্যপাশে ঘুমাচ্ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ চাচাতো ভাই জাফর ﷺমা। ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা

অতঃপর তাঁর ঘরের ছাদ ফুঁড়ে জিবরাঈল আমীন ও মিকাঈল ﷺ-এর আগমন তাঁর কাছে হয়। তখন তিনি ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থার মাঝামাঝি

www.pathagar.com

পর্যায়ে ছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল তাঁকে ঐ ঘর থেকে বের করে মসজিদুল হারামের দিকে হাতিমের কাছে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি শুয়ে পড়েন। তখন তাঁর মধ্যে ঘুমের ভাব ছিল।

এরপর জিবরাঈল তাঁর সীনা থেকে নাভীর উপর পর্যন্ত ফেড়ে তাঁর বুক ও পেট থেকে কিছু বের করে সেটাকে যমযম পানি দিয়ে ধুয়ে তাঁর পেটটাকে পাকসাফ করে দেন। তারপর তিনি সোনার একটি তশ্‌তরী আনেন। যা ঈমান ও হিকমত (শরীআতী জ্ঞান) দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তদ্বারা তিনি তাঁর সীনাটাকে ভরে দেন এবং তাঁর ফাড়া অংশটা ঠিকঠাক করে দেন।

বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৫২৬-৫২৭ পৃষ্ঠা

তাঁর বুক অপারেশনের কারণে তিনি তন্দ্রালু অবস্থায় যখন কাবা শরীফের নিকটবর্তী হিজর তথা হাকিমে ছিলেন তখন জিবরাঈল তাঁর পায়ে টোকা মারেন। তিনি উঠে বসে কাউকে দেখতে না পেয়ে শোবার জায়গায় ফিরে যান। আবার জিবরাঈল তাঁর পায়ের পাতায় টোকা মারেন। ফলে তিনি উঠে বসেন। এবার জিবরাঈল তাঁর হাতের নল টা ধরেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ান। তারপর মসজিদুল হারামের দরজার দিকে তিনি রওয়ানা হন। ওখানে একটি সাদা জন্তু ছিল। যা গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি ছিল। তার দু'টি উরুর মধ্যে দু'টি ডানা ছিল। যা তার পা দু'টির কাছাকাছি ছিল। তফসীরে ত্বারী, ১৫ খণ্ড, ৩য় পৃষ্ঠা

বুরাকের বর্ণনা

ঐ জন্তুরটির নাম বুরাক। ওর বর্ণনা সালাবীর দুর্বলসূত্রে আছে যে, ওর চেহারাটা মানুষের চেহারার মতো। ওর পায়ের ক্ষুরটা জন্তুদের পায়ের ক্ষুরের মত। ওর লেজটা বলদের লেজের মতো। ওর আগেপিছেটা ঘোড়ার মতো। ওকে যখন রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে আনা হয় তখন সে লাফালাফি করতে থাকে। ফলে জিবরাঈল তাঁকে ছুঁয়ে বলেন, হে বুরাক! তুমি মুহাম্মাদ থেকে লাফালাফি করো না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমার উপর এমন কোন ফিরিশ্‌তা চড়েনি এবং এমন কোন প্রেরিত নবীও সওয়ার হননি, যিনি মুহাম্মাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন এবং তিনি আল্লাহর নিকটেও তাঁর চেয়ে মর্যাদাবান হতে পারেন।

তফসীরে কুরতুবী, ১০ম খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

তিরমিযীতে আনাসের বর্ণনায় আছে, তখন বুরাকটি ঘামে ভিজে যায়। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে, বুরাকটি তখন কাঁপতে থাকে। পরিশেষে সে যমীনে ঠেকে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে সওয়াব হন। নাসায়ীতে আনাসের বর্ণনায় আছে, ঐ বুরাকটিকে অন্যান্য নবীদের জন্যও নিয়োজিত করা হতো। বিশিষ্ট তাবিয়ী সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, এ বুরাকটি সেই জন্তু, যাতে চড়ে ইবরাহিম নবী (সিরিয়া থেকে মক্কায় তাঁর পুত্র) ইসমাঈলকে দেখতে আসেন। ঐ বুরাকটির দৃষ্টি যতদূর যেত ততদূরে তার পা পড়তো। ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২০৬-২০৭ পৃষ্ঠা

বায়তুল মুকাদ্দাসে রওয়ানা

আনাসের বর্ণনায় ইবনে জারীর বলেন, বুরাকে চড়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীলের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হন। হঠাৎ রাস্তার এক দিকে তিনি একটি বুড়ীকে দেখতে পান। তিনি ﷺ বলেন, এটা কে? হে জিবরাঈল। তিনি বলেন, চলুন, হে মুহাম্মাদ! তিনি চলতে থাকেন। আবার রাস্তার ধারে একটি জিনিস তাঁকে ডাকলো, আসুন, হে মুহাম্মাদ! তখন জিবরাঈল তাঁকে বলেন, চলুন, হে মুহাম্মাদ! তাই তিনি চলতে লাগলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কিছু সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাঁরা বললেন, আসসালামু আলাইকা, হে হাশির (যাঁর পরে কেউ নেই)। তখন তাঁকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, আপনি সালামের জওয়াব দিন। তাই তিনি সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁদেরকেও তিনি ঐরূপ বললেন। পরিশেষে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর তাঁর কাছে পানি ও মদ এবং দুধ পেশ করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধটাকে গ্রহণ করলেন। অতঃপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, আপনি স্বভাবজাত প্রকৃতিকে পেয়ে গেছেন। আপনি যদি পানিটা পান করতেন তাহলে আপনি ডুবে যেতেন এবং আপনার উম্মতও ডুবে যেত। আর আপনি যদি মদটা পান করতেন তাহলে আপনি পথভ্রষ্ট হতেন এবং আপনার উম্মতও বিভ্রান্ত হয়ে যেত। ... তারপর জিবরাঈল বলেন, সেই বুড়ীটা যাকে আপনি রাস্তার ধারে দেখেছিলেন সে হচ্ছে পৃথিবীর সেই অংশ

www.pathagar.com

যতটা বয়স এই বুড়ীটার বাকী আছে। আর সে চেয়েছিল যে, আপনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। সে ছিল আল্লাহর দুশমন ইবলিস। সে চেয়েছিল যে, আপনি তার দিকে ঝুঁকে যান। আর যাঁরা আপনাকে সালাম দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ইবরাহিম এবং মুসা ও ঈসা (তাফসীরে ত্বাবারী, ১৫ খণ্ড, ৫ম পৃষ্ঠা)। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন, এর কোন কোন শব্দে আপত্তি এবং অভিনবত্ব আছে। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা

মুসনাদে বাযযার ও ত্বাবারানীতে এবং বাইহাকীর দালায়িলুন নুবুওয়াতে শাদ্দাদ ইবনে আওসের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আমরা খেজুর গাছওয়ালা একটি যমীনে পৌঁছলাম তখন জিবরাঈল বলেন, আপনি এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। তাই আমি নামলাম এবং নামায পড়লাম। তারপর আমরা বুরাকে চড়লাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? আমি বললাম, আল্লাহ ভাল জানেন। এবার জিবরাঈল বললেন, আপনি নামায পড়লেন, ইয়াসরিবে (মদীনা শরীফের পুরাতন নাম) তথা ত্বইবাতে। নাসায়ীর বর্ণনায় আছে, এটাই আপনার হিজরতের জায়গা হবে ইনশাআল্লাহ!

অতঃপর বুরাকটি চলতে লাগলো এবং যেখানে তার দৃষ্টি পড়েছিল সেখানে সে তার পা-টি ফেলছিল। তারপর আমরা একটি জায়গায় পৌঁছিলাম। জিবরাঈল আমাকে বলেন, এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। তাই আমি নামলাম এবং নামায পড়লাম। অতঃপর জিবরাঈল বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? আমি বললাম, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বললেন, আপনি মাদ্‌য়্যান শহরে নামায পড়লেন, মুসার গাছের নীচে। অন্য বর্ণনায় আছে, এটা সিনাই পর্বত। সেখানে আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছিলেন।

অতঃপর বুরাকটি তার দৃষ্টি পর্যন্ত পা ফেলে চলতে লাগলো। তারপর আমরা একটা জায়গায় পৌঁছিলাম। যার সৌধগুলো আমাদের সামনে প্রকাশিত হল। তখন জিবরাঈল বললেন, এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। তাই আমি নামলাম এবং নামায পড়লাম। তারপর আমরা বুরাকে চড়লাম। অতঃপর জিবরাঈল বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? আমি বললাম, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা বাইতুল লাহাম। যেখানে মারয়্যামের পুত্র ঈসা মাসীহের জন্ম

www.pathagar.com

হয়েছিল। তারপর বুরাক আমাদের নিয়ে চলল। পরিশেষে আমরা ইয়ামনী দরজা দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের শহরে ঢুকলাম। অতঃপর আমি মসজিদটির কিবলার দিকে এলাম। তারপর তিনি ওখানে বুরাকটি বাঁধলেন। তারপর আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদে-আকসায় ঢুকলাম। অতঃপর আমার খাতিরে নবীদের জমায়েত করা হল। তারপর জিবরাঈল আমাকে এগিয়ে দিলেন। পরিশেষে আমি তাঁদের এমামত করলাম।

তফসীর দুররে মানসুর, ৪র্থ খণ্ড, ২৬০, ২৬২, ২৬৪, ২৬৪ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা

বাইহাকির দালায়িলুন নুবুওয়াতে ও ইবনে আসাকিরে আবু সায়ীদ খুদ্‌রীর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি যখন বুরাকে চড়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাচ্ছিলাম তখন একজন আহ্বানকারী ডান দিক থেকে ডাক দেয়, হে মুহাম্মাদ। আমাকে দেখুন। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু আমি জওয়াব দিইনি। তারপর একজন আহ্বানকারী বাম দিক থেকে আমাকে ডাক দেয়, হে মুহাম্মাদ! আমাকে দেখুন। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব, কিন্তু আমি জওয়াব দিইনি। তারপর আমরা চলতেই থাকি। ইত্যবসরে একটি নারী তার বাহু দু'টি উলঙ্গ করে এবং সবরকম সৌন্দর্য যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার উপরে তা রয়েছে। অতঃপর সে বলে, হে মুহাম্মাদ! আমাকে দেখুন আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব। আমি তার দিকে তাকালাম না। পরিশেষে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে গেলাম। অতঃপর আমি আমার জন্তুটাকে সেই চক্রে বাঁধলাম, যাতে নাবীগণ (তাঁদের জন্তুগুলো) বাঁধতেন।

তারপর আমি পথিমধ্যে আমাকে আহ্বানকারীদের সম্পর্কে জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, ডানদিকের আহ্বানকারীটি ইহুদী। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত ইহুদী হয়ে যেতো। বামদিকের আহ্বানকারীটি খ্রিস্টান। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত খ্রিস্টান হয়ে যেতো। আর উলঙ্গ বাহু রংঢং করা নারীটি এ পৃথিবী। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত পরকালের উপর এই দুনিয়াকে প্রাধান্য দিত। প্রথমোক্ত, ২৬৬ পৃষ্ঠা

তারপর আমি এবং জিবরাঈল বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমাদের প্রত্যেকেই দু'রাকাআত নামায পড়লাম।

তাফসীর ইবনে কাসীর ৩য় খণ্ড, ১২-১২ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

মক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণের পথে শিক্ষণীয় ঘটনা

ইমাম বাযযার ও আবু ইয়া'লা এবং ইবনে জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনে জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারঅযী তাঁর কিতাবুস সলাতে আর ইবনে আবী হাতিম ও ইবনে মারদোয়াহে প্রমুখ আবু হুরায়রার বর্ণনায় মি'রাজের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতঃ বলেন, বুরাকে চড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে সফর শুরু করেন তখন তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে যান, যারা একদিনে চাষ করছে এবং ঐ একদিনেই ফসল কাটছে। যখন তারা তা কাটছে তখনই তা আবার তৈরীও হয়ে যাচ্ছে। তাই নবী ﷺ বলেন, হে জিবরাঈল! এরা কে? তিনি বলেন, এরা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারী। এদের নেকীগুলো সাতশো গুণ করা হচ্ছে। আর এরা যেসব জিনিস খরচ করেছে তারই বদলা আল্লাহ তাদেরকে দিচ্ছেন।

তারপর তিনি ﷺ ভ্রমণে একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন যাদের মাথাগুলো পাথর দিয়ে চুরমার করে দেয়া হচ্ছে। যখনই তা-চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখনই তা আবার তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আর ঐ কাজ থেকে তাদের বিরাম নেই। তাই তিনি ﷺ বললেন, এরা কারা হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, এরা তারা, যারা নামাযের পরোয়া করতো না।

তারপর তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের সামনে একটি হাঁড়িতে রাঁধা গোশ্‌ত এবং অন্য হাঁড়িতে পচাসড়া গোশ্‌ত রয়েছে। অতঃপর তারা পচাসড়া মাংসটা খাচ্ছে এবং রাঁধা পবিত্র মাংসটা ছেড়ে দিচ্ছে। আমি বললাম, এরা কারা, হে জিবরাঈল? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেই ব্যক্তি যার কাছে হালাল (বিয়ে করা) স্ত্রী আছে। তথাপি সে নাপাক নারীর কাছে আসে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়। তেমনি সেই নারী যার কাছে হালাল স্বামী আছে। অথচ সে নাপাক পুরুষের কাছে আসে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়। তারপর তিনি একটি পাথরের কাছে এলেন, যা পথের উপরেই ছিল। অতঃপর ওর পাশ দিয়ে যে কাপড়ই অতিক্রম করছিল সেটাকে তা ছিঁড়ে ফেলছিল। তিনি ﷺ বললেন, এটা কী? হে জিবরাঈল! তিনি বলেন, এটা আপনার উম্মতের সেই সম্প্রদায়গুলোর উদাহরণ যারা রাস্তায় বসে, অতঃপর তারা ডাকাতি ও রাহাযানী করে।

www.pathagar.com

তারপর তিনি একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যারা কাঠের একটা বিরাট বোঝা জড় করে রেখেছে, যা সে বইতে পারছে না। অথচ তার উপরে সে আরো বোঝা চাপাচ্ছে। তাই তিনি ﷺ বললেন, এরা কারা, হে জিবরাঈল? তিনি বলেন, এরা আপনার উম্মতের এমন লোক, যাদের কাছে লোকেদের আমনত জমা রয়েছে। সেগুলোকে সে আদায় করতে পারছে না। অথচ সে ওর উপরে আরো বোঝা চাপাচ্ছে।

তারপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের জিভগুলো ও ঠোঁটগুলো জাহান্নামের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। তা যখনই কাটা হচ্ছে তখনই সেটা আবার তৈরী হয়ে যাচ্ছে। যেমন তা ছিল। তা থেকে তাদের বিরাম দেয়া হচ্ছে না। তিনি ﷺ বললেন, এরা কারা, হে জিবরাঈল? তিনি বললেন, এরা ফেতনাবাজ বক্তা।

তারপর তিনি একটি ছোট্ট পাথরের কাছে এলেন, যার ভেতর থেকে একটা বিরাট বড় বলদ বের হচ্ছে। তারপর ঐ বলদটি ওর মধ্যে ফিরে যেতে চাইছে সেখান থেকে সে বের হয়েছিল। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই তিনি ﷺ বললেন, এটা কী? হে জিবরাঈল! তিনি বলেন, এই ব্যক্তিটি বড় বড় কথা বলছে। যার জন্য সে লজ্জিতও হচ্ছে। কিন্তু সেটাকে সে ফেরত নিতে পারছে না।

তারপর তিনি ﷺ একটি পাহাড়ী উপত্যকায় এলেন। অতঃপর তিনি ঠাণ্ডা সুগন্ধি এবং মেশকের খোশবু পেলেন। আর একটি আওয়াযও শুনতে পেলেন। তাই তিনি ﷺ বললেন, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন, এটা জান্নাতের ধ্বনি। সে বলছে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আপনি তা দিন, যার ওয়াদা আপনি আমার সাথে করেছেন? এমতাবস্থায় অনেক হয়ে গেছে আমার কামরাগুলো ও রকমারী রেশমী সাজ-সজ্জা এবং আমার লোটা ও বাহনাদি আর আমার মধু ও পানি এবং আমার দুধ ও মদ প্রভৃতি। তাই আপনি আমাকে আমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য আছে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী এবং ঈমানদার নর ও ঈমানদার নারী। তখন জান্নাত বললো, আমি সন্তুষ্ট।

তারপর তিনি ﷺ আর একটি উপত্যকায় এলেন। অতঃপর তিনি ভয়ংকর আওয়াজ শুনলেন ও দুর্গন্ধময় গন্ধ পেলেন। তাই তিনি ﷺ

www.pathagar.com

বললেন, এটা কী? হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, এটা জাহান্নামের ধ্বনি। সে বলছে, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে তা দিন যার ওয়াদা আমার সাথে আপনি করেছেন। কারণ, অনেক হয়ে গেছে আমার শিকল ও বেড়ী এবং শাস্তি। আর আমার গভীরতা আরো গভীর হয়েছে এবং আমার তাপটা প্রচণ্ড হয়েছে। তাই আপনি আমাকে দেয়া আপনার ওয়াদাটা পূরণ করুন। তিনি বললেন, তোমার জন্য রয়েছে প্রত্যেক নাপাক নর ও নারী এবং প্রত্যেক দাম্ভিকতাকারী, যে হিসাব-নিকাশের দিনটাকে বিশ্বাস করে না। তখন জাহান্নাম বললো, আমি সন্তুষ্ট। তারপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে এলেন। অতঃপর বুরাকটাকে একটি পাথরে বেঁধে মাসজিদে ঢুকলেন। তাফসীরে দুররে মানসূর, ৩য় খণ্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা

হুরদের সাথে কথাবার্তা

ইবনে মারদুবিয়াহ্ বর্ণনা করেছেন, জিবরাঈল ও মুহাম্মাদ ﷺ যখন মসজিদটির বারান্দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তখন জিবরাঈল বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি আপনার পালনকর্তার কাছে এ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি আপনাকে হুরে-য়ীনদের (জান্নাতের সুলোচন নারীদের) সাক্ষাৎ করাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল বললেন, তাহলে চলুন সেসব নারীদের দিকে। অতঃপর তাদেরকে আপনি সালাম দিন তারপর আমি তাদের কাছে এলাম। অতঃপর তাদেরকে আমি সালাম দিলাম তারপর তারা আমাকে সালামের জওয়াব দিল। অতঃপর আমি বললাম, আপনারা কারা? তারা বললো, আমরা সর্বোত্তম সুন্দরী (হুরগণ)। সৎশীল সম্প্রদায়ের বিবি। যারা পাক পবিত্র। তাই তারা হবেন না অপবিত্র। তারা স্থিতিশীল। তাই তারা হয় না ভ্রমণশীল। তারা চিরজীবি। তাই তারা হবে না মরণশীল। তারপর আমি ফিরে এলাম। অতঃপর আমি একটু অবস্থান করলাম। পরিশেষে বহুলোক জড় হল। তারপর মুআয্যিন আযান দিল এবং একামত দেয়া হল। তাই আমরা লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। অতঃপর অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর জিবরাঈল আমার হাতটা ধরে আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন। তাই আমি তাঁদেরকে নামায পড়ালাম। অতঃপর যখন আমি সালাম ফিরালাম তখন জিবরাঈল বললেন, হে মুহাম্মাদ!

www.pathagar.com

আপনি কি জানেন যে, আপনার পেছনে কারা নামায পড়লেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আপনার পেছনে নামায পড়লেন প্রত্যেক নবী যাঁকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। তাফসীর দুররে মানসূর, ৩য় খণ্ড, ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা

আনাসের বর্ণনায় আছে, তিনি ﷺ মাসজিদে ঢুকে প্রথমে দু'রাকআত (মাসজিদ সালামীর) নামায পড়েন। মুসলিম ১ম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা

আবু সায়ীদের বর্ণনায় আছে, তারা দু'জনই ওখানে নামায পড়েন।
বাইহাকী, তাফসীর ইবনে কাসীর ৩য় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা

১ম আকাশে আরোহণ ও ভ্রমণ

আবু সায়ীদ খুদরীর ﷺ বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বলেন, আমি যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের কর্মসূচী থেকে অবসর পেলাম তখন একটি সিঁড়ি আমার কাছে আনা হল। এর চেয়ে সুন্দর জিনিস আমি দেখিনি। এটাই সিঁড়ি যার দিকে মরণাপন্ন ব্যক্তি চেয়ে থাকে যখন তার কাছে মরণ হাযির হয়। অতঃপর জিবরাঈল আমাকে তাতে চড়িয়ে দিলেন। পরিশেষে আমি আকাশের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজার কাছে পৌছুলাম। যার নাম বাবুল হাফাযাহ্ তথা সংরক্ষিতকারীদের দরজা। তাতে একজন ফিরিশতা আছে। যার নাম ইসমাঈল। তাঁর অধীনে বার হাজার ফিরিশতা আছে। ওদের মধ্যকার ফিরিশতার অধীনে বার হাজার করে ফিরিশতা আছে। যার নাম ইসমাঈল। তাফসীরে ত্বারী, ১৫ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা। তাহযীবু সীরাতি ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা

আদম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত

বাইহাকীর বর্ণনায় আছে, পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী ফিরিশতার নাম ইসমাঈল। তাঁর সামনে আছে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা। ওর প্রত্যেক ফিরিশতার সাথে এক লাখ ফিরিশতার বাহিনী আছে তিনি বলেন, অতঃপর জিবরাঈল আকাশটির দরজা খোলা প্রার্থনা করলেন। বলা হল, কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আবার বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল তাঁর কাছে লোক পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আদম ﷺ-কে সেই আকৃতিতে দেখা গেল যে-আকৃতিতে আল্লাহ তাঁকে প্রথম দিনে সৃষ্টি করেছিলেন। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

অতঃপর তাঁর কাছে তাঁর ঈমানদার সন্তানদের রূহগুলো পেশ করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলছিলেন, পবিত্র আত্মা ও পবিত্র দেহ। এদেরকে তোমরা ইল্লিয়্যীনে রাখো। তারপর তাঁর কাছে পাপী-দুরাচারদের রূহগুলো পেশ করা হল। তিনি বলছিলেন, বদমায়েশ আত্মা ও অপবিত্র দেহ। এদেরকে তোমরা সিজ্জীনে রাখো। অতঃপর আমি একটু আগে বাড়লাম, হঠাৎ কিছু দস্তরখানা নযরে পড়লো। যাতে কাটা কাটা গোশতের টুকরো রয়েছে। ওর কাছে কেউই আসছে না। আবার কিছু দস্তরখানা দেখলাম যাতে দুর্গন্ধযুক্ত মাংস রয়েছে। ওর কাছে কিছু লোক রয়েছে যারা ও থেকে কিছু খাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল এরা কারা। তিনি বললেন, এরা আপনারই উম্মত তারা, যারা হারামের কাছে আসতো এবং হালালকে ছেড়ে দিত। ঐ-পৃষ্ঠা-ঐ

এতিমদের মাল আত্মসাৎকারীর অবস্থা

তারপর আমি আরেকটু অতিক্রম করলাম। আকস্মাৎ এমন সম্প্রদায়ের দেখা পেলাম, যাদের ঠোঁটগুলো উটের ঠোঁটের মতো। অতঃপর তাদের মুখগুলো খোলা হচ্ছে। তারপর তাতে অঙ্গারের লোক্‌মাহ্ (গ্রাস) দেয়া হচ্ছে। তারপর তা তাদের নীচে দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। অতঃপর আমি তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে চীৎকার করতে শুনলাম। তাই আমি বললাম, এরা কারা? হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের মালধন খেত। তারা নিজেদের পেটের মধ্যে কেবলমাত্র আগুন খেতো। তাই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।

ব্যাভিচারিণী, সুদখোর ও পরনিন্দার শাস্তি

তারপর আমি আরেকটু অতিক্রম করলাম। অতঃপর এমন নারীদের দেখলাম, যারা নিজেদের স্তনগুলোতে ঝুলছে। অতঃপর আমি তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে চিৎকার করতে শুনতে পেলাম। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা আপনার উম্মতের

www.pathagar.com

ব্যভিচারিণীগণ। অন্য বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে, এরা পরপুরুষের বীর্যে জন্মলাভ করা সন্তানদেরকে নিজ স্বামীর ঘাড়ে চাপায়।

তাহযীবু সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা

তারপর আমি একটু আগে বাড়লাম। অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখলাম, যাদের পেটগুলো ঘরের মতো। ওদের মধ্যকার কেউ যখনই দাঁড়াতে চায় তখনি সে পড়ে যায়। তাই সে বলছে, আল্লাহ গো! কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত করো না। অথচ ওরা ফিরআওন বংশের চলতি রাস্তায় রয়েছে। তাই যখন কোন পথিক আসছে তখন ওদেরকে মাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের তারা, যাঁরা সুদ খেত। এরা দাঁড়াতে পারে না, কেবল তার মতো দাঁড়ায় যাকে শয়তান ছুঁয়ে কুঁকড়ে দেয়।

তারপর আমি একটু অতিক্রম করলাম। অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায়কে পেলাম যাদের পার্শ্বগুলো থেকে মাংস কাটা হচ্ছে। অতঃপর তারা সেটাকে খাবার লুকমাহ বানাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এটাকে তোমরাও খাও যেমন তোমরা তোমাদের ভাইদের গোশ্ত খেতে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের পরনিন্দাকারী ও একের কথা অপরকে লাগায় যারা।

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, দালায়িলুন নুবুওআহ্ ২য় খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি যখন প্রথম আকাশে চড়লাম তখন একজন লোককে বসা অবস্থায় পেলাম। তাঁর ডানদিকে কিছুলোকের ছায়া দেখলাম এবং তাঁর বামদিকে কিছুলোকের ছায়া দেখলাম। তিনি যখন ডানদিকে দেখছিলেন তখন তিনি হাসছিলেন। এবং যখন তিনি নিজের বামদিকে তাকাচ্ছিলেন তখন কাঁদছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সৎ নবীকেও সৎ-পুত্রকে স্বাগতম! তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি আদম। আর তাঁর ডান ধারের ছায়াগুলো হচ্ছে জান্নাতবাসী এবং বামধারে ছায়াগুলো জাহান্নামাবাসী। তাই যখন তিনি ডানদিকে দেখছেন তখন হাসছেন এবং যখন বামদিকে দেখেছেন তখন তিনি কাঁদছেন। বুখারী, ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, বা-বু কাইফা ফুরিযাতিস্ সলাত

www.pathagar.com

২য় আকাশে আরোহণ

তারপর আমাদের ২য় আসমানে চড়ানো হল। অতঃপর জিবরাঈল দরজা খোলার প্রার্থনা করলেন। তখন বলা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল, তাঁর কাছে (দূত) পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল। হঠাৎ আমি দু' খালাতো ভাইকে পেলাম। তাঁরা হলেন ঈসা ইবনে মারইয়াম এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া। তাঁরা দু'জন আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং আমার ভালর জন্য দুআ দিলেন। মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা

৩য় আকাশে আরোহণ

তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল ৩য় আসমানে চড়লেন। অতঃপর দরজা খোলার আবেদন করলেন। বলা হল কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল আবার বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল, তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবার বলা হল তাঁকে স্বাগতম। অতঃপর কি সুন্দর আগমন এটা। তারপর দরজা খোলা হল। অতঃপর যখন আমি (৩য় আকাশে) পৌছালাম তখন ইউসুফকে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি ইউসুফ। এঁকে সালাম করুন। তাই আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জওয়াব দিলেন, তারপর বললেন, সৎ ভাই ও সৎ নবীকে স্বাগতম। বুখারী মুসলিম, মিশকাত, ৫২৭ পৃষ্ঠা

অন্য বর্ণনায় আছে, ইউসুফকে দুনিয়ার অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে।

মুসলিম ১ম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা

আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো।

তাহযীর সীরাতে, ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ৯৩ পৃষ্ঠা

৪র্থ আকাশে আরোহণ

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে চড়লেন। পরিশেষে ৪র্থ আসমানে এলেন এবং দরজা খোলার প্রার্থনা করলেন। তখন বলা হল, কে? তিনি বললেন,

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ। বলা হল, তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে স্বাগতম! কি সুন্দর আগমন এটা! অতঃপর যখন আমি (৪র্থ আকাশে) পৌঁছালাম তখন ইদরীসকে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি ইদরীস। এঁকে সালাম করুন। তাই আমি তাঁকে সালাম দিলাম। অতঃপর তিনি সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর বললেন, সৎ ভাই ও সৎ নবীকে স্বাগত। ঐ পৃষ্ঠা-ঐ

৫ম আকাশে আরোহণ

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে চড়লেন। পরিশেষে ৫ম আসমানে এলেন। তারপর তিনি দরজা খোলার আবেদন করলেন। বলা হল কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে স্বাগতম! কি সুন্দর আগমন এটা। অতঃপর দরজা খোলা হল। তারপর আমি যখন ৫ম আকাশে পৌঁছলাম তখন হারুনকে দেখা পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি হারূন। এঁকে সালাম করুন। তাই আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জওয়াব দিয়ে বললেন, সৎ-ভাই ও সৎ নবীকে স্বাগতম! (ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ)। অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর (হারূনের) অর্ধেক দাড়ি সাদা এবং অর্ধেক দাড়ি কালো। আর লম্বার কারণে তা প্রায় নাভী পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। দালা-য়িলুন নুবওআহ্, ২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা

৬ষ্ঠ আকাশে আরোহণ

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে চড়লেন। পরিশেষে তিনি ৬ষ্ঠ আকাশে এলেন। অতঃপর তিনি দরজা খোলার আবেদন করলেন। বলা হল, কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। বলা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। বলা হল, তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে স্বাগতম। অতঃপর কি সুন্দর আগমন এটা! অতঃপর দরজা খোলা হল। তারপর যখন ৬ষ্ঠ আকাশে আমরা পৌঁছালাম তখন মুসাকে দেখা পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি মুসা। একে সালাম করুন তাই আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও জওয়াব দিয়ে বললেন,

www.pathagar.com

সৎ ভাই ও সৎ নবীকে স্বাগতম। অতঃপর আমি যখন আগে বাড়লাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, কিসে আপনাকে কাঁদালো? তিনি বললেন, আমি কাঁদছি এজন্য যে, একজন (আমার চেয়ে) কাঁচা বয়স্ককে আমার পরে নবী করে পাঠানো হয়েছে। যাঁর উম্মত জান্নাতে বেশি প্রবেশ করবে তাদের চেয়ে যারা আমার উম্মতের মধ্য হতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ৫২৭ পৃষ্ঠা

অন্য বর্ণনায় আছে, মুসাকে আমি পেলাম অধিক পশমওয়ালা বাদামী রং পুরুষ। তাঁর উপরে যদি দু'টি জামা থাকে তবুও তার পশম বোঝা যাবে। তিনি বলছিলেন, লোকেরা ভাবে যে, আমি আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত এর চেয়ে না; বরং ইনিই আমার চেয়ে বেশি সম্মানিত আল্লাহর নিকটে।

দালা-য়িলুন-নুবুঅহ্ ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, তাফসীর দুর্রে মানুসর, ৪র্থ খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা

৭ম আকাশে আরোহণ

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে চড়লেন। অতঃপর তিনি দরজা খোলার আবেদন করলেন। বলা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আবার বলা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। ফের বলা হল, তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে স্বাগতম! অতঃপর কি সুন্দর আগমন এটা! তারপর আমি যখন ৭ম আসমানে পৌঁছিলাম তখন ইবরাহিমকে দেখা পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি আপনার বংশ পিতা ইবরাহিম। এঁকে সালাম দিন। তাই আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনিও সালমের জওয়াব দিয়ে বললেন, সৎ-পুত্র ও সৎ নবীকে স্বাগতম।

সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা ও বাইতুল মা'মুরে আগমন

তারপর আমাকে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত তোলা হল। অতঃপর হঠাৎ দেখলাম, ওর ফলগুলো হাজার (নামক জায়গায় তৈরী) বড় বড় কলসির মতো এবং ওর পাতাগুলো হাতীর কানের মতো। তিনি বললেন, এটা সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা। ওখানে ৪টি নদী আছে। দু'টি নদী ভেতরমুখী এবং

www.pathagar.com

দু'টি নদী বাহিরমুখী। আমি বললাম, এ দু'টি কী? হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, ভেতরমুখী দুটো জান্নাতের মধ্যকার নদী। আর বাহিরমুখী দু'টি (মিসরের) নীল এবং (ইরাকের) ফোরাত নদী। তারপর আমার জন্য বাইতুল মামুরকে তোলা হল। তারপর আমার কাছে কতিপয় পাত্র আনা হল– মদের পাত্র এবং মধুর পাত্র। আমি দুধটাকে ধরলাম। জিবরাঈল বললেন, এটাই তো প্রকৃত স্বভাব যার উপরে আপনি আছেন এবং আপনার উম্মতও আছেন। বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, ৫২৭ পৃষ্ঠা

অন্য বর্ণনায় আছে আমি আসমানে বাইতুল মামুরে পিঠ ঠেকিয়ে সুন্দরতম পুরুষের বেশে আমাদের বংশপিতা ইবরাহিমকে দেখলাম। তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও ছিল। অতঃপর আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনিও আমাকে সালাম দিলেন। অতঃপর আমি আমার উম্মতকে দু'টি দলে দেখলাম। একটি ভাগ এমন যাদের দেহে সাদা কাপড় রয়েছে। তারা যেন কাগজের মতো। আর একটি ভাগ এমন যাদের দেহে ছাইরং কাপড় রয়েছে। অতঃপর আমি বাইতুল মামুরে প্রবেশ করলাম। এমতাবস্থায় আমার সাথে তারাও ঢুকলো যারা সাদা কাপড় পরিহিত ছিল। আর যারা ছাইরং কাপড় পরিহিত ছিল তারা একপাশে থাকলো। তবে তারা ভার অবস্থায় ছিল। আমি এবং সঙ্গীরা বাইতুল মামুরে নামায পড়লাম। তারপর আমি এবং সঙ্গীরা বেরিয়ে এলাম তিনি (জিবরাঈল) বলেন, বাইতুল মামুরে নামায পড়লাম। তারপর আমি এবং সঙ্গীরা বেরিয়ে এলাম। তিনি (জিবরাঈল) বলেন, বাইতুল মামুর এমন ঘর যাতে প্রত্যেকদিন সত্তর হাযার ফিরিশ্‌তা নামায পড়েন। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত আর ওতে ফিরে আসার সুযোগ আর পায় না।

বাইহাকীর দালা-য়িলুন নুবুওআহ, ২য় খণ্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা, তাফসীর দুর্রে মানসুর ৪র্থ খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা

তারপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহার দিকে তোলা হল। ওর প্রত্যেকটি পাতা ওই উম্মতকে প্রায় ঢেকে ফেলতে পারে। ওর মধ্যে একটি ঝরণাও আছে। যার নাম সাল্‌সাবীল্। ও থেকে দু'টি স্রোতধারা বের হচ্ছে। একটি নাম কাওসার। এবং অপরটির নাম নাহ্‌রুর রহ্‌মাহ বা করুণা-ধারা। অতঃপর ওতে আমি গোসল করলাম। ফলে আমার আগেকার ও পরেকার গোনাহ মাফ করা হল। ঐ, পৃষ্ঠা, ঐ

www.pathagar.com

তারপর আমাকে জান্নাতের দিকে তোলা হল। অতঃপর একটি যুবতী আমাকে স্বাগতম জানালো। আমি বললাম, তুমি কার জন্য? হে যুবতী। সে বললো, (আপনার পালকপুত্র) যায়দ ইবনে হারিসার জন্য। অতঃপর আমি কতিপয় নহরধারা দেখলাম স্বচ্ছ পানির এবং কতিপয় নহর দুধের যার স্বাদ পাল্টায়নি। আর কতিপয় নহর মদের। যা পানকারীদের জন্য মজাদার এবং কতিপয় নহর খাঁটি মধুর। আর ওর বদনাগুলো যেন বড় বড় বালতির মতো। আর ওর পাখীগুলো যেন বড় বড় উটের মতো। ওর কাছে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সৎবান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করে রেখেছেন যা কোন চোখ দেখেনি এবং কোন কান শোনেনি। আর কোন মানুষের মনের কল্পনায়ও তা আসতে পারে না।

ঐ, প্রথমোক্ত, ১৪০ পৃষ্ঠা এবং শেষোক্ত, ১৪০ পৃষ্ঠা এবং শেষোক্ত, ২৬৮ পৃষ্ঠা

তারপর আমার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হল। ওর মধ্যে আল্লাহর গযব ও রাগ এবং তাঁর ডাঁট ও শাস্তি রয়েছে। ওর মধ্যে যদি পাথর ও লোহা ফেলা হয় তাহলে সে ওটাকে খেয়ে ফেলবে। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহায় তোলা হল। অতঃপর তা আমাকে ঢেকে ফেললো। তখন তিনি আমার এবং তাঁর মাঝে তীরের সুতা ও তীরের ডাং এর মতো কাছাকাছি হোয়ে গেলেন, কিংবা ওর চেয়েও নিকটবর্তী হলেন। ওর প্রত্যেকটি পাতায় একটি করে ফিরিশ্‌তা আছে। ঐ-প্রথমোক্ত, ১৪১ পৃষ্ঠা

আবু যর ﷺ-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ৭ম আসমানের উপরে আমাকে চড়ানো হলে আমি সেই জায়গাটায় চড়লাম যেখানে আমি (ফিরিশ্‌তাদের) কলম চালানোর আওয়ায শুনতে পাই।

বুখারী, কিতাবুস্ সালাত ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, মিশকাত, ৫২৯ পৃষ্ঠা

তারপর আমার কাছে ওহি করা হল যা ওহি করার। তারপর প্রত্যেক দিন ও রাতে আমার উপরে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল। তারপর আমি নেমে এলাম। পরিশেষে মুসার কাছে পৌঁছিলাম।

মুসলিম ১ম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ ইবনে আবু শাইবাহ, ১৪ খণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা

মুসা আমাকে বললেন, আপনাকে নির্দেশ দেয়া হল? আমি বললাম, দিন ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। তিনি

www.pathagar.com

বললেন, আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায দিন ও রাতে পড়তে পারবে না। কারণ, আল্লাহর কসম! আমি আপনার আগে লোকদেরকে পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাঈলকে কঠিনতম যাচাই করেছি। তাই আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে ফিরে যান। অতঃপর আপনার উম্মতের জন্য তা হাল্কা করার প্রার্থনা জানান। ফলে আমি ফিরে গেলাম অতঃপর আমার নামায দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়া হল। তারপর আমি মুসার কাছে ফিরে এলাম। অতঃপর তিনি ঐরূপ বললেন। ফলে আমি আবার ফিরে গেলাম। আবার আমার থেকে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হল। তারপর আমি মুসার কাছে ফিরে এলাম। এবারও তিনি ঐরূপ বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম। অতঃপর আবার আমার থেকে দশ কমানো হলো। এরপর আমি মুসার কাছে ফিরে এলাম। আবার তিনি ঐরূপ বলেন। তাই আমি ফিরে গেলাম। এবারও দশ কমানো হল ফলে দিন ও রাতে দশ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ আমাকে দেয়া হল। অতঃপর আমি মুসার কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আবার ঐরূপ বললেন। তাই আমি ফিরে গেলাম। এবার আমাকে দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হল। তারপর আমি মুসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হল? আমি বললাম, প্রত্যেক দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে।

তিনি বললেন, আপনার উম্মত দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়তে পারবে না। কারণ, আমি আপনার আগে লোকদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাঈলকে কঠিনতম যাচাই করেছি। তাই আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে ফিরে যান। অতঃপর আপনার উম্মতের খাতিরে তা হাল্কা করার প্রার্থনা জানান। তিনি বলেন, আমি পালনকর্তার কাছে এত প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পরিশেষে আমি লজ্জিত হয়ে পড়েছি। এমতাবস্থায় আমি ঐ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছি এবং ব্যাপারটা (তাঁর কাছে) সোপর্দ করছি। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আগে বাড়লাম। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, আমি আমার ফরয (অপরিহার্য বিধান) জারী করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাদের থেকে তা হাল্কাও করে দিয়েছি।

বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ৫২৮ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

মি'রাজের রাতে উপহার

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় আছে, যখন আমি পালনকর্তা এবং মুসার মাঝে ফেরাফেরী করছিলাম তখন একবার আল্লাহ্ বললেন, হে মুহাম্মাদ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায দিন ও রাতে থাকল। প্রত্যেক নামাযের জন্য দশ নেকী তাই ওটা পঞ্চাশ নামায হল। যে ব্যক্তি ভাল কাজের সংকল্প করবে। অতঃপর সে ঐ কাজটা করল না তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। কিন্তু সে যদি ওটা করে তাহলে তার জন্য দশটা নেকী লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজের সংকল্প করবে। অথচ ওটাকে সে করল না তার জন্য কোন জিনিসই লেখা হবে না। কিন্তু সে যদি ওটাকে করে ফেলে তাহলে তার জন্য একটি মন্দ লেখা হবে। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা)।

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছিল ঃ ১) পাঁচওয়াক্ত নামায ২) সূরা বাকারার শেষাংশ ৩) তাঁর উম্মতের যে ব্যক্তি কোন জিনিষকেই আল্লাহর সাথে শরীক করে না তার ধ্বংসাত্মক পাপগুলোকে ক্ষমা করা। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, মিশকাত, ৫২৯ পৃষ্ঠা)। মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ীতে ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় আছে, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্‌রাতুল মুন্তাহায় পৌছান। নীচে থেকে যা উপরে ওঠে তা ঐ পর্যন্ত শেষ হয় যা উপরে চড়ানো হয়। অন্য শব্দে আছে, রূহগুলোকে ঐ পর্যন্ত চড়ানো হয়। তারপর তা রুখে দেওয়া হয়। আর ওর উপর থেকে যা নামানো হয় তা ঐ পর্যন্ত নামিয়ে রেখে দেয়া হয়। ওটাকে একটি সোনার বিছানা ঢেকে রেখেছে।

তাফসীর দুর্রে মানুসর, ৪র্থ খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরাঈল যখন আমাকে নিয়ে ৭ম আকাশের পিঠে চড়লেন। পরিশেষে একটি স্রোতধারার কাছে পৌছিলেন। যার ধারে লাল ও সবুজ মার্বেল পাথরের এবং মুক্তার পানপাত্র ছিল। এর কাছে সবুজ রং পাখীও ছিল। ওটা সবচেয়ে উত্তম পাখী, যা আমি দেখেছি। তাই আমি জিবরাঈলকে বললাম, এই পাখীটি কি উত্তম! তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন, এই নহরটি

www.pathagar.com

কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটা সেই কাওসার যা আপনাকে আল্লাহ দান করেছেন। ওতে সোনা ও চাঁদির পাত্র ছিল। যা লাল ও সবুজ পাথরের ছোট ছোট মিহি কঁকরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওর পানিটা দুধের চেয়েও সাদা। তিনি বলেন, অতঃপর আমি ওর পাত্র নিলাম। তারপর ঐ পানি এক আঁজলা নিলাম। তা পানও করলাম। তা ছিল মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং কস্তুরি চেয়ে সুগন্ধী। তাফসীর দুররে মানুসর, ৪র্থ খণ্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা

তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল চললেন। পরিশেষে একটি গাছের কাছে পৌঁছলাম। অতঃপর রকমারী মেঘ আমাকে ঢেকে ফেললো। তারপর জিবরাঈল আমাকে উপরে তুলে দিলেন। তখন আমি আল্লাহ্‌র জন্য সিজদায় পড়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছি সেদিন তোমার উপরে এবং তোমার উম্মতের উপরে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছি। এগুলোকে তুমি এবং তোমার উম্মত কায়েম করো। তারপর আমার কাছ থেকে মেঘটা সরে গেল। তখন জিবরাঈল আমার হাতটা ধরলেন। অতঃপর আমি ফিরে এলাম ইবরাহিমের কাছে। তিনি কিছু বললেন না। তারপর আমি মুসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনি কি করলেন? হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, আমার প্রতিপালক আমার উপরে এবং আমার উম্মতের উপরে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তিনি বললেন, আপনি এবং আপনার উম্মত এটা করতে পারবেন না। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান। অতঃপর তা হাল্কা করার প্রার্থনা জানান, তাই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম। পরিশেষে একটি গাছের কাছে পৌঁছালাম। অতঃপর আমাকে একটি মেঘ ঢেকে নিল। এমতাবস্থায় জিবরাঈল আমাকে উপরে তুলে দিলেন। আমি সিজদায় পড়ে গেলাম এবং নামায কমাবার আবেদন করলাম। তা দশ কমানো হল। এভাবে মুসার নির্দেশে আমি কয়েকবার উপরে গেলাম। একটি মেঘ আমাকে ঢেকে নিতে থাকলো। আমি সিজদায় পড়ে নামায কমাবার আবেদন করলাম। আল্লাহ তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করলেন। তাফসীর ইবনে কাসীর ৩য় খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

জাহান্নামের প্রধান ফেরেশতার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে না হাসা

ইবনে ইসহাক বলেন, এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি প্রথম আসমানে প্রবেশ করলে সকল ফেরেশতাই আমাকে হাসিমুখে স্বাগতম জানাল এবং আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করল, কিন্তু এক ফেরেশতা ছিল এর ব্যতিক্রম। সে আমাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন ও আমার জন্য দু'আ করল ঠিকই, কিন্তু একটুও হাসল না। অন্য ফেরেশতাদের মধ্যে যে আনন্দ খুশি লক্ষ্য করলাম, তা তার মধ্যে দেখলাম না। তখন আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এই ফেরেশতা কে? সে তো অন্য ফেরেশতাদের মতো আমাকে মুবারকবাদ জানাল ঠিকই, কিন্তু সে আমাকে দেখে একটুও হাসল না এবং আমি তার মধ্যে অন্য ফেরেশতাদের মতো আনন্দের ভাবও লক্ষ্য করলাম না? তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বলেন, শুনুন, সে যদি আপনার আগে কারও জন্য হাসত এবং আপনার পরেও কারও জন্য যদি হাসে, তবে সে অবশ্যই আপনার জন্য হাসত। আসলে সে কখনই হাসে না। এ হচ্ছে মালিক ফেরেশতা, জাহান্নামের দারোগা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ বিশেষণে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ আপনার নির্দেশ পালন করে এবং আপনি বিশ্বাসভাজন। কাজেই এ ফেরেশতাও নিশ্চয় আপনার নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবে? আপনি তাকে বলুন না, আমাকে জাহান্নাম দেখাক।

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন; হে মালিক! মুহাম্মাদ ﷺ-কে জাহান্নাম দেখাও। সে তখন জাহান্নামের ঢাকনা খুলে দিল। সাথে সাথে জাহান্নাম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তার লেলিহান আগুন দাউ দাউ করে উপরে উঠে আসল। এ অবস্থা দেখে আমি মনে করলাম যে, আমি যা কিছু দেখছি, সে তা সবই গ্রাস করে ফেলবে। তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম, শীঘ্র মালিক ফেরেশতাকে বলুন, একে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিক। তিনি তাঁকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সে বলল, হে জাহান্নাম! শান্ত হও। সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তার সে প্রত্যাবর্তনকে আমি বিস্তারিত ছায়ার সংকোচনের সাথে তুলনা করতে পারি। জাহান্নাম তার পূর্বস্থানে ফিরে আসার পর মালিক তার উপর আবার ঢাকনা স্থাপন করল।

www.pathagar.com

ফিরাউনের কন্যা মা-শিত্বার বর্ণনা

মুসনাদে আহমাদ ও নাসায়ী, বাযযার ও ত্বাবারানী, ইবনে মারদোয়াহে ও বাইহাকী দালায়িলুন নবুওয়াতে সহীহ্-সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন আমাকে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল তখন পাশ দিয়ে একটি পবিত্র সুগন্ধী অতিক্রম করলো। তাই আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এ পবিত্র সুগন্ধটি কী? তিনি বললেন, এটা ফিরাউনের কন্যা মা-শিত্বাহ্, ও তাঁর সন্তান সন্ততিদের সুগন্ধী। সে চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়াত। একবার তার হাত থেকে চিরুনী পড়ে যায়। তখন সে বলে, বিসমিল্লাহ্। অতঃপর ফিরাউনের অন্য একটি মেয়ে বলে তাহলে আমার পিতা? মা-শিত্বাহ বলে, না; বরং আমার পালনকর্তা ও তোমার পালনকর্তা এবং তোমার পিতারও পালনকর্তা তথা রব্ব (আল্লাহ)। অন্য মেয়েটি বলে, আমার পিতা ছাড়া তোমার অন্য কোন পালনকর্তা আছে না কি? মা-শিত্বাহ্ বললো, হ্যাঁ। সে বললো, তাহলে তুমি ঐ খবরটা আমার পিতাকে দাও। মা-শিত্বাহ্ বললো, হ্যাঁ। সে খবর আমি তাঁকে দিয়েছি। অতঃপর ফিরাউন মা-শিত্বাহ্কে ডেকে বললো, আমি ছাড়াও তোমার আর কোন রব্ব আছে কি? সে বললো হ্যাঁ।

আমার রব্ব এবং আপনার রব্ব সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশে আছেন।

অতঃপর ফিরাউন একটি পিতলের গরু তৈরী করে তা গরম করার নির্দেশ দিলো। তারপর তাতে মা-শিত্বাহ্ ও তার সন্তানদেরকে ফেলার হুকুম দিল। তখন মা-শিত্বাহ্ বলে, আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। ফিরাউন বললো, তা কি? মা-শিত্বাহ্ বললো, আপনি আমার হাড় এবং আমার সন্তানদের হাড়গুলোকে মাটিতে পুঁতে দেবেন। ফিরাউন বললো, তাই-ই হবে। কারণ, আমার উপরে তোমার অধিকার আছে। তারপর এক এক করে সবাইকে, এমনকি দুধ পান করা কচি বাচ্চাকেও তাতে পেলে দেয়া হলো। কচি শিশুটি তাঁর মাকে বলে, হে মা! এতে তাড়াতাড়ি আসুন এবং গড়িমসি করবেন না। কারণ, আপনি হক পথে আছেন। অতঃপর মা-শিত্বাহ্ এবং তাঁর সন্তানদের তাতে ফেলে দেয়া

www.pathagar.com

হল। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, চারজন কচি বয়সে কথা বলেছিলেন তারা হলেন ঃ ১) এই শিশুটি। ২) ইউসুফ আঃ-এর সাক্ষী। ৩) জুরাইজ এর সঙ্গী। ৪) মারয়্যাম এর পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম (তাফসীর দুররে মানুসর, ৪র্থ খণ্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা)। হাফিয ইবনে কাসীর বলেন, উক্ত বর্ণনার সূত্র আপত্তিকর নয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

ইবনে মারদোয়াহে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, মি'রাজের রাতে যখন নবী সাঃ-কে ভ্রমণ করানো হয়, তখন তিনি এক একজন নবীর পাশ দিয়ে বহু নবীকে অতিক্রম করলেন। তিনি দেখলেন, কিছু নবীর সাথে বিরাট দল ছিল। কিছু নবীর সাথে মুষ্টিমেয় লোক ছিল। কোন নবীর সাথে কোন লোকই ছিল না। পরিশেষে তিনি একটি বিরাট দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। ফলে আমি বললাম, এরা কারা? বলা হল, মুসা ও তাঁর সম্প্রদায়। কিন্তু আপনি মাথা তুলুন এবং দেখুন। অতঃপর একটি বিরাট দল দেখা গেল। যারা দিকচক্রবালের এদিক ওদিক ছেয়ে আছে। অতঃপর আমাকে বলা হল, এরা সব এবং এরা ছাড়াও আপনার উম্মতের সত্তর (৭০) হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি (জান্নাত পরিদর্শনে) প্রবেশ করলেন। কিন্তু এদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করলেন না এবং ওদের ব্যাখ্যাও দিলেন না। অতঃপর কিছুলোক বললো, ঐসব লোক আমারই। কিছুলোক বললো, ওরা আমাদের সেইসব সন্তান যারা ইসলামের মধ্যে পয়দা হয়েছে। তারপর তিনি বেরিয়ে এলেন, অতঃপর বললেন, এরাই সেইসব লোক যারা শরীরের রোগ সারাবার জন্য লোহা গরম করে ছ্যাঁকা দেয় না এবং তাবীয-মাদুলী ও ঝাড়ফুঁক করে না। আর কুলক্ষণ নেয় না। তারা তাদের পালনকর্তার উপরে ভরসা করে।

কথাগুলো শুনে আক্কাশাহ্ নামক সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, আমি ওদের মধ্যে কি? হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তুমি ওদের মধ্যে। তারপর একজন লোক দাঁড়িয়ে বললো, আমিও কি ওদের মধ্যে? তিনি বললেন, আক্কাশাহ তোমাকে ডিঙিয়ে গেছে।

তাফসীর দুররে মানসুর ৪র্থ খণ্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

মি'রাজ থেকে ফেরা ও কিছু লোকের কাফের হওয়া

মুসনাদে আহমাদ ও আবু ইয়ালা, ইবনে মারদোয়াহে ও আবু নুআইম প্রমুখ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। একরাতে নবী ﷺ-কে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। তারপর ঐ রাতেই তিনি মক্কা ফিরে এসে সকালে লোকদেরকে তাঁর ভ্রমণের বৃত্তান্ত জানান এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের চিহ্ন ও তাদের কাফেলার কথা বর্ণনা করেন। তখন কিছুলোক বলে, আমরা মুহাম্মাদকে সত্য বলে মানি না ঐ ব্যাপারে যা তিনি বর্ণনা করেছেন। ফলে তারা ইসলাম ত্যাগ করে কাফির-মুরতাদ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তাআলা আবু জাহ্লের সাথে ওদের গর্দান নামিয়ে দেন বদরের যুদ্ধের দিনে।

এমতাবস্থায় আবু জাহ্ল বলে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে কাঁটাগাছ যাক্কুমের ভয় দেখাচ্ছেন। তোমরা খেজুর ও মাখোন আনো। অতঃপর ওঁটাকে যাক্কুম বানাও। আর সে নাকি দাজ্জালকে তার আসলরূপে দেখেছে। তাও নাকি আসল চোখে স্বপ্নের চোখে নয়। আর সে ঈসা ও মুসা এবং ইবরাহিমকেও দেখেছে। অতঃপর নবী ﷺ-কে দজ্জালের আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, আমি তাকে দেখেছি সবুজমিশ্রিত ফর্সা। তার একটি চোখ দাঁড়িয়ে আছে চমকানো তারকার মতো। তার চুল যেন একটি গাছের বহু ডালপালা। আর আমি দেখেছি ঈসাকে একজন যুবক, কোঁকড়ানো চুল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, পাতলা পেট-গলা পুরুষের বেশে আরো আমি মুসাকে দেখেছি কালছে মিশ্রিত হলদে রং, বহু চুলওয়ালা, হৃষ্টপুষ্ট। আর আমি ইবরাহিমকেও দেখেছি। তাঁকে দেখে মনে হয়েছে তোমাদের সাথি (আমার) মতো। তফসীর দুররে, মানুসর ৪র্থ খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা

মুশরিকদের প্রশ্নবান ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উত্তর দান

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক উম্মে হানীর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লোকদেরকে মি'রাজের খবরটা দিলেন তখন জুবাইর ইবনে মুত্বইম দাঁড়িয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ। তুমি তো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ঐ কথাগুলো বলছ। তোমার এমন মর্যাদা কোথায়? তখন একজন লোক উঠে

www.pathagar.com

বলে, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অমুক অমুক জায়গাতে আমাদের উটের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছেন? তিনি ﷺ বললেন, হ্যাঁ। আমি তাদেরকে অমুক অমুক জায়গায় পেয়েছি। তাদের একটি লাল উটনী চোট খেয়েছিল তাদের কাছে পানির একটি পাত্র ছিল। যাতে আমি পানি পান করেছি। তারা বললো, আপনি আমাদেরকে ওর সংখ্যা এবং রাখালদের সংখ্যার খবর দিন। তিনি ﷺ বললেন, আমি ওর গণনার ব্যাপারে অন্যমনস্ক ছিলাম। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর উটের পাল তার সামনে আনা হল। তিনি সেটাকে গুনে নিলেন এবং ওদের রাখালদেরকে চিনে নিলেন। তারপর তিনি কুরাইশদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, আপনারা আমাকে অমুক বংশের উটের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তা ঐরূপ, আর ওর রাখাল অমুক অমুক। আর আপনারা আমাকে অমুক বংশের উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? তা ঐরূপ, এরূপ আর ওর মধ্যকার রাখালের মধ্যে আছেন আবু কুহাফার বেটা একজন এবং অমুক অমুক। আর ঐ দলটার সাথে কাল সকালে সানিয়্যাহ নামক জায়গাতে তোমাদের সাক্ষাত হবে। তাই তারা সানিয়্যাহতে বসে পড়লো এই অপেক্ষায় যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য কি না? অতঃপর তারা উটগুলোকে স্বাগতম জানাল। তাই তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের নিকটে পানপাত্র ছিল কি? আবু বকর বললেন, আল্লাহর কসম! আমিই ওটাকে রেখেছিলাম। ওটাতে আর কেউ পান করেনি এবং ওটাকে যমিনে ফেলেও দেয়নি। অতঃপর আবু বকর ঐ বর্ণনাটাকে সত্য বলে মেনে নেন এবং ওটাকে বিশ্বাস করেন। ফলে ঐদিন থেকেই তাঁর নাম সিদ্দীক তথা অতি-সত্যবাদী রাখা হয়। তফসীর ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা

মি'রাজে সত্যতায় আবু বকর ﷺ-কে সিদ্দীক উপাধিদান

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজ থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। অতঃপর সকাল থেকে কুরাইশদের কাছে গিয়ে তিনি মি'রাজের খবরটা দিলেন। তখন অধিকাংশ লোক বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা আশ্চর্যজনক অমান্যযোগ্য ঘটনা। আল্লাহর কসম! একটি উট একমাস দৌড়ালে মক্কা থেকে সিরিয়ায় পৌছবে এবং একমাসে ফিরে আসবে। তাহলে মুহাম্মাদ ওখানে একরাতে যেতে ও ফিরে আসতে পারে কি?

www.pathagar.com

ফলে বেশকিছু মুসলমান তা অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায়। অতঃপর লোকেরা আবু বকরের কাছে গিয়ে বলে, তুমি কি তোমার সাথির ব্যাপারে কোন খবর রাখো? সে তো দাবি করেছে যে, সে আজকের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে নামায পড়েছে এবং আবার মক্কায় ফিরে এসেছে। অতঃপর আবু বকর তাদেরকে বলেন, আপনারা কি তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছেন? তারা বললো, হ্যাঁ। তুমি গিয়ে দেখো, সে মসজিদুল হারামে বসে ঐ বর্ণনা শোনাচ্ছে। তখন আবু বকর বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি যদি ওকথা বলে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই সত্য বলেছেন। তা আপনাদেরকে আশ্চার্যন্বিত করছে কেন? আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তো আমাদেরকেও এমন খবর দেন, যা তিনি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রাত ও দিনের এক মুহূর্তে আকাশ থেকে যমীনে নিয়ে আসেন। অতঃপর সেটাকে আমি সত্য বলে মানি। তাহলে এটা কি আপনাদের বিস্ময়ের বাইরে নয়? তারপর তিনি আগে বাড়লেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছে গেলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী। আপনি কি লোকদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আজকের রাতে আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর নবী! তাহলে আপনি ওর বর্ণনা দিন আমার কাছে। কারণ, আমি ওখানে অবশ্যই গিয়েছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) বাইতুল মুকাদ্দাসের চিত্র আমার সামনে তুলে ধরা হল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর- এর সামনে তার বর্ণনা দিতে লাগিলেন। আর আবু বকর বলতে লাগলেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল! পরিশেষে ঐ বর্ণনা যখন শেষ হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে বললেন, হে আবু বকর! আপনি সিদ্দীক তথা অতি সত্যবাদী। তাই আজ থেকে তিনি তাঁর নাম রাখলেন সিদ্দীক।

তাহযীবু সীরাতি ইবনে হিশাম, ৯১ পৃষ্ঠা

বিশিষ্ট সাহাবী জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলে তখন কাবা ঘরের হিজর (তথা হাতিমের) মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। অতঃপর

www.pathagar.com

আল্লাহ আমার সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে পরিস্ফুটিত করে তোলেন। ফলে আমি ওর চিহ্নগুলোর খবর ওদেরকে দিতে লাগলাম। আর আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, ৫৩০ পৃষ্ঠা)।

আবু হুরাইরার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি হিজরের মধ্যে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরাইশরা আমাকে মি'রাজ ভ্রমণ সম্পর্কে এমন কিছু জিজ্ঞেস করে যেগুলো আমি ভাল করে আয়ত্ব করিনি। তাই আমি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম যে, ওর মতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আমি ওর আগে হইনি। অতঃপর আল্লাহ আমার সামনে ওটাকে তুলে ধরলেন। আমি ওদিকে চেয়ে থাকলাম। ওরা যে কোন প্রশ্ন আমাকে করতে থাকে তার প্রত্যেকটার উত্তর আমি দিতে থাকলাম। মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা মিশকাত, ৫২৯ পৃষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ সশরীরে, না স্বপ্নে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের রাতে মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে জেরুযালেমের মাসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। এই রাতের ভ্রমণটা আল ইসরা নামে অভিহিত। এই ইসরার বর্ণনা ১৫ পারার সূরা বানী ইসরাঈলের ১৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মাসজিদে আকসা থেকে তিনি সাত আসমান পরে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত চড়েন। এই চড়াটাকে ইসলামী-পরিভাষায় মি'রাজ বলে। এই মি'রাজের বর্ণনা ২৭ পারার সূরা নাজমের ৭ থেকে ১৮ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর ঐ ইসরা এবং মি'রাজ একরাতে হয়েছিল কিনা? ঐ দু'টির কোনটি আগে হয়েছিল? এ দুটিই সশরীরে হয়েছিল, না স্বপ্নে? এর কিছুটা সশরীরে হয়েছিল এবং কিছুটা স্বপ্নে হয়েছিল কিনা? ঐ মি'রাজ একবার হয়েছিল? না দু'বার? না কয়েকবার? এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ মুফাসসির ও মুহাদ্দিস এবং ফকীহ ও মুতাকাল্লিমদের মতে, ইসরা ও মি'রাজ দু'টোই একই রাতে সংঘটিত হয়েছিল। আর তা সশরীরেই হয়েছিল। যার প্রমাণ বহু হাদীস এবং আল্লাহর উক্তি : সুবহা-নাল্লাযী আসরা বিআবদিহী... দ্বারা পাওয়া যায়। আল ইসরা আলমি'রাজ ৫৪ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

মিরাজ সশরীরে হওয়ার বিভিন্ন প্রমাণ

মিরাজ সশরীরে হওয়ার বিভিন্ন প্রমাণ মাওলানা জিল্লুর রহমান নাদভীর বিশ্বনিয়ন্তার নিকট বিশ্বনবী (সা) গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হলো

প্রমাণ–১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

বিশ্বের মাঝে আল্লাহর নবী ﷺ-এর চেয়ে আর সত্যবাদী কে হবে? যাঁর প্রতিটি কথা নির্ভুল। জিবরাঈল عليه السلام-এর বিনা অনুমতিতে যাঁর কোন কথা হয় না, তাঁর দ্বারা আল্লাহর ওপর একটা মিথ্যা অপবাদ দেয়া কি করে সম্ভব হবে? আমি আল্লাহকে অতি উত্তম সূরাতে দেখেছি একথার বলার পেছনে প্রিয়নবী ﷺ-এর এমন কি স্বার্থ ছিল যে, তিনি ﷺ এ ধরনের কথা বলবেন? অতঃপর আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে আছে? তিনি কেন একথা বললেন যে, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى তাঁর পরিদর্শন শক্তি, অনুধাবন শক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ সতেজ, সঠিক বিমল ছিল, কুরআনের এ আয়াতকে আপনি মিথ্যা মনে করেন? কুরআনের এ আয়াতকে আপনি মিথ্যা মনে করলে আপনি গোপনে নয়, প্রকাশ্যে কাফিরে পরিণত হবেন।

'আল্লামা ইবনুন্নাদীম, 'আল্লামা 'আবদুর রহমান উন্দুলুসী, নওয়াব সিদ্দিকুল হাসান কান্নোজী 'আল্লামা শাকিব আরসালান মিসরী, রাশীদ রেজা মিশরী, মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু, 'আবদুল ওয়াহাব নাজদী। তাছাড়া আরো লক্ষাধিক প্রখ্যাত কর্মবীর ইসলামের উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররাজি ইবনু কাইয়ূম শাহ, ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, ফখরুদ্দীন রাজী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইবনু হাজার ও ইবনু জাওযী, বুখারী ও মুসলিম, তিরমিযী, খাতীব, বাগদাদী, সালফে সলিহীন তদূর্ধ্বে বড় বড় বিখ্যাত সাহাবী, 'উমার 'উসমান, সিদ্দীক হায়দার সকলেই একমত যে প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে মি'রাজ হয়েছিল। তার জ্বলন্ত প্রমাণ এ দু'টি আয়াত। প্রথমটি مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى আর দ্বিতীয়টি لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى দস্যু কাফির দল দীদারে ইলাহীকে অমান্য ও অস্বীকার করে বলল যে, এ রাতারাতি বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ অসম্ভব? তদুপরি সপ্তমাকাশ পার হয়ে দীদারে

www.pathagar.com

ইলাহী? বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ অবগত ছিলেন যে, আরবের এ দস্যু কাফিররা প্রিয়নবী ﷺ-এর এ দীদারে ইলাহীকে অমূলক ভিত্তিহীন মনে করবে, যুগে যুগে, কালে কালে এ দস্যুদের চেলাচামুণ্ডারাও বিংশ শতাব্দীর উন্নত যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ পর্যন্ত একই ভাবধারা পোষণ করবে যে, স-শরীরে মি'রাজ কি করে সম্ভব। আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তিনটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى অর্থাৎ বিশ্বনবী ﷺ-এর দর্শনশক্তি অনুধাবন শক্তি দীদারে ইলাহীতে গিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ, সতেজ, সঠিক ও বিমল ছিল। দ্বিতীয় আয়াত "লাকাদ রায়া মিন আয়াতি রাব্বিহিল কুবরা" উর্ধ্বগগনে গিয়ে বিশ্বনবী ﷺ দীদারে ইলাহীর পূর্বে জিবরাঈল ﷺ-এর মাধ্যমে জান্নাত, জাহান্নাম, সিদরা, লাওহে মাহফুজ, পুলসিরাত, হাশর ময়দান, নীল ও ফুরাত নদীর উৎস, আয়াত শব্দের অর্থ অসংখ্য নিদর্শনাবলীর স-শরীরে পরিদর্শন করেছেন এবং পরিদর্শনকালে তাঁর চক্ষুদ্বয়ের দর্শন শক্তি আত্মার অনুধাবন শক্তি কোন প্রকারে সেখানে ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হ'ল। স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার প্রমাণে তৃতীয় আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাবেন।

প্রমাণ–২ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

পূর্ণ দশ বছরের একনিষ্ঠ সত্যবাদী প্রিয়নবী ﷺ-এর খাদিম আনাস ﷺ বলেন যে, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন যে, মি'রাজ ভ্রমণে আমার জন্য বোরাক আনা হয়েছিল। তার রং সাদা, গাধা অপেক্ষা বড়, খচ্চর অপেক্ষা ছোট। সে যানবাহন বোরাক। প্রতি পদক্ষেপে তার দৃষ্টির শেষ সীমায় সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে পৌঁছাতে সক্ষম। সে দ্রুতগামী যানবাহনের ওপর আমি আরোহণ করলাম এবং মুহূর্ত মূহূর্তের মধ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস মাসজিদে এসে পৌঁছলাম। সে মাসজিদ সংশ্লিষ্ট লোহার কড়া বিশেষ একছিদ্র, যুক্ত পাথর ছিল, সেখানে পূর্ববর্তী নবীগণ এ মাসজিদে আসলে আপন আপন যানবাহন বেঁধে রাখতেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলে : আমিও বোরাকটি ওখানেই বেঁধে রেখেছিলাম এবং মাসজিদে প্রবেশ করে নবীগণের ইমাম হয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেছিলাম।

www.pathagar.com

আল্লাহর নবী ﷺ মি'রাজ রজনীর প্রভাতে যখন লোকদের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, তখন তিনি প্রথমে ঘটনার এ অংশটুকু বিশেষরূপে প্রকাশ করেছিলেন যে, আমি অদ্য রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস মাসজিদে গিয়েছিলাম এবং রাতেই তথ্য থেকে ফিরে এসেছি। আবূ জাহিল এবং মক্কার দুর্ধর্ষ দস্যুদল এতটুকু শুনেই প্রিয়নবী ﷺ-কে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা আরম্ভ করেছিল। কারণ, সাধারণভাবে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস দীর্ঘ তিন মাসের পথ। আসা যাওয়া ছয় মাস। দ্রুতগামী যানবাহন হলেও কমপক্ষে চার মাস পাঁচ মাস ব্যয় হওয়া আবশ্যক। এখানে পাঠকগণকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, কাফিরগণ ঊর্ধ্বজগতের বস্তু নিদ্বয়ের সঙ্গে ভালভাবে তারা পরিচিত ছিল না। তাই প্রিয়নবী ﷺ তাদের সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণের অংশটুকুই উল্লেখ করেছিলেন। মাত্র এতটুকু প্রকাশ করাতে প্রিয়নবী ﷺ তাদের সম্মুখে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে পড়লেন এবং তারা এ ঘটনাকে নিয়ে প্রিয়নবী ﷺ-কে মিথ্যা প্রমাণের জন্য বিরাট দলবলসহ কা'বাঘরের সামনে সমবেত হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং কতকগুলো বিশেষ বিশেষ নিদর্শন, যা তাদের জানা ছিল, জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কাফির দল বিভিন্নমুখী প্রশ্ন আরম্ভ করলে আল্লাহর নবী ﷺ একটু অসুবিধায় পড়লেন, কারণ এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খুঁটিনাটির খোঁজ কে নিয়ে থাকে? কিন্তু মহিমাময় মহা মহিম মহান প্রভুর মহিমা এভাবে প্রকাশিত হ'ল যা ইমাম বুখারী ﷺ-এর হাদীসের অনুবাদ দেখুন।

জাবির ﷺ বলেন যে, আমি আল্লাহর নবী ﷺ-কে স্বয়ং বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি ﷺ বলেছেন : যখন আমি মি'রাজ উপলক্ষে রাত্রি বেলায় বায়তুল মুকাদ্দাস পরিভ্রমণের কথা কুরায়শগণের নিকট ব্যক্ত করলাম এবং তারা আমার কথা অবিশ্বাস করে আমাকে পরীক্ষা করতে চাইল তখন আমি তাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ হাতিমের সামনে সকলের সম্মুখে দাঁড়ালাম। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বায়তুল মুকাদ্দাস গৃহকে আমার সম্মুখে فَجَلَّ اللهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ সুস্পষ্টরূপে তার দৃশ্য প্রকাশ করে দিলেন। আমি কাফিরদের প্রশ্নের উত্তরে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনসমূহ একের পর এক দেখে দেখে বর্ণনা করতে লাগলাম।

www.pathagar.com

বিশ্ববিধাতা সর্বময়কর্তা, যিনি পাঁচ ছয় মাসের দীর্ঘ দূরন্ত দুর্গম গিরিপথের সমস্ত উন্মুক্ত করে বায়তুল মুকাদ্দাসকে সম্পূর্ণ সামনে তুলে ধরতে পারেন সে চিরমহান আল্লাহ কি প্রিয়নবী ﷺ-কে মুহূর্তের মধ্যে আকাশ পাতাল স-শরীরে পরিভ্রমণ করাতে পারেন না? আমাদের ঈমান আমাদের আত্মার একান্ত বিশ্বাস কুদরতে ইলাহী নিশ্চয় পারেন। প্রিয়নবী ﷺ-এর বায়তুল মুকাদ্দাসের ঐ বিস্তারিত ব্যাখ্যার ব্যাপার দেখে দস্যু কাফির দল হতভম্ব ও অভিভূত হয়ে পড়ল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন প্রশ্নের সদুত্তর পেয়ে একে অপরের দিকে ভ্যাবাচেকা অবস্থায় ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে চেয়ে ছিল। তারা সকলেই বেকুফ হয়ে মনে মনে চিন্তা করছিল যে, এ লোক তো কোনদিন বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করেনি, কীভাবে সেখানকার সমস্ত খুঁটিনাটি ছোট বড় খবরাখবর বলতে সক্ষম হ'ল? কী আশ্চর্য? এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দস্যু আরবরা দূর-দূরান্তের পল্লীসমূহ পর্যন্ত খবরাখবর পৌঁছিয়ে দিল। সারা আরব এ ঘটনাকে অতি আশ্চর্য মনে করত। অহরহ আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। এ ঘটনা সারা আরবে বিস্তার লাভ করলে দলবদ্ধভাবে কাফির দল প্রিয়নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ভিড় জমালে এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ নিয়ে অবান্তর কতকগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত করলে, আল্লাহর নবী ﷺ তাদেরকে বললেন যে, আমি যা বলছি তা সমস্তই সত্য। তার সত্যতার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, আমি বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ রজনীতে তোমাদের একটি সওদাগরী কাফিলা অমুক স্থানে ছিল। আমি সেখানে তাদেরকে পথের ধারে ছেড়ে পথ অতিক্রম করেছি। সেখানে তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল এবং অমুক ব্যক্তি সে উটটি তাদের নিকট খোঁজ করে এনে দিয়েছে। তারা যে পথ বয়ে মক্কাভিমুখে আসছে সে অনুপাতে অমুক মঞ্জিল হয়ে অমুক দিন তারা মক্কায় পৌঁছবে। কাফিলার সম্মুখভাগে গোধুম বর্ণের একটি উট রয়েছে, যার পৃষ্ঠে কালো রং-এরই কম্বল বিছানো রয়েছে। নির্ধারিত দিনে সে কাফিলা মক্কায় পৌঁছল বিশ্বনবী ﷺ-এর কথাগুলো জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের নিকট অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হ'ল। প্রিয়পাঠক! এটা কি প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজের ঘটনা বাস্তব; স-শরীরে হওয়া প্রমাণ করে না?

www.pathagar.com

প্রমাণ–৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

সহীহুল বুখারীর বুখারীর প্রথম পরিচ্ছেদের হাদীস, যেখানে প্রিয়নবী ﷺ রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন এবং হেরাক্লিয়াস বাদশার দরবারে আবূ সুফ্ইয়ান বিরোধীমূলক কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং আমাদের প্রিয়নবী ﷺ-কে মিথ্যা নবী প্রমাণের জন্য আদাজল খেয়ে দলবদ্ধভাবে চেলা-চামুণ্ডাসহ শাহী দরবারে অনেক কথা বলেছিলে। সে হাদীসের একাংশে এও বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফ্ইয়ান বলেছে যে : "দেশ জুড়ে আমি প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী হয়ে যাওয়ার ভয়ে রোম সম্রাটের প্রশ্নাবলীর উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদাহানিমূলক কোন উক্তি করার সুযোগ না পাওয়ায় আমি তাঁর রাত্রি ভ্রমণের কাহিনীটি রোম সম্রাটের নিকট তুলে ধরলাম। আমি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম : "বাদশাহ নামদার! আমি সে নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তির এমন একটি ঘটনা আপনাকে জানাব, যাতে আপনিও সে নবীকে মিথ্যা বলে সাব্যস্থ করতে পারবেন।

রোম সম্রাট উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন : সে ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলল : আরবের সে নবী দাবী করেছেন যে, আমাদের দেশ মক্কা থেকে বের হয়ে তিনি মাত্র এক রাত্রে কিয়দাংশে বায়তুল মুকাদ্দাসের এ মাসজিদে পৌছেছিলেন এবং সে রাতে প্রভাত হওয়ার পূর্বেই মক্কা নগরীতে ফিরে গিয়েছেন। এ ঘটনাটি তার মিথ্যানবী হওয়ার প্রমাণ নয়?

হেরাক্লিয়াস বাদশার দরবারে এ বাক্যালাপ হচ্ছিল, হঠাৎ সে দরবারে মন্ত্রী পরিষদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী এবং সে ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের একনিষ্ঠ খাদিম, সত্যবাদী ধর্মপ্রচারক পাদরী এবং মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত। সে বলে উঠল যে, ঐ রাত সম্বন্ধে আমিও অবগত আছি। রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াস আশ্চর্যান্বিত হয়ে সে সত্যবাদী ধর্মপ্রচারক পাদরীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার নিকট সে রাতের অবগতি কিরূপ? পাদরী বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজাসমূহ বন্ধ করার সর্বশেষ দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত ছিল। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ আমি সেখানে মাসজিদের খিদমত করি ও অত্র অঞ্চলে ঈসাই ধর্ম

www.pathagar.com

প্রচার করি। আমি নিদ্রার পূর্বে অবশ্যই প্রতিদিন দরজা বন্ধ করতাম। আলোচ্য ঘটনার রাতে আমি মাসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করতে লাগলাম, একের পর এক সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু প্রধান গেট প্রধান দরজা কোন উপায়েই বন্ধ হ'ল না। এমনকি লোকজনসহ মাসজিদের সমস্ত খাদিম সম্মিলিতভাবে বহু চেষ্টা বহু তদবীর করেও এটাকে কোন মতে বন্ধ করা সম্ভব হ'ল না। এটা পাহাড়ের ন্যায় অটল মনে হয়েছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছরে এ ধরনের ঘটনা কোনদিন ঘটেনি। বহু চিন্তার পর নিকটবর্তী কয়েকজন ছুতার মিস্ত্রী ডাক দিয়ে আনা হ'ল, তারা সমস্ত কিছু দেখে বললেন যে, দরজার ওপর দিকের চৌকাঠটি নিচের দিকে নেমে এসেছে। তার দরজা বন্ধ করা কোন মতেই সম্ভব হবে না। প্রভাতে ঠিক করা হবে। আমি সমস্ত রাত্রি চিন্তা করলাম, এরূপ কেন হ'ল?

পাদরী বলেন যে, উক্ত দরজার উভয় কপাটটি খোলা রেখেই আমি শয়নকক্ষে চলে গেলাম। রাতটি অন্ধকার হলেও মাসজিদের বিরাট আঙ্গিনা ও ঘরে যে কিসের আলো, যে আলোতে প্রকৃত অন্ধকারও দূর হয়নি আর খুব বেশি আলোও হয়নি, কিন্তু আমি কিছুই বুঝলাম না। সময় সময় বহু লোকজনের চলাফেরার মতো শব্দ শুনতে পেতাম কিন্তু আলো-আঁধারে কোন মানুষও দেখলাম না। রাতে প্রবাহিত সুগন্ধশয় হাওয়া আমাকে যেন পাগল করে তুলেছিল। রাত প্রভাত হওয়ার পর উক্ত দরজার নিকট উপস্থিত হলাম এবং দেখলাম যে দরজাটি এখন স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যায়, সুবহানাল্লাহ! মনে হ'ল যে, এখানে কোন দিন কোন অসুবিধা ছিল না। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এতদভিন্ন এটাও দেখলাম, মাসজিদের দক্ষিণপার্শ্বে পাথর ছিদ্র করা লোহাড় কড়ার ন্যায় মধ্যভাগে যে ছিদ্রবিশিষ্ট একটি পাথর ছিল এবং এর সে ছিদ্র বহুদিন হতে ময়লা মাটি জমে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজ সে পাথরের ছিদ্রটি খোলা অবস্থায় পাওয়া গেল এবং এর যানবাহন বাঁধার নিদর্শনও দেখা গেল। তখন আমি আমার সাথীগণকে বললাম, গতরাতে এ দরজাটি শেষ নবীর আগমন উপলক্ষেই খোলা রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, সে নবী রাতের বেলায় এসেছিলেন এবং এ মাসজিদে সলাত আদায় করে গেছেন। প্রিয় পাঠক! খৃষ্টধর্মীয় পোপের এ মন্তব্য আসমানী কিতাব সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা অনুসারেই ছিল। কারণ পূর্বেকার

www.pathagar.com

নবীগণ এ বায়তুল মুকাদ্দাস মাসজিদে সলাত আদায় করতে এসে নিজ নিজ যানবাহন উক্ত ছিদ্রবিশিষ্ট পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। এটা নবীগণের ব্যবহারের জন্যই এবং দীর্ঘ ছ'শ' বছর হতে তা অব্যাহত থাকায় তার ছিদ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এটা কি স-শরীরে মি'রাজ হওয়া প্রমাণ করে না?

প্রমাণ–৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়া ও জটিল প্রশ্নের সমাধান

বিশ্বনবী ﷺ-এর মি'রাজ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্নমুখী প্রশ্নের মধ্যে দু'টি প্রশ্নই বিশেষ জটিল মনে হয়। (১) মি'রাজ ভ্রমণ সুদীর্ঘ ভ্রমণ, যার জন্য হাজার হাজার বছর আবশ্যক। কারণ বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত আছে যে, প্রত্যেকটি আসমান অতিক্রম করতে হলে এক হাজার বছর আবশ্যক। এরূপভাবে সাত আসমান অতিক্রম করতে সাত হাজার বছর আবশ্যক। তার উর্ধ্বে বিরাট সমুদ্র, তার উর্ধ্বে সত্তর হাজার নূরের পর্দা, আর এ সত্তর হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করতে হলে প্রত্যেক পর্দার জন্য এক হাজার বছর করে সময় দরকার। তার কত উর্ধ্বে 'আরশে ইলাহী, কে তার হিসাব রাখে এবং সেখানে বহু কিছু প্রিয়নবীর দর্শন, এমনকি বিশ্বনবী ﷺ এ মি'রাজে গিয়ে তিন লক্ষ বছরের পথ অতিক্রম করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং বর্তমানে বিজ্ঞানের মাপকাঠিতেও সে কথা ভালভাবে ধরা পড়ে যে, তিনি ﷺ তিন লক্ষ বছরের পথ অতিক্রম করে এসেছেন। অতএব এতো বড় সুদীর্ঘ ভ্রমণ এক রাতের কিয়দংশে ঘটে গেল এটা কি করে সম্ভব? দ্বিতীয় জটিল প্রশ্ন এভাবে দেখা দেয় যে, উর্ধ্বগগন মহাশূন্যে বায়ুহীন ঠাণ্ডা এবং অগ্নি ইত্যাদির যেসব কঠিন জমজমাট স্তর বা মণ্ডল বিদ্যমান আছে বিজ্ঞান দ্বারা যা আবিষ্কারও হয়েছে ঐসব স্তর অতিক্রম করা শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল দুনিয়ার উপাদান দিয়ে রক্ত-মাংসে গঠিত শরীরে মানুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হতে পারে? প্রিয় পাঠক! এ ধরনের প্রশ্ন যতই সম্মুখে আসুক আর যত সমস্যাই দেখা দিক বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনার সূচনায় মাত্র একটি শব্দের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সুন্দরতম সমাধান করে দিয়েছেন, তাহলে سُبْحٰنَ (সুবহান) এ

www.pathagar.com

সুবহান শব্দ দ্বারা আল্লাহ এটাই প্রমাণ করতে চান যে, তোমরা নিজের অক্ষমতা, অযোগ্যতা ও দুর্বলতার ওপর অনুমান করে, যা অসম্ভব মনে করছ তা থেকে সে মহামাহিম অতি মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ, সর্বপ্রকার অযোগ্যতা অক্ষমতা হতে পাক-পবিত্র তিনি সেই سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ থেকে যিনি নিজের বান্দাকে আকাশ-পাতালের সর্বস্তর এক রাতের কিয়দাংশে ভ্রমণ করিয়েছেন। মি'রাজ ভ্রমণ কাহিনীতে সুবহান শব্দ দ্বারা মানবগোষ্ঠীর সমস্ত গৌলক ধাঁধা, অক্ষমতার সমস্ত সূত্র, অসম্ভাবব্যতার সমস্ত দ্বার উলঙ্ঘন করে আল্লাহ এটাই প্রমাণ করতে চান যে, তোমাদের নিকট যা অসম্ভব, আল্লাহর কুদরত তা বহু উর্ধ্বে, অসীম তাঁর শক্তি, তাঁর নিকট কোন কিছু অসম্ভব নয়। যে মহাশক্তির নিকট সর্বপ্রকার অক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়, যাঁর নিকট সর্বপ্রকার অসম্ভবতা বিদূরিত হয়, যে মহাশক্তির নিকট "লা মুমকিন" না, অর্থাৎ না বলে কোন কিছুই নেই, সে মহাশক্তির নাম সুবহান। তাই আল্লাহ বলেন যে, হে বিংশ শতাব্দীর উন্নত মূর্খ পণ্ডিত দল! এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতশীল প্রগতির যুগেও যা তোমাদের নিকট সম্ভব বলে মনে করছ। শুন! মহামহিম শক্তিমান আল্লাহ তাঁর কুদরত বহু উর্ধ্বে। তাঁর নিকট অক্ষমতা অসম্ভবতা বলে কিছুই নেই। তিনিই নিজের বান্দাকে এক রাতের কিয়দাংশে আকাশ-পাতাল ভ্রমণ করিয়েছেন এতে তোমাদের সন্দেহ কেন? মহান আল্লাহর কুদরত যদি মুহূর্ত মধ্যে এ প্রকারের ছোট ছোট কার্যাবলী সম্পাদন করতে না পারে তাহলে সে কেমন করে আল্লাহ হবে? মাত্র 'কুন' শব্দ দ্বারা যদি আকাশ পাতাল চোখের পলকে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহলে প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে মি'রাজ হওয়াও সত্য বলে মানতে হবে। স-শরীরে মি'রাজ হওয়া তো একটা ছোট কাজ। সুবহানাল্লাহ!

প্রমাণ-৫ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার প্রমাণে ইদ্‌রীস ﷺ

আল্লাহর প্রখ্যাত বান্দাদের মধ্যে ইদ্‌রীস ﷺ একজন ভূবনবিখ্যাত নবী। সে যুগের নাম অনুযায়ী তাঁর আসল নাম (আখণ্ড) মহান আল্লাহর 'আযাবের ভয়ে ভীত ছিল। তিনি আল্লাহর ধ্বনি প্রচার করতে গিয়ে রাস্তা-পথে, হাটে-বাজারে সর্বস্থানে মানুষকে আল্লাহর 'আযাবের ভয়ের কথা

www.pathagar.com

গেলেন। উন্নত মানের ভাস্‌ বাহ্য সুঠাম সুন্দর শরীর শারু
র্ষণীয় তার মুখমন্ডল, সুদর্শন কানের লতি পর্যন্ত তার কেশ।
দিন যাবৎ দরবারে ইলাহীতে দু'আ করে আল্লাহর হুকুমে আজর
-এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব স্থাপন হয়। দীর্ঘদিন আজরাঈল আলাইহিস সালাম-এর স
ত্ব কায়িম থাকার পর একদিন তিনি আজরাঈল আলাইহিস সালাম-কে বললেন
র কেমন কষ্ট, কেমন স্বাদ আমাকে মৃত্যুবরণ করিয়ে জানাতে হ
রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন যে, হে বন্ধু! অনুরোধ রক্ষা হবে তবে এ ব্যা
ত থাকতে মৃত্যু ঘটাতে হলে আল্লাহর অনুমতি দরকার হবে। ইদ্‌
দরবারে ইলাহীতে দু'আ করে অনুমতি পেলেন এবং আজরাঈল
হায়াত থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর স্বাদ ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম-কে অবগত করার
ঘটালেন। অতঃপর একটা বিশিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার
ক পুনরায় জীবিত করা হ'ল। ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম আবার কিছুদিন
রাঈল আলাইহিস সালাম-কে বললেন যে, প্রিয় বন্ধু! মু'মিন বান্দাদের জন্য ম
াহ্‌ কেমন সুখময় জান্নাত তৈরি করেছেন তা আমাকে একবার দেখ
। আজরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, বন্ধু! কথা রক্ষা হবে কিন্তু এ ব্যা
াহর অনুমতি চাই। দীর্ঘদিন ইদরীস আলাইহিস সালাম দরবারে ইলাহীতে দু
র ফলে মহান আল্লাহ ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম-এর দু'আ ক্ববূল করে
ঃপর আজরাঈল আলাইহিস সালাম জমিনে অবতরণ করে ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম-কে
ার উপর বসিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে প্রথম আসমান ভ্রমণ করিয়ে একে
য় আসমানের উপরে জান্নাতে নিয়ে গেলেন। ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম জান্না
শান্তি, আরাম-আয়েশের সামগ্রী ছেড়ে আর কোন মতেই দুনিয়
াতে চান না। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর হু
া আবার দুনিয়াতে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনশ' পয়ষট্টি বছর
শের নাস্তিকদের যুলম ও অমানুষিক অত্যাচারের ফলে বিশ্বনিয়ন্তা ম
াহ আপন বান্দা ইদরীসকে রক্ষা করার জন্য জিবরাঈল আলাইহিস-

www.pathagar.com

সেখানেই বিদ্যমান। ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু আর জান্নাত ভ্রমণ এ ঘটনা দু'টি মুহাদ্দিসীনদের এক দল য'ঈফ বলেছেন।

এখানে কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য-

১. ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম যদি স-শরীরে আজরাঈল আলাইহিস সালাম-এর ডানায় চড়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত জান্নাতে বসবাস করে আসতে পারেন, তবে আমাদের বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য স-শরীরে জান্নাত ভ্রমণ ও দীদারে ইলাহীতে গমনে কোন বাধা বিঘ্ন থাকতে পারে কি?

২. সর্বকালের সর্বযুগের মুসলিমদের এটাই 'আক্বীদাহ্ যে, ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম স-শরীরে ষষ্ঠ আসমানে এখনো বিদ্যমান আছেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রা মহান আল্লাহ ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম-এর জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান ষষ্ঠ আসমানে তাঁর জন্য ব্যবস্থা করেছেন। এমতাবস্থায় ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম যদি এ ধুলির দেহ নিয়ে আসমানের উপরে থাকতে পারেন তাহলে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য অসম্ভব কি?

৩. দুনিয়ার নবীগণ মুস্তাজাবুদ্দাওয়াতে যাদের দু'আ সর্বদা ক্ববূল হয়, তাই ছিলেন ইদ্‌রীস আলাইহিস সালাম, দু'আর কারণে তাঁর দু'আ রদ হয়নি, মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত দু'আ ক্ববূল করেছিলেন বলেই হায়াত থাকতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তারপর তিনি জান্নাতে গেলেন। শেষ জীবনে নাস্তিকদের কবলে পড়ে বহুকিছু হ্যাস্তন্যস্ত হওয়ার পর রহমতে বারি তাঁকে ষষ্ঠ আসমানে বিশেষ স্থান দান করেন।

প্রমাণ-৬ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার প্রমাণে ঈসা আলাইহিস সালাম

আল-কুরআনে প্রকাশ্যে আয়াত "বাল রাফয়াহুল্লাহ ইলাইহি" প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশুদ্ধ একাধিক হাদীস দ্বারা যা আমরা প্রমাণ পেয়েছি তাতে এ কথা সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত যে, ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি চতুর্থ আসমানে জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন। শেষ জামানায় তিনি আসমান থেকে আল্লাহর হুকুমে অবতরণ করবেন এবং দীনে মুহাম্মাদীকে পুনর্বার জীবিত করবেন। দাজ্জালকে তিনি হত্যা করতেন, শূলিকাষ্ঠ নির্মূল করবেন, শুকর সারা ওয়াজিব করবেন। তিনি

www.pathagar.com

বিবাহ করবেন, তাঁর সন্তান হবে। তিনি হাজ্জ করবেন, তিনি সাত বছর জীবিত থাকবেন, ৪০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করবেন এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হবে। আল্লাহর নবী ঈসা عليه السلام যদি স-শরীরে জীবিত অবস্থায় আসমানের ওপর আরোহন করে জীবিত থাকতে পারেন তবে আমাদরে নবী স-শরীরে মি'রাজে দীদারে ইলাহীর জন্য যেতে পারেন না?

প্রমাণ–৭ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নত যুগে এ ধরনের প্রশ্ন অবান্তর ও হাস্যাদস্পদই বলে গণ্য হবে। কারণ মানুষ গবেষণা করে এরূপ দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কার করেছে, যা ঘন্টায় পাঁচ হাজার আটশ' মাইল বেগে চলতে পারে। গত ১৯৬৪ সালে আমেরিকা ২৮ জুলাই চাঁদের ফটো নেয়ার জন্য ৮০৬ পাউন্ড ওজনের রকেটে যে যন্ত্র মহাশূন্যে প্রেরণ করেছিল তার গতি ছিল প্রতি ঘন্টায় পাঁচ হাজার আটশ' মাইল।

অতঃপর ১৯৬৬-৬৭ সালে রাশিয়া গভর্নমেন্ট যে দ্রুতগামী যানবাহন রকেট এপোলো ১৬-১৭ চাঁদে অবতরণ করে ফিরে এলো সে রকেটের গতি ঘন্টায় পঁচিশ হাজার মাইল ছিল বলে প্রমাণ অতঃপর ১৯৭৮-৮০ সালের নির্মিত রকেট ঘন্টায় এক লক্ষমাইল বেগে চলবে বলে প্রমাণ করা হচ্ছে। গত ১৯৭২ সালে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক বলে, আমাদের এমন এক যন্ত্র আবিষ্কারের পথে যে, সে যন্ত্র মাত্র দেড় মিনিট সময়ে সমগ্র পৃথিবী পাঁচবার ভ্রমণ করে আসবে। অতঃপর চীনের বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আমরা এমন এক রকেট আবিষ্কার করেছি, যার গতি মিনিটে ৭০ হাজার মাইল হবে। প্রিয় পাঠক! এটাও আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষ দ্বারা নির্মিত ইলেকট্রিক কারেন্ট এক মিনিটে নয়, মাত্র এক সেকেন্ড এক লক্ষ আমি হাজার মাইল বেগে চলতে সক্ষম। এখানে কুতাম দাবালে মাত্র এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশি হাজার মাইল ব্যবধানে বাল্বটি জ্বলে উঠবে। এ ইলেকট্রিক কারেন্টের নাম আরবী ভাষায় বলা হয় বারক। (برق) বিজলী, কাররেন্ট, এটা মানুষের তৈরি, যার গতি এতো। অতঃপর চিন্তা করুন,

www.pathagar.com

প্রিয়নবী ﷺ-কে মি'রাজে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে যানবাহন সাওয়ারী এসেছিল তার নাম বোরাক। কুদরতি হাতের তৈরি ইলেকট্রিক কারেন্টের যানবাহন বোরাকের গতিবেগ কিরূপ হতে পারে তা চিন্তা বিষয়। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর গতিপথ সম্বন্ধে এতটুকু বলেছেন যে, যার أَقْصَى طَرْفِهِ প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায়। অর্থাৎ ঘর থেকে বের হয়ে আকাশের দিকে লক্ষ করলে আকাশে অগণিত নক্ষত্ররাজি যেমন দেখতে পাওয় যায়, আপনার দৃষ্টি দ্বারা যেমন আপনি আকাশের তারকা চোখের পলকে দেখতে পান, তাতে বিন্দুমাত্রও সময় লাগে না, অনুরূপ বোরাক প্রখর দৃষ্টি দ্বারা যতদূর তার দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানেই সে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত হয়। এ জন্যই তার নাম বোরাক, কুদরতে ইলাহীর তৈরি কারেন্ট। কোথায় মক্কা আর মুহূর্ত মধ্যে ঝাড়-জঙ্গল পাহাড় পর্বত ভেদ করে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছানোর ব্যাপারে অসম্ভব কিছুই ছিল না এবং এখানে অবান্তর কিছু প্রশ্ন করে সন্দেহ করার কোন মানে হয় না।

প্রমাণ–৮ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

বর্তমানে বিজ্ঞান নির্মিত যন্ত্রপাতি দ্বারা মানুষ যদি কোটি কোটি মাইল মিনিটে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে অতিক্রম করতে পারে, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বাধিনায়ক, মহাকৌশলী, অসীম যার শক্তি, তিনি গোপনে কোথায়, কিভাবে কত কি দ্রুতগামী যানবাহন তৈরি করে রেখেছেন, কেউ কি তার খোঁজ রাখে? আর না কারোও শক্তি আছে যে তার খোঁজ নেবে? তিনি স্বয়ং বলেছেন যে : وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ বিশ্ব বিধাতা মহান আল্লাহর বিজ্ঞানের অসীম পরিধিকে মানুষ কোন দিনই হিসাবের বেষ্টনীতে আবদ্ধ করতে পারে না। এমতাবস্থায় মি'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে বোরাক নামীয় যে যানবাহন ব্যবহার করা হয়েছিল তার গতি তার শক্তি-সামর্থ্য কি পরিমাণ ছিল, কেউ কি তার হিসাব রেখেছে। না কারো পক্ষে তা সম্ভব? এমতাবস্থায় এর আসল শক্তির পরিমাণ আমাদের ঈমানের ওপর নির্ভর করে, হিসাবের আওতায় আনা মানবগোষ্ঠীর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। বর্তমান বিজ্ঞান সাধনায় উন্নতি লাভ করে যদি মানুষ মহাশূন্যের জয়যাত্রা আরম্ভ করে

www.pathagar.com

মহাশূন্যকে আয়ত্তে আনতে পারে, তাহলে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষে সে মহাশূন্যকে জয় করার কোন প্রকার জটিলতা থাকতে পারে কি? অসম্ভব। এরূপ কোন পাগলের পক্ষেও চিন্তা করা সম্ভব কিনা তা ভাববার বিষয়।

প্রমাণ–৯ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

বর্তমান বিজ্ঞান নির্মিত যন্ত্রপাতি দ্বারা মানুষ কোটি কোটি মাইল ব্যবধানের দূরত্বকে আশ্চর্যরূপে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজার মাইল দূর-দূরান্ত দেশ থেকে অহরহ সকাল-সন্ধ্যা হাট-বাজার তরি-তরকারি, শাক-সবজি ক্রয় করে আনতে সক্ষম হয়েছে। কোথায় আমেরিকা, রামিয়া, কত ব্যবধানে চীন, জাপান, জার্মান, কোথায় সাইবেরিয়ার উত্তপ্ত মরূপ্রান্তর, মিনিটে মিনিটে সেকেন্ডে সেকেন্ডে অহরহ দেখা সাক্ষাৎ, লেন-দেন, বিবাহ-শাদী সবকিছুই সংঘটিত হচ্ছে। খবরে জানা যায়, দক্ষিণ জার্মানে এক সুশিক্ষিতা মেয়ে টেলিভিশন যন্ত্রের মাধ্যমে চীনের এক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিবাহ করে মাত্র ১৯ মিনিটের মধ্যে দক্ষিণ জার্মান থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত সাজ সরঞ্জাম, রকমারী আসবাবপত্র, আরাম-আয়েশের যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে সুদূর চীন ও চীন হতে দক্ষিণ জার্মান যাওয়া আসা করেছে। এ যাতায়াতে ব্যয়িত সময় মাত্র ৩৬ মিনিট। মানুষ এতই শক্তি অর্জন করল। এতই শক্তির অধিকারী মানুষ? এটা কি আপনি স্বপ্নে মনে করেন? না কল্পনা? না তা বাস্তব? আপনি কি মনে করেন, এটা বাস্তব? এটা সত্য। খবরদার এটাকে আপনি স্বপ্ন বা কল্পনা মনে করবেন না। নচেৎ লোকে আপনাকে বেকুব বলবে। আপনি কোন্ আস্তাকুঁড়ে পড়ে আছেন, দুনিয়ার খবর রাখুন? খবর নিন। ইতালীর ইনটেন্ট নদীতে এক রকমের লাল বর্ণের মাছ পাওয়া যায়, সে মাছ খুব সুস্বাদু। বিনা লবণে তা রান্না হয়। সে মাছ জীবনে একবার ভক্ষণ করলে আশি-নব্বই-একশ' বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা অবধি দাঁত পড়বে না, চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতি কমবে না, যৌবন ফিরে এসে সকলেই যেন ত্রিশ বছরের যুবকের মতো অটুট স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। তার জন্য আমেরিকা রাশিয়া থেকে লোকেরা জাল নিয়ে সে ইন্টেচ নদীতে মাছ ধরার জন্য অহরহ যাতায়াত করছে, আর সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। এ হাজার হাজার মাইল ব্যবধান দূরত্ব প্রান্তর দুর্গম গিরি সঙ্কটকে ভেদ কের মানুষ

www.pathagar.com

বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। প্রিয় পাঠক! এ সমস্ত মাটির তৈরি মানুষের চিন্তার অবদান।

মানুষ যদি এতো শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে আমাদের চোখের আড়ালে জিন্ নামক একটি জাতি বসবাস করে, তাদের কত শক্তি আছে, তা কি কোনদিন চিন্তা করেছেন? মাটির তৈরি মানুষের যদি এরূপ শক্তি হয়, তবে জ্বলন্ত আগুনের দ্বারা তৈরি সে জিন্ জাতির কত শক্তি হবে? এটাও একবার চিন্তা করে দেখা দরকার। নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর দরবারে জিনেরা মন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিল। হুদ হুদ (কাঠঠোকরা) পাখী যখন মুলকে সাবা হতে নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম-কে এক নতুন সংবাদ এনে দিল যে, আপনার অজ্ঞাত এক স্থানে সাবা নামক দেশে এক গোত্র বিদ্যমান। তাদের শাসনকর্তা এক অপরূপ রমণী, যার একটি বিরাট মূল্যবান সিংহাসন আছে এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এক সূর্য পূজায় লিপ্ত আছে। সুলায়মান আলাইহিস সালাম হুদ হুদের সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি পত্র লিখে বললেন যে, এ পত্র তাকে পৌঁছাও। হুদ হুদ পাখী নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর পত্র পৌঁছামাত্রই তাঁর হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠল এবং মনে মনে নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর আনুগত্যস্বীকার করবে বলে স্থির করল। নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম জিন্দের দ্বারা সমস্ত সংবাদ মুহূর্তে মুহূর্তে নিতে লাগলেন। জিনেরা সংবাদ দিল যে, সে বহু লোকজনসহ আপনার নিকট আসছে। ইতিমধ্যে নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম জিন্দের লক্ষ্য করে বললেন যে, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, আমার নিকটে সে আসার পূর্বেই তার সিংহাসনটি এসে হাজির করতে পারবে?

اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ-

ভয়ঙ্কর বিরাট শক্তিশালী এফরীত নামক এক জিন্ বলে উঠল, আমি হুকুম পেলে আপনি দরবার থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বেই তাকে নিয়ে আসতে পারি। মন্ত্রীপরিষদের মধ্য হতে আর এক জিন্ বলে উঠল যে, আরে তোর চক্ষুর পলক মারার পূর্বেই নিয়ে আসতে পারি, বাস্তবে সে তাই করল। বাক্যালাপ শেষ হতে না হতেই সে জিন্ দ্বারা কত হাজার মাইল ব্যবধানে মূলকে সাবা, যার সংবাদ সে যুগের বিশ্ব সম্রাট নবী সুলামান আলাইহিস সালাম ও অবগত ছিলেন না। সে দেশ হতে চোখের পলক মারার সঙ্গে সঙ্গেই হিরা-

www.pathagar.com

মণি মানিক্য ইয়াকুত জওহরাত জড়িত ও স্বর্ণখচিত কয়েক হাজার টন ওজনের সে সিংহাসনকে নবী সুলায়মান ﷺ-এর সামনে এনে উপস্থিত করল। সে জিন্ জাতির শক্তি সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নই। আল্লাহ এই জিন্ জাতিকে কত শক্তি দিয়েছেন একমাত্র তিনিই জানেন।

এবার একবার ফেরেশতাদের সম্বন্ধে চিন্তা করুন, যাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ বিশেষ এক প্রকার নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। জিবরাঈল ﷺ-কে আল্লাহর নবী ﷺ সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার নিকট জিবরাঈল ﷺ-এর আসল সুরত দেখতে পেয়েছিলেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন : তাঁর ছ'শটি পাখা আছে, আর এক এক পাখায় আল্লাহ তাঁকে এতো শক্তি দান করেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে মাত্র একটি ডানা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারেন। আমাদের এ জমিন হতে জিবরাঈল ﷺ পাঁচ হাজার বছরের ব্যবধানে অবস্থান করেন। সে জিবরাঈল আমীন আল্লাহর ওয়াহী নিয়ে প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট মুহূর্ত মধ্যে যাতায়াত করতেন। মি'রাজ উপলক্ষ্যে জিবরাঈল আমীনের সঙ্গে ছিলেন আর সাওয়ারীর জন্য এসেছিল কুদরতে ইলাহীর তৈরি মনোনীত বৈদ্যুতিক যানবাহন বোরাক। অতঃপর প্রিয়নবী ﷺ যেন এ কারেন্টের সাওয়ারীতে আরোহণ করে কোন প্রকার অসুবিধায় না পড়েন তার জন্য করা হ'ল প্রিয়নবী ﷺ-এর সিনা চাক। আর এ সিনা চাক করে অন্তরাত্মায় দান করা হ'ল অপূর্ব 'ইল্‌মে লাহুতি।

مُلِئَ حِكْمَةً وَّعِلْمًا-

মহান আল্লাহর শক্তির অপূর্ব হিক্বমাত ও অপূর্ব আল্লাহ প্রদত্ত 'ইল্‌ম অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে এসে পান করানো হ'ল জান্নাতী দুধ। এ সমস্ত পূর্ণ ব্যবস্থা করার পর প্রিয়নবী ﷺ-কে স-শরীরে মি'রাজ ভ্রমণ করানো হয়।

প্রমাণ–১০ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

কিছু সংখ্যক লোক এখনও মনে মনে চিন্তা করেন যে, প্রিয়নবী ﷺ মি'রাজে গিয়ে চির মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাননি তাদের প্রমাণ-পুঞ্জি

www.pathagar.com

কুরআনের এ আয়াত যে, لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ দুনিয়ার এ চর্মচক্ষু দীদারে ইলাহী পেতে পারে না। কুরআনের এ আয়াত দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, প্রিয়নবী ﷺ মানুষ ছিলেন আর এ দুঁনিয়ার উপাদেয় খাদ্য দ্বারা সৃজিত পরিপুষ্টি সাধিত মানুষের জন্য দীদারে ইলাহী অসম্ভব। অতএব তিনি দীদারে ইলাহী পাননি। কুরআনের দ্বিতীয় আয়াত

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ-

অর্থাৎ কোন মানুষের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলবে, একমাত্র অহী অথবা পর্দার আড়াল হতে।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে চান যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন মানুষের সামনা-সামনি চাক্ষুষভাবে কথা বলা সম্ভব নয়। একমাত্র পর্দার আড়াল হতে অথবা অহীর মাধ্যমে। এ দু'টি আয়াতের লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য একমাত্র জনসাধারণ। নবী ও রাসূল কস্মিনকালেও নয়। আমাদের নবী তিনি মানুষ ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ﷺ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। তিনি ﷺ যে অতি মানুষ ছিলেন তার ইতিহাস কি অবগত আছেন? তাঁর জন্মের কত লক্ষ কোটি বছর পূর্বে কিভাবে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তাঁর রক্ষণা-বেক্ষণ করলেন? এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর তাঁর শুভ আগমনের বার্তা কিভাবে যুগে যুগে কালে কালে সারা বিশ্বকে জানালেন? এবং কত অলৌকিক ঘটনা তাঁর জননী আমিনা হতে আরম্ভ করে দুধ 'মা' হালিমা পর্যন্ত পাড়া-প্রতিবেশী দেশবাসী পর্যবেক্ষণ করলেন? ছয় বছরের শিশু অবস্থায় তাঁর সিনা চাক। বিশ্বনিয়ন্তা তাকে কিভাবে নিজ দায়িত্বে প্রতি পালন করে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াতের পবিত্র দায়িত্ব প্রদান পূর্বে ও পরে যে সমস্ত ইতিহাস আজ জাজ্বল্যমানভাবে প্রমানিত হয়েছে তাতে কি তিনি অতি মানুষ ছিলেন না? তিনি ﷺ সাইয়্যিদুল বাশার সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মুকুট। তিনি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, নবীগণের মুকুটমণি, তিনি শাফিউল মাহশার ক্বিয়ামাতের কোর্টের সমগ্র মানবতার সম্ভ্রম রক্ষাকারী। তাঁর ইঙ্গিত ইমারা চাড়া ক্বিয়ামাত কোর্টে কোন কাজ সিদ্ধি সাধন হবে না, এটা কি আপনি মানতে রাজি আছেন? যদি মানেন তবে একথা অযৌক্তিক বলা হবে যে, তিনি অতি মানুষ ছিলেন। নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না বলেই আমাদের ঈমান এবং আমাদের বিশ্বাস।

www.pathagar.com

প্রিয় পাঠক! কোন অন্ধ ব্যক্তি দিন-দুপুরে দিবসের আলোতে কোন দ্রব্য দেখতে পায় না, কারণ তার চক্ষুদ্বয়ে যে আলোর প্রয়োজন ছিল তা নেই। অনুরূপ কোন চক্ষুওয়ালা ব্যক্তিও কোন দ্বারবদ্ধ অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে কারো কোন দ্রব্য দেখতে সক্ষম হয় না। তার কারণ সে দ্বাররুদ্ধ ঘরে বহিরাগত যে আলোর প্রয়োজন ছিল তা সেখানেও নেই। এ ভূমিকায় এটাই সাব্যস্ত হ'ল যে, কোন বস্তুকে স্বচক্ষে দর্শন করতে হলে চক্ষুদ্বয়ের পূর্ণ আলো এবং যে বস্তুকে দর্শন করা হবে তার ওপরেও বহিরাগত স্বাভাবিক সূর্যের আলো একান্তভাবে থাকতেই হবে। দর্শক ও দর্শিত বস্তু দু'য়ের আলো স্বাভাবিকভাবে মিলিত হলে দর্শকের দর্শন সম্ভব হবে। মূলকথা দু'টোতেই আলো চাই দু'টোতেই সমানভাবে আলো প্রতিফলিত হলে কোন বস্তুকে দেখা সম্ভব হবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ বলেছেন যে, "আল্ল-হু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আর" আল্লাহর এক নাম নূর। তাঁর নূর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তাঁর মুজাল্লা নূর কঠিন নূর। আল্লাহর সে নূরকে আয়ত্তে আনতে হলে মানব চক্ষদ্বয়ে কত পরিমাণ জ্যোতি আলো বা নূরের দরকার তার কি অনুমান আপনার নিকট আছে? নেই। মোটেও নেই। সে মহান আল্লাহর মুজাল্লা নূরকে ধরার ও আয়ত্তে আনার জন্য সাধারণ মানব কেন, যাঁরা নবী ও রাসূল অতিমানব তাঁদেরও শক্তি নেই বলেই তো নবী মূসা আলাইহিস সালাম-কে লাম তারানী বলে জবাব দেয়া হ'ল যে, মাহন আল্লাহর নূরের মুজাল্লা নূরকে আয়ত্তে আনতে পারবে না। তাই আল্লাহ সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে ডাক দিয়ে বলেছেন যে, لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ। দুনিয়ার কোন চর্মচক্ষু আল্লাহর মুজাল্লা নূরকে আয়ত্তে আনতে পারবে না। আর দ্বিতীয় আয়াতও সত্য যে, আল্লাহর কাছে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা কোন অতিমানব মহামানব নবী ও রাসূলগণও পর্দার আড়াল অথবা অহী ছাড়া কেউ সামনা সামনি কথা বলতে সক্ষম হবে না। এখন প্রশ্ন জাগে যে, আমাদের বিশ্বনবী ﷺ তিনিও কি আল্লাহকে সামনা-সামনি দেখতে পারবেন না? তিনিও কি তাঁদের মধ্যে শামিল না তাঁর জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল? এর জবাব কি?

www.pathagar.com

প্রমাণ–১১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

প্রিয় পাঠক! বানী ইসরাঈলের বিখ্যাত নবী মূসা আলাইহিস সালাম, দীদারে ইলাহীর ব্যাপারে তাঁকে আল্লাহ বললেন যে : 'লান-তারানী' তুমি কোন মতেই আমাকে দেখতে পাবে না। তার মানে এই যে তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। অর্থাৎ তোমার চর্মচোখে আমাকে দেখার মতো শক্তি নেই এবং তোমাকে সে উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়নি এবং তোমার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হবে তার জন্য কোন ব্যবস্থাও করা হয়নি। কাজেই এক কথায় জবাব যে, লান-তারানী-তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। এ জবাবে নবী মূসা মনের ব্যথা বেদনায় যেন ভেঙ্গে পড়লেন। ফির'আওনের অত্যাচার আর তার পামরতার ডিগবাজিতে তিনি অধীর হয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় মাদায়িন শহর অতিক্রম করে মিসরের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কঠিন ঘন অন্ধকার রজনী, ছেলে-মেয়ে বিবি খাদিমসহ বিচলিত অবস্থায় পথের সন্ধানে ছিলেন, এমন সময় অন্তর্যমী প্রত্যক্ষদর্শী মহিমাময় মহান আল্লাহ নবী মূসার আত্মার ব্যথা বেদনা অবগত হয়ে তুর পর্বতের ওপর এক আলোকমালা দেখিয়ে নবী মূসাকে সেখানে আসতে বাধ্য করলেন। কিছু দূরে আলোকমালা দেখিয়ে পেয়ে নিজের বিবিকে বললেন যে : ঐ যে, ওখানে আলো দেখা যায়, তোমরা এখানে বস, আমি ওখান থেকে কিছু আগুন নিয়ে আসি। আগুন মনে করে নবী মূসা আলোর দিকে অগ্রসর হলে মহান আল্লাহ বললেন যে :

إِنِّيْ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى-

"ও মূসা! এটা আগুন নয়, আমি তোমার প্রভু! তুমি এখন তুয়া নামক পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়েছে, এ পবিত্র স্থানের সম্মান রক্ষার জন্য তোমার পাদুকাদ্বয় খুলে রাখ।

আমি যা বলি তাই শুন। আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া তোমার আর কেউ প্রভু নেই; তোমাকে আমি নবীরূপে নির্বাচন করেছি।" কুরআন মাজীদের প্রকাশ্য এ আয়াতগুলোতে বুঝা যায় যে, তুয়া স্থানে স্বয়ং আল্লাহ মুজাল্লা নূর নিয়ে নবী মূসার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। এটা ছিল নবী মূসার মি'রাজ এবং তা ছিল স-শরীরে। প্রিয় পাঠক! ধৈর্যচ্যুতি না হয়ে আর একধাপ অগ্রসর হয়ে সুরাহ্ মার্‌ইয়ামের ৫২নং আয়াত দেখুন :

www.pathagar.com

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا-

আল্লাহ বলেন যে, তুর পর্বতের সন্নিকটে তুয়া নামক স্থানে আমি মূসাকে ডাকলাম এবং অতি নিকট হতে তার সঙ্গে বাক্যালাপ করলাম।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ নবী মূসার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং অতি নিকট হতে সমস্ত কথা বলেছেন। নবী মূসার সঙ্গে এবং আল্লাহর সঙ্গে যে আলাপ হয়েছিল সে আলাপের মধ্যস্থলে জিবরাঈল ছিলেন না। স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে ডাক দিয়ে কথা বলেছেন। এখন আমাদের বিশ্বনবী ﷺ-এর দীদারে ইলাহীর কথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। নবী মূসা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ পেয়েছেন এতে আর সন্দেহ কি ? কুদরতে ইলাহীর অপূর্ব কারখানা আকাশ-পাতালের সমস্ত গোপন দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য এবং বহু তথ্য ও তত্ত্ব উদঘাটনের জন্যই ছিল এ স-শরীরে মি'রাজ এবং ঊর্ধ্বগগনে আরোহণ।

প্রমাণ–১২ : জান্নাতীয় দুধ পান ও দীদারে ইলাহী

হাদীসে তত্ত্ববিদগণ ভালভাবে অবগত আছেন যে, কিয়ামাতের ফায়সালা হওয়ার পর, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করার পর সেখানে মধুর নদী থেকে মধু পান, জজ্ঞাবিল সালসাবিল নদীর মদীরা পান এবং দুধের নদী থেকে জান্নাতীর দুধ পান করার পর শুক্রবার দিনে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাবেন। প্রিয় পাঠক! স্বর্গমাঝে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়ার আগে প্রত্যেক জান্নাতবাসীকে নাহরুল হায়াত নামক নদীতে গোসল করতেই হবে। অতঃপর জান্নাতীয় দুধ, মধু অন্যান্য উপাদেয় পরিপুষ্টি খাদ্র খাবারের পর যখন তারা দীদারে ইলাহীর সাক্ষাৎ পাওয়ার যোগ্যপাত্র হবে, তখন তারা আল্লাহর সাক্ষাৎ পাবেন। আমাদের বিশ্বনবী তিনি জান্নাতী পুরুষ ছিলেন। অতঃপর যে রজনীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রিয়নবী ﷺ-কে দু'টি পান পাত্র পেশ করেন। একটিতে ছিল জান্নাতী জানজাবিল মিশ্রিত শারাবান তহুরা, দ্বিতীয়টিতে ছিল স্বর্গীয় দুধ। আল্লাহর নবী তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে দুধ পান করলেন। এ দুধ পানের পর জিবরাঈল

www.pathagar.com

আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে প্রথম আকাশ, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, আকাশে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পর বায়তুল মা'মূরে গিয়ে পৌঁছলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আবার দুধ পান পাত্র পেশ করেন। একটিতে শরাব ছিল, দ্বিতীয়টিতে ছিল জান্নাতী মধু। দু'বার জান্নাতী দুধ পানের একমাত্র কারণ এটাই ছিল যে, বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হবে।

প্রমাণ–১৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

যদি এখনো আপনাদের ধোঁকা ভঞ্জন না হয়ে থাকে আর মনের সন্দেহান অবসান না হয় তবে আমাকে এ কথার উত্তর দিবেন কি যে, মূসা আলাইহিস সালাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বারবার যখন সলাত কম করে আনার জন্য ফিরিয়ে পাঠালেন আর প্রিয়নবী তিনিও নবী মূসা আলাইহিস সালাম-এর কথা রক্ষা করে সলাত কম করার জন্য একের পর এক করে পাঁচবার ফিরে গেলেন আর সলাত কম করে আনলেন তো সে স্থানটা কোথায় ছিল? কোন্ মুকাম, আর কোন স্থান থেকে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত কম করে আনলেন। আপনাদের ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সময় দিলেও এর উত্তর পাওয়া যাবে না, তা আমি ভালভাবে অবগত আছি। যখন আপনাদের নিকট উত্তর নেই তখন কুরআনের এ আয়াত, সন্দেহজনক মন-মেজাজ নিয়ে নয়, সঠিক ধ্যান-ধারণা সুস্থ মন-মেজাজ ও পূর্ণ ঈমানদার হয়ে পাঠ করুন। অর্থাৎ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى আরবদের চিরাচরিত প্রথা ছিল যে তারা সবসময় আপন আপন স্কন্ধে তরবারি অথবা তীর কামান ঝুলিয়েই রাখত। তাই বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তিনি তাদেরকে বুঝানোর জন্য বলেছেন যে : আল্লাহর কাছে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে ব্যবধানের মাত্র এক কামানের ছিল। কামানের এক মাথা থেকে অন্য মাথা যত ব্যবধানে থাকে, ঠিক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর নিকট এরূপ ব্যবধানে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন যে, আও আদনা অর্থাৎ এক কামানের ব্যবধান থেকেও অতি নিকটে। কুরআনের এ আয়াতকে কেন্দ্র করে বড় বড় 'আলেমগণ বহু মতভেদ করেছে কিন্তু সাহাবায়ি কিরামগণের যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সমস্ত 'আলিম, কে কোন্

www.pathagar.com

বিষয়ে বলেছে, তার সঠিক তত্ত্ব নিতে গেলে আপনাকে এটাই সাব্যস্ত করতে হবে যে, দীদারে ইলাহী স-শরীরে হওয়াই ঠিক, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। যারা বলেন যে, ঐ কা'বা কাওসাইনের মানে জিবরাঈল, তারা যে ভুল পথে আছে, তা দেড় হাজার বছরের প্রখ্যাত 'আলিম সমাজ তাদের কিভাবে উত্তর দিয়েছেন, তাদের সমস্ত কথা গভীর চিন্তা নিয়ে একবার মনোনিবেশ করলে আপনার চক্ষুও খুলে যাবে, তখন আপনিও বলতে বাধ্য হবেন যে, স-শরীরে মি'রাজ দীদারে ইলাহী সত্য।

প্রমাণ-১৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

বিশ্বনবী ﷺ-এর বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা অহরহ করতেন। যখন যে ব্যাপারে যা দরকার হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে সংবাদ দিয়ে গেছেন। 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে, যুদ্ধের ময়দানে, মিম্বারের উপরে, লোকজনের ভরা মাজলিসে, নির্জন অবস্থায়, সময়ে বিগত ইতিহাস, ভবিষ্যদ্বাণী, বর্তমানে দেশ-বিদেশের অবস্থা সবকিছুই জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে আল্লাহর কথাবার্তা অহরহ চলছিল। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ছাড়াও আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তিনি বহু কথা প্রিয়নবী ﷺ-এর অন্তরাত্মায় إلقا "ইলকা" অবতারণা করতেন। প্রিয়নবী ﷺ বুঝতে পারতেন যে, এ সমস্ত নতুন নতুন ভাবের অবতারণা ও নতুন নতুন কথার অন্তরে জাগরণ, একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হচ্ছে। সে সমস্ত কথাও অহী এবং নির্ভুল ওয়াহী। প্রিয় পাঠক! এখানে আমার বক্তব্য এটাই যে, আল্লাহর সঙ্গে যখন প্রিয়নবী ﷺ-এর অহরহ কথাবার্তা হওয়াতে কোন অসুবিধা ছিল না, এমতাবস্থায় যদি উনি প্রিয়বন্ধুকে সাক্ষাৎ না দিবেন তো এখান থেকে সাত আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কারণ কি? আল্লাহর এমন কি গরজ ছিল যে বোরাক পাঠালেন, সিনা চাক করালেন, সাত আসমানে প্রখ্যাত আটজন পয়গাম্বর দ্বারা অভ্যর্থনা করালেন, এ সবের কারণ কি? এখানে কি দীদারে ইলাহীর প্রমাণ হয় না? এখনো যদি সন্দেহ থাকে তবে আসুন! আর একটু অগ্রসর হউন।

www.pathagar.com

প্রমাণ–১৫ : স-শরীরে মি'রাজ ও দীদারে ইলাহীর

যদি আপনারা বলেন যে, সিনা চাক করিয়ে, খোরাক আনিয়ে, দুগ্ধ পান করিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, সাত আসমান ভ্রমণ, জান্নাত জাহান্নাম ও জিবরাঈল ﷺ—কে আসল সূরতে পরিদর্শন করাবেন, এ পর্যন্তই শেষ। দীদারে ইলাহী ছাড়া সৃষ্টিলীলায় যাবতীয় গোপন রহস্য সবকিছুই দেখাবেন এ জন্যই তিনি এতো আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু দীদারে ইলাহী হয়নি। আল্লাহ্ আপনাকে মুখ দিয়েছেন, কথা বলার অধিকার আপনার আছে, তা সত্য। তবে আমিও কথা না বলে আর পারছি না। সত্যই যদি জান্নাত আর জাহান্নাম পরিদর্শন করাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তবে তিনি জান্নাত বা জাহান্নামকে তুলে নিয়ে এসে এ দুনিয়াতেই দেখাতে পারতেন এবং নিশ্চয় পারতেন, আল্লাহর কুদরতের কি কিছু কমতি ছিল? আর না এখন কিছু কমতি আছে? তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। আর জান্নাত আর জাহান্নামকে নিয়ে এসে এ দুনিয়াতেই প্রিয়নবী ﷺ-কে ভালভাবে দেখালেই পারতেন। অন্ধকার রজনীতে রাসূল ﷺ-কে কেন সাত আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন? এর কারণ কি?

প্রিয় পাঠক! বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ জান্নাত জাহান্নামকে উঠিয়ে নিয়ে এসে দেখাতে পারতেন, একথা বলা ভুল হবে। তিনি এ দুনিয়াতেই প্রিয়নবী প্রিয়নবী ﷺ মাদীনার জীবনে যে সময় সূর্যগ্রহণ লেগেছিল সে সময় আল্লাহর নবী সাহাবাগণকে সমবেত করে দীর্ঘ সময় ধরে লম্বা সলাত আদায় করেছিলেন। সে সলাতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বিশ্বনবী ﷺ-কে জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করিয়েছেন, তার প্রমাণ এই যে, সলাতান্তে কতিপয় সাহাবা প্রিয়নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আজ সলাতের মধ্যে জান্নাতের অপূর্ব সৌন্দর্য দৃশ্য এমনভাবে দেখানো হয়েছিল যে, আমি জান্নাতে আঙ্গুরের একটি ঘন ডাল হাত বাড়িয়ে নিতে উদ্যত হয়েছিলাম। অতঃপর যখন জাহান্নাম সামনে এলো, জাহান্নামের ভয়াবহ মর্মান্তিক কঠিন দৃশ্য এভাবে কোন দিন আমার নজরে আসেনি। জাহান্নামের 'আযাবের সন্ত্রাসে আমি পিছন দিকে সরে সরে আসছিলাম।

www.pathagar.com

সহীহুল বুখারী ও সহীহুল মুসলিমের এ হাদীসে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দুনিয়ার মধ্যেই জান্নাত আর জাহান্নামকে স্ব স্ব স্থান থেকে আনয়ন করে অথবা আকাশ-পাতালের সমস্ত পর্দা উঠিয়ে প্রিয়নবী ﷺ-কে সবকিছু দেখিয়েছেন। আমার বক্তব্য এখানে এটাই যে, আল্লাহর নবী ﷺ জান্নাত আর জাহান্নাম আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি এখানেই দেখিয়েছেন। যে বস্তু একবার এখানে আসল রূপ লাবণ্যে দেখানো হ'ল, সে তো জান্নাত আর জাহান্নামকে পরিদর্শন করার জন্য জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, বোরাক, সিনা চাক অপূর্ব হিক্বমাত পরিপূর্ণ স্বর্গীয় দুদ-এ সবের আয়োজন করার কারণ কি ছিল? যদি দীদারে ইলাহী নেই তবে তা কেবল কি জান্নাত, জাহান্নাম পরিদর্শন করার জন্য প্রিয়নবী ﷺ-কে সাত আসমান ভ্রমণ করানো হয়েছিল? প্রিয় পাঠক! এর জবাব কি?

প্রমাণ-১৬ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

যদি আপনারা বলেন যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে তাঁর আসল রূপে দেখার জন্য প্রিয়নবী ﷺ-কে বোরাকের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবে আমার বক্তব্য এটাই যে, হেরা গুহার মাঝে যখন সর্বপ্রথম অহী অবতীর্ণ হয়েছিল, সে সময় প্রিয়নবী ﷺ জিবরাঈল ﷺ-কে আকাশের নিচে বিরাট এক কুরসীর উপর উপবিষ্টভাবে বসতে দেখতে পেয়েই ভয়ে ভীত হয়ে গিয়েছিলেন। এখানে এটাই প্রমাণ হ'ল যে, আল্লাহর নবী ﷺ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর আসল রূপ দেখার জন্য আল্লাহ প্রিয়নবী ﷺ-কে সাত আসমান ভ্রমণ করিয়েছেন? না এটার পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল?

প্রমাণ-১৭ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

যদি আপনারা বলেন যে, হে লেখক! আপনি সশরীর মি'রাজ হওয়ার যতই প্রমাণ দিন আমরা কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে মি'রাজ মান্য করতে কোন মতেই রাজি নই। আমিও আপনাদের বাধ্য করছি না যে, আপনারা বিশ্বনবী ﷺ-এর মি'রাজকে স-শরীরে মান্য করেন। আমিও এ ব্যাপারে কিছুই বলছি না। তবে আমার একটি কথার উত্তর দিবেন কি? যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এ কথাটার উত্তর দেন তো, সমস্ত জীবন আপনাদের গোলামি করব?

www.pathagar.com

আবূ বকর (রাঃ) যিনি ইসলামের প্রথম খালীফাহ্। যাঁর জন্য প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন যে, নবীগণের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি আবূ বাক্র। তাঁর পদমর্যাদার লোক বিশ্বের মাঝে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি প্রিয়নবী (সাঃ)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর নবী (সাঃ)! গত রাত্রে আপনি أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ إِلْتَمَسْتُكَ فِيْ مَظَانِكَ কোথায় ছিলেন? সমস্ত স্থানে আপনাকে খোঁজ করে হয়রান।

আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আপনাকে আমি সম্ভাব্য সমস্ত স্থানে খোঁজ করেছি। সে সময় আল্লাহর নবী (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণের কথা উল্লেখ করলেন। আবূ বাক্র (রাঃ) এ ঘটনার পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছিলেন, আল্লাহর নবী (সাঃ) আবু বাক্রকে বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত নিদর্শন বলে দিলেন। আবু বাক্র নব প্রাণ, নব উদ্যম, দৃঢ় ঈমান নিয়ে বলে উঠলেন যে, আপনি আল্লাহর নবী ও সত্য তা এ ঘটনায় প্রমাণ পেলাম। প্রিয় পাঠক! বিশ্বনবী (সাঃ)-এর মি'রাজ যদি স-শরীরে না হ'ত তবে রাত্রিবেলা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিখোঁজ হওয়ার কারণ কি?

বিশ্বাস না হয় দেখুন তাফসীর ইবনু কাসীর তৃতীয় খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা; সহীহুল বুখারী বাংলা অনুবাদ ৫ম খণ্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা।

প্রমাণ–১৮ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

আবূ বাক্র (রাঃ)-এর হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রিয়নবী (সাঃ)-এর মি'রাজ স-শরীরে হয়েছিল। এখনও যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তবে আসুন চর্মচক্ষু নয় হৃদয়ের চক্ষু খুলে দেখুন। প্রিয়নবী (সাঃ)-এর আপন চাচা আবূ তালিবের কন্যা উম্মে হানী (রাঃ) মি'রাজের ঘটনা-এমনভাবে বর্ণনা করতে থাকেন যে, মি'রাজের ঘটনার রাত্রে প্রিয়নবী (সাঃ) আমারই গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) 'ইশার সলাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। আমরাও শুয়ে পড়লাম। প্রভাত হওয়ার পূর্বক্ষণে আমরা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সঙ্গেই নিদ্রা থেকে উঠলাম। ফাজ্‌র সলাতান্তে আল্লাহর নবী (সাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এ মক্কা নগরীতেই তোমার দৃষ্টির সম্মুখে তোমাদের সঙ্গে 'ইশার সলাত আদায় করেছিলাম। তারপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে উপনীত হয়েছিলাম। তথায় মাসজিদে আমি সলাত আদায়

www.pathagar.com

করেছি, তারপর এখন তোমাদের সঙ্গেই ফাজরের সলাত আদায় করলাম। সহীহুল বুখারীর এ হাদীস দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে মি'রাজ কি প্রমাণ করে না।

প্রমাণ–১৯ : মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স-শরীরে অনুষ্ঠিত হওয়ার

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ-

আমার আল্লাহ বলেন যে, আমি আমার প্রিয়তম হাবীবকে যে সমস্ত অলৌকিক দৃশ্য ও গোপন দুনিয়ার গোপন দ্বার খুলে অগণিত নির্দশনাবলী দেখিয়েছি একমাত্র লোকদের পরীক্ষার জন্য। আমি দেখতে পাই যে, কে আমার ওপর বিশ্বাসী মু'মিন, আর কে অবিশ্বাসী কাফির? প্রিয়নবী ﷺ-এর আপন চাচাত ভাই রঈসুল মুফাস্‌সিরীন। সমস্ত মুফাস্‌সিরীনের তিনি সরদার। কুরআনে যাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল তিনি বলেন যে, সমূদয় দৃশ্য ও বস্তু নিশ্চয় স্বচক্ষে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন ও পরিদর্শন করাই এ আয়াতের আসল মর্ম। এখানে রূপক বা স্বপ্ন দেখার অর্থ বা উদ্দেশ্য কোন মতেই নয়। প্রিয়নবী ﷺ-এর আপন চাচাত ভাই, যাঁর জন্য প্রিয়নবী ﷺ স্বয়ং কুরআনের জ্ঞান এবং দীনের জ্ঞান এবং বুঝের জন্য বিশেষরূপে দরবারে ইলাহীতে দু'আ করেছিলেন, সেই প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ যে বিষয়টিকে খোলাসারূপে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, মি'রাজ স-শরীরের ঘটনা বাস্তবরূপে স্বচক্ষে অবলোকন ও প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করার ঘটনা। মি'রাজ শুধু আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন দেখার ঘটনা নয়। পূর্বাপর বিশ্ব মুসলিম জামা'আতের ঈমান ও 'আক্বীদাহ এবং বিশ্বাসও এটাই এবং যুক্তি প্রমাণের দিক দিয়ে এ দাবিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। কারণ?

আল্লাহর রাসূলের আশ্রয়দাতা চাচা আবূ তালিবের কন্যা উম্মে হানী যাঁর গৃহে রাসূল ﷺ মি'রাজের রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন, তাঁর বর্ণনা এই যে, প্রিয়নবী ﷺ মি'রাজের রাত্রে আমার গৃহে শায়িত ছিলেন। অতঃপর আমি

www.pathagar.com

দেখতে পেলাম যে, আল্লাহর নবী ﷺ আমার গৃহে নেই। ফলে আমার নিদ্রা দূর হয়ে গেল, আমি বিচলিতাবস্থায় চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লাম যে, কুরায়শ শত্রু দলের কোন লোক কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করেছে নাকি! প্রভাত হলে প্রিয়নবী ﷺ নিজেই ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, রাত্রিবেলা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে আমাকে ঘর থেকে বের করেন এবং বোরাকে আরোহণ করিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যান ইত্যাদি মি'রাজের পূর্ণ বিবরণ। প্রিয় পাঠক! ঘটনা যদি শুধু আত্মার বা স্বপ্ন হ'ত তবে গৃহ থেকে অন্তর্হিত হওয়ার তাৎপর্য কি?

প্রভাতে মি'রাজের ঘটনা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রিয়নবী ﷺ ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই লোকদের মধ্যে একটি বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হওয়ার একমাত্র কারণ এটাই ছিল যে, তা বাস্তব, স-শরীরে সত্য ঘটনা। মি'রাজ ভ্রমণের বাস্তবতা যদি প্রিয়নবী ﷺ-এর দাবি না হ'ত তবে এরূপ আলোড়ন সৃষ্টির আসল কারণ কি থাকতে পারে? স্বপ্নে তো সাধারণ মানুষের পক্ষেও এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়। সুতরাং সব রকম আলোড়ন ও দ্বিধাবোধের অবসান করার জন্য প্রিয়নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে এতটুকুই বলে দেয়া যথেষ্ট ছিল যে, ঘটনা বাস্তব নয়। স্বপ্নযোগে অথচ এরূপ বলা হয়নি এবং তাকে বাস্তব ঘটনারূপে প্রমাণিত করারই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আল্লাহর নবী ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাস পরিদর্শন সম্পর্কে যখন কাফিরদের সামনে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে সময় তিনি বিশেষভাবে বিব্রতবোধ করছিলেন। অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে উক্ত পরীক্ষায় স্বীয় দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলেন। প্রিয় পাঠক! ঘটনা যদি বাস্তব না হয়ে স্বপ্ন হ'ত তবে পরীক্ষার প্রশ্নই উঠত না। তদুপরি রাসূল ﷺ-এর বিব্রত হওয়ারও কারণ থাকত না। উক্ত ঘটনাকে স্বপ্ন বলে ঘোষণা দানের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই অবসান হয়ে যেত।

এখানে এটাই প্রমাণ হ'ল যে, ঘটনা স্বপ্ন নয়, কল্পনাও নয়, মনের একটা খাম-খেয়ালী নয়। বিশ্বনবী ﷺ-এর জীবনের জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব সত্য ঘটনা।

www.pathagar.com

প্রমাণ-২৩ : জাগ্রত অবস্থায় স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

وَعَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا اُسْرِىَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ قَرَّبَنِىْ رَبِّىْ تَعَالٰى حَتّٰى كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ كَقَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى قَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَبِّ قَالَ هَلْ غَبَّكَ اَنْ جَعَلْتُكَ اٰخِرَ النَّبِيِّيْنَ؟ قُلْتُ يَا رَبِّ قَالَ يَا حَبِيْبِىْ هَلْ اَمَّكَ وَغَمَّ اُمَّتِكَ اَنْ جَعَلْتُكَ اٰخِرَ الْاُمَمِ؟ قُلْتُ لَا يَا رَبِّ قَالَ اَبْلِغْ اُمَّتَكَ السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنِّىْ جَعَلْتُهُمْ اٰخِرَ الْاُمَمِ وَلَا اَفْضَحُهُمْ-

বিশ্বনবী ﷺ-এর একনিষ্ঠ খাদিম প্রখ্যাত সাহাবী আনাস رضي الله عنه বলেন যে, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন যে, আমার প্রভু আমাকে তাঁর নিকট এতদূর সান্নিধ্য দান করেছিলেন যে, তাঁর ও আমার মধ্যে দু'টি পরস্পর সংলগ্ন ধনুকের মধ্যবর্তী তুলা বা তা অপেক্ষাও কম, আরো কম দূরত্ব ছিল। আল্লাহ বলেন : হে আমার প্রিয়তম বন্ধু মুহাম্মাদ ﷺ! যদি আমি আপনাকে সর্বশেষ নবী করি তাহলে কি আপনার পক্ষে কোন প্রকার দুঃচিন্তার কারণ হবে? আমি বললাম : হে আমার প্রভু না, কখনই না। পুনশ্চ আল্লাহ বললেন : হে প্রিয় হাবীব! আপনার উম্মাতকে সর্বশেষ উম্মাতে পরিণত করলে তাতে কি আপনার এবং আপনার উম্মাতের পক্ষে দুশ্চিন্তার কোন কারণ হবে? আমি বললাম : না, প্রভু কখনই না। তখন আল্লাহ বললেন যে, তবে আপনি উম্মাতবর্গকে আমার সালাম জানিয়ে দিন এবং তাদেরকে বলুন যে, আমি তাদেরকে বিশেষ কয়েকটি কারণে সর্বশেষ উম্মাতে পরিণত করেছি, ক্বিয়ামাত কোর্টে আমি তাদেরকে লাঞ্ছিত করব না।

প্রিয় পাঠক! এ হাদীসের বিশ্লেষণ ও ভাবার্থ বহু দূর যায়। এখানে কেবল এতটুকুই প্রণিধানযোগ্য যে, মি'রাজ রজনীতে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ আমাদের বিশ্বনবী ﷺ-কে এতো নিকটে নিকটবর্তী করেছিলেন যে, কোন

www.pathagar.com

তীরচালকের ধনুকের দু কোণ থেকেও তিনি নিকটে ছিলেন। তাতে কি প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে মি'রাজ প্রমাণ হয় না? এ হাদীসগুলি কি আপনার নিকট মিথ্যা? জাল?

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا-

খবরদার! আল্লাহ এবং আল্লাহর নবীর ওপর মিথ্যা অপবাদ জড়িত করবেন না। জড়বাদী নাস্তিকদের মতো মিথ্যার ব্যসাতি করে জাহান্নামে ঘর নির্মাণ করবেন না।

প্রমাণ–২১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

বর্তমানে বিজ্ঞান দ্বারা মানুষ যখন বহুমুখী যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, তদসঙ্গে রকমারি দ্রুতগামী যানবাহনও আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে এবং বৈজ্ঞানিকদের দাবি দাওয়া যে, আমরা এমন এক দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, যাদ্বারা আমরা মাত্র দেড় মিনিট এক দু'বার নয়, একের পর এক করে পাঁচ পাঁচবার সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করে আসব এবং সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে সারা বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। বৈজ্ঞানিকদের এ সমস্ত দারি দাওয়া যদি সত্য হয় তবে আমাদেরকে একবার শান্ত মনে সরলচিত্তে চিন্তা করা দরকার যে, মানুষ যদি নিজ জ্ঞান-গরিমা ও গবেষণার বলে এ ধরনের দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, তবে কুদরতে ইলাহীর অপূর্ব শক্তি ও বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বনবীকে গগন, পবন, আকাশ-পাতাল পরিভ্রমণ করাতে কি অক্ষম? আমি আমার দৃঢ় সবল ঈমান দ্বারা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলব যে, নিশ্চয় তিনি পারেন। নিশ্চয়ই পারবেন।

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

অর্থ : তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

www.pathagar.com

প্রমাণ–২২ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ উপলক্ষে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম سُبْحَانَ 'সুবহান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ সুবহান শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করার একমাত্র কারণ এ যে, বিংশ শতাব্দীর উন্নত যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও কতগুলো অর্বাচীন লোক প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে ঊর্ধ্বগগন ভ্রমণকে অমূলক ও সন্দেহ মনে করবে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত সময় পেলেও তাদের সন্দেহের অবসান হবে না। এ জন্যই বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর সে ভ্রান্ত কুপথগামী কল্পনাবিলাসী মূর্খ পণ্ডিতদের মূর্খামীর অবসান ঘটানোর জন্য তিনি সর্বপ্রথম বলেছেন যে, সুবহান। অর্থাৎ সর্বপ্রকার অক্ষমতা, অযোগ্যতা, শক্তিহীনতা, অকৃতকার্যতা থেকে তিনি পাক-পবিত্র। তিনি সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে নিষ্কলুষ। সে পাক পবিত্র সর্ব-শক্তিমান অসীম ক্ষমতার অধিকারী বহু দয়াবান নিজ অনুগ্রহে নিজের প্রিয়তম বান্দাকে এক রজনীতে এক মুহূর্তে স-শরীরে বোরাকের মাধ্যমে স-সম্মানে ঊর্ধ্বগগণে পরিভ্রমণ করাতে পারেন না? তাই তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, সুবহান! নিশ্চয় পারেন!

প্রমাণ–২৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

কুরআন মাজীদে مِعْرَاجٌ মি'রাজ শব্দটি নেই। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভুবন বিখ্যাত কিতাব সমূহে عُرِجَ শব্দ বিদ্যমান আছে। ভাষাবিদ চক্ষুমান ব্যক্তিগণ অবগত আছেন যে, আমাকে স-শরীরে ঊর্ধ্বগগনে আরোহণ করানো হয়েছিল। এখানে এটাই প্রমাণ হয় যে, প্রিয়নবী ﷺ স-শরীরে মি'রাজ হয়েছিল। শব্দই প্রমাণ করেছে যে, ঊর্ধ্বগগণে স-শরীরে আরোহণ হয়েছিল। যদি মি'রাজ স্বপ্নে হ'ত তাহলে এখানে আল্লাহর নবী কোন মতেই উরিয়াবি শব্দটি ব্যবহার করতেন না। স্বপ্নে মি'রাজ হলে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। শব্দের পরিবর্তে উরিয়াবি শব্দই প্রমাণ করছে যে, মি'রাজ স-শরীরে হয়েছি-স্বপ্নে নয়।

www.pathagar.com

প্রমাণ-২৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ উপলক্ষে পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় সুবহান শব্দের اَلَّذِیْ اَسْرٰی 'আল্লাজী আস্‌রা' শব্দদ্বয় ব্যবহার হয়েছে। এ শব্দদ্বয়ের আসল অর্থ কি। তা ভাষাবিদ চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ ভালভাবে অবগত আছেন। তবুও আপনাদের অবগতির জন্য আমাকে তরজমা করতে হচ্ছে। আল্লাজী শব্দের অর্থ যিনি বা তিনি এবং আস্‌রা শব্দের অর্থ রাত্রে পরিভ্রমণ করানো। আমরা যেমন সকাল-সন্ধ্যা কোন ফুল বাগানে, উন্নতমানের কোন পার্কে, নদীর তীরে অথবা আনন্দভরা কোন কুঞ্জে স-শরীরে রাত্রিতে ভ্রমণ করি সে ভ্রমণকে আরবী ভাষায় বলা হয় আস্‌রা। কোন কল্পনাবিলাসী নিজের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে কল্পনাকরে যদি বলে যে, আমি জার্মান, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া ভ্রমণ করে এলাম, তবে কি সত্যই সে কল্পনাবিলাসীর কল্পনার ভ্রমণকে কোনদিনই আরবী ভাষায় আস্‌রা বলা হবে। আস্‌রা শব্দের অর্থ একমাত্র এটাই যে, স-শরীরে স-সম্মানে ভ্রমণ। বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ বিশ্বনবীকে জান্নাতী যানবাহন বোরাক এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে স-শরীর স-সম্মানে ভ্রমণ করিয়েছেন। যার ফলে আমরা এখানে শব্দদ্বয়ের তরজমা এভাবে করতে বাধ্য যে, বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহই তিনি! যিনি নিজের প্রিয়তম বন্ধু বিশ্বনবীকে এক রজনীতে কোন এক মুহূর্তে স-শরীরে স-সম্মানে ঊর্ধ্বগগণে পরিভ্রমণ করিয়েছেন। এখানে এটাই প্রমাণিত হ'ল যে, প্রিয়নবী ﷺ-কে স-শরীরে স-সম্মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভ্রমণ করানো হয়েছিল। যদি সত্যই মি'রাজ কল্পনা বা চিন্তা রাজ্যের ভাবাবেগ হ'ত তাহলে এখানে আস্‌রা শব্দের পরিবর্তে আজুন্নু اَظُنُّ অথবা اُخَيِّلُ ওকাইয়েলো ব্যবহার হ'ত, যার তরজমা এভাবে হ'ত যে, আমার খেয়ালে বা আমার চিন্তাধারাতে। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ আস্‌রা ব্যবহার করেছেন। যার মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভ্রমণ করানো। কাজেই এখন এটাই প্রমানিত হ'ল যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ স-শরীরে হয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রমাণ-২৫ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

মি'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে কুরআনের পরিভাষায় বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ عَبْدٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদি মি'রাজ স্বপ্নে হ'ত তাহলে কুরআনের পরিভাষায় কোন দিনই 'আব্দুন শব্দ ব্যবহার হ'ত না। 'আব্দ শব্দের অর্থ অনুগত দাস, চির কৃতজ্ঞ দাস। বিশ্বের মাঝে প্রিয়নবী ﷺ-এর চেয়ে আর অন্য কে এমন আছে যে, সে আনুগত্য ও চির কৃতজ্ঞতায় নিজেকে দরবারে ইলাহীতে উৎসর্গ করবে? যার ফলে প্রিয়নবী ﷺ-এর আনুগত্য ও চিরকৃতজ্ঞতার দিকে লক্ষ করেই আল্লাহ আমাদের নবী ﷺ-এর সুখ্যাতি ও সু-যশ গেয়ে অত্যন্ত সম্মানসূচক 'আব্দ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সম্মানিত পাঠক! এখানে 'আব্দ শব্দ ব্যবহার মানে একমাত্র এটাই যে, যেখানে রূহ ও শরীর বিদ্যমান আছে। কেবল রূহকে 'আব্দ বলা যাবে না, আর কেবল জীবনবিহীন মৃত দেহকে 'আব্দ বলা যাবে না। অতএব, এখানে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, যেখানে জীবন এবং শরীর আছে, সেখানেই 'আব্দ ব্যবহার করা হবে। পবিত্র কুরআনে 'আব্দ শব্দটি ব্যবহারের আসল ব্যাপার এই যে, প্রিয়নবী ﷺ-কে মি'রাজ ভ্রমণ করানো হয়েছিল। এ 'আব্দ শব্দটি এখানে প্রমাণ করে না যে, স-শরীরে মি'রাজ হয়েছিল? অতঃপর প্রিয় পাঠকগণকে এটাও অবগত হওয়া একান্ত দরকার যে, কুরআনের পরিভাষায় প্রিয়নবী ﷺ-এর মান মর্যাদার মানে 'আব্দ শব্দটি কেন ব্যবহার করা হ'ল? তার এটাও একটা অন্যতম কারণ যে, নবী ঈসা ﷺ-কে যখন আসমানে উঠিয়ে নেয়া হ'ল তখন একদল নাসারা, নবী ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে সারাদেশব্যাপী ঢোল-শোহরত করে, বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ আমাদেরকে সে প্রকারের গুনাহ কাবীরাহ্ ও মারাত্মক বদ 'আক্বীদাহ্ থেকে রক্ষা করার জন্য অকপট প্রেম ও ভালবাসার স্বরূপ 'আব্দ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমাদের নবী, তিনি যে আল্লাহর পুত্র নন বরং তিনি মহান আল্লাহর চিরকৃতজ্ঞ, চির অনুগত প্রিয়তম বান্দা, যাঁকে স-শরীরে স-সম্মানে উর্ধ্বগগনে ভ্রমণ করানো হয়েছিল। 'আব্দ শব্দটি ব্যবহারের তৃতীয় কারণ এই যে, আসমানে আরোহণ ও বোরাক মারফত স-শরীরে জাগ্রতাবস্থায় ভ্রমণের আশ্চর্য অবস্থা চিন্তা করে প্রিয়নবী ﷺ-কে কেউ হয়তো উপাস্য দেবতা বলে

www.pathagar.com

সন্দেহ করতে পারে, সে সমস্ত সন্দেহ পোষণকারীকে ভ্রান্তমূলক সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটানোর জন্য এখানে 'আব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তিনি কোন উপাস্য দেবতা নন, তিনি আল্লাহর এক খাস বান্দা মাত্র।

প্রমাণ–২৬ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

বিশ্বের ইতিহাসে সিদ্দীক্ব নামে মাত্র একজন লোক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এ সিদ্দীক্ব উপাধিতে বিভূষিত মহামানব প্রথম খালীফাহ্ আবূ বাক্র ﷺ। প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজকে তিনি স-শরীরে বাস্তব এবং তা চির সত্য বলে অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থানদানের ফলেই বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তাঁকে সিদ্দীক্ব উপাধিতে বিভূষিত করেন। দস্যু আরবগণ যখন প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজের ঘটনাকে প্রাতঃকালে শ্রবণ করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে উপহাস করত একে অপরকে প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজের ঘটনার অসারতা প্রমাণের জন্য রকমারী মন্তব্য করেছিল, সে সময় কয়েক ব্যক্তি ভক্তরাজ আবূ বাক্র ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে মি'রাজের ঘটনা অবান্তর অস্তিত্বহীন প্রমাণ করার ইচ্ছায় আবূ বাক্র ﷺ-কে বিভ্রান্ত করতে ব্যস্ত ছিল আর বলেছিল যে, ওহে আবূ বাক্র! তোমার বন্ধু নাকি আজ রাতে জেরুজালেমের মাসজিদে স-শরীরে ভ্রমণ করে এসেছে? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তোমার মতো একজন লোক তাঁর পেছনে সবসময় থাকে আর তাঁকে কি এ ধরনের কথা বলা সাজে? তাদের আলোচনার গতিধারা ও ভাবধারা বুঝতে পেরে আবূ বাক্র তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন : আমি أَشْهَدُ صَادِقٌ أَنَّهُ সাক্ষী দিচ্ছি যে, তিনি ﷺ নিজ ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা একেবারেই সত্য। আবূ বাক্র ﷺ-এর ভাবধারা দেখে দস্যু আরবগণ স্তম্ভিত হয়ে বলল :

أَوَتُصَدِّقُهُ بِأَنَّهُ أَتَى الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ-

আবূ বাক্র! তুমি তো এক আশ্চর্য লোক? সে শাম দেশে গেল আর মক্কা ফিরে এলো মাত্র এক রাতে? আর এটাও তুমি বিশ্বাস কর? আবূ বাক্র ﷺ আবার বললেন যে, নিশ্চয়ই।

www.pathagar.com

نَعَمْ أُصَدِّقُهُ بِأَبْعَدَ مِنْ ذٰلِكَ وَأُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ يُسَمَّى بِذٰلِكَ الصِّدِّيْقِ-

আমি এর চেয়ে দূরের সংবাদও বিশ্বাস করি। আর আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, তিনি আসমানও ভ্রমণ করে এসেছেন। প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজের ঘটনাকে সত্য ও বাস্তব জাগ্রতাবস্থায় মান্য করার ফলে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ্ জিবরাঈল ﷺ-এর মাধ্যমে আবূ বাক্র ﷺ-এর নামের সাথে 'সিদ্দীক্ব' উপাধি জড়িত করে দিলেন। সে দিবস হতে তাঁর নাম আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব।

প্রমাণ-২৭ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

স-শরীরে প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী ﷺ, ইমাম তিরমিযী ﷺ, ইমাম মুসলিম ﷺ, ইমাম বায়হাকী ﷺ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ, ইমাম শাফি'ঈ ﷺ সকলেই একই মত যে, প্রিয়নবী (স) দীদারে ইলাহীর ব্যাপারে স-শরীরে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইমাম মালিক ﷺ ও ইমাম আবূ হানীফা ﷺ'ও একই মত। এখন আমি আপনাদের সামনে বাগদাদ ইউনিভার্সিটির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ্ ইবনু জাওযী ﷺ-এর ছাত্র, যাদুল মা'আদের লেখক 'আল্লামাহ্ ইবনুল কায়িস ﷺ-এর অভিমত পেশ করছি। তিনি বলেন যে :

ثُمَّ أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِجَسَدِهٖ عَلَى الصَّحِيْحِ-

যে যাই মন্তব্য করুন আর যে যাই বলুক, প্রিয়নবী ﷺ-কে স-শরীরে ভ্রমণ করানো হয়েছিল এটাই সত্য।

প্রমাণ-২৮ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

ভুবনবিখ্যাত 'আলিমকুল শিরোমনি মুজাদ্দিদে জামান, ওয়ালিয়ে কামিল শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী ﷺ তাঁর বিখ্যাত "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" নামক গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

www.pathagar.com

وَاُسْرِيَ بِهٖ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَاِلٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ وَكُلُّ ذٰلِكَ بِجَسَدِهٖ ﷺ فِى الْيَقْظَةِ-

বিশ্বনবী ﷺ-কে স-শরীরে জাগ্রতাবস্থায় ভ্রমণ করানো হয়েছে। জেরুজালেম হয়ে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত, তারপরও চির মহান আল্লাহ যতদূর এবং যেখানে যেখানে প্রিয়নবী ﷺ-কে নিয়ে গিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ স-শরীরে এবং জাগ্রতাবস্থায় ছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী ﷺ-এর মতো লোক তিনিও এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ স-শরীরে জাগ্রতাবস্থায় হয়েছে।

প্রমাণ-২৯ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

কিছুসংখ্যক অর্বাচীন বলে থাকে যে, মি'রাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে কুরআনের বাহ্যিক আয়াত যা প্রমাণ করে তাতে বুঝা যায় যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর রাতের ভ্রমণ কেবল বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্তই ছিল। কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ ভালভাবে অবগত আছে যে, مِنْ اٰيٰتِنَا لِنُرِيَهٗ এ আয়াতে প্রকাশ্যে বলা হয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের পরও তিনি ﷺ আসমানে আরোহণ করেছিলেন। কারণ যে আয়াতে না শব্দটি কোন নির্দিষ্ট নিদর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বলে ভাষার ব্যবহারিক নীতি অনুযায়ী তদ্বারা শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহই অধিকতর শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববিষয়ে পূর্ণ। বিশেষভাবে এ আয়াত যখন মি'রাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে বর্ণিত আর মি'রাজের ঘটনায় প্রিয়নবী ﷺ আকাশসমূহের বহু আশ্চর্য গোপন নিদর্শন বর্ণনা করেছেন যা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আকাশের নিদর্শনগুলো দেখার জন্য প্রিয়নবী ﷺ-কে আসমানে আরোহণ করানো হয়েছিল; এটাই স্বতঃসিদ্ধ। অতঃপর পাঠকের মনে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের কথা যেরূপ স্পষ্টভাবে আয়াতে উল্লেখ রয়েছে ঊর্ধ্বগগন আসমানে আরোহণ করার ব্যাপারটি তদ্রূপ পরিষ্কারভাবে বর্ণিত না হওয়ার কারণ কি? এ প্রশ্নের জটিলতার দিকে লক্ষ্য করে বহু কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে আসল ব্যাপার এটাই যে,

www.pathagar.com

আসমানে আরোহণ করার ঘটনাটি অত্যাধিক বিস্ময়কর এবং আশ্চর্য। সাধারণ স্বল্প জ্ঞানীদের পক্ষে এটাই বিশ্বাস করা কেবল কঠিনই নয় সুকঠিন। অথচ কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিষয়াদির ওপর বিশ্বাস না করলে কাফির হতে হয়। সুতরাং আসমানী পরিভ্রমণ কাহিনীকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা না করে দুর্বল ঈমানদারদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে যে, তারা যেন ঊর্ধ্বগগন ভ্রমণ কাহিনীকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্ত না হয় এবং ঈমানের যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয় এবং তারা যেন কাফির না হয়ে যায়।

মানুষের জ্ঞান-গরীমা অত্যাধিক কম। মানুষের চোখের সামনে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর হাজার হাজার নিদর্শন বিদ্যমান আছে এবং মানুষ সেসব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখছে এবং তারা অহরহ ব্যবহারও করছে। যেমন : আগুন, পানি, বায়ু এসব আল্লাহর দান এবং অপূর্ব নিআমাত। এ সম্বন্ধে মানুষ বিন্দুমাত্র কোন জ্ঞান রাখে না এবং মানুষের পক্ষে এ সৃষ্টিতত্ত্বের গোপন তথ্য উদঘাটন করা ও জ্ঞান সঞ্চয় করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তবে এ মানুষ যা কোনদিন দেখেনি, যার সংবাদ কারো নিকট কোনদিন শুনেনি, সে সংবাদ যদি মানুষ হঠাৎ করে শুনে, মানুষ সত্যই বিভ্রান্ত হবে। তাদের আত্মার বিশ্বাস টল-টলায়মান দেখা দিবে। হতে পারে তারা বেঈমান হয়ে বসবে, এ জন্যই বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তিনি অন্তর্জামী প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আসমানী ভ্রমণ কাহিনীকে ব্যক্ত না করে বিশ্ববাসীর ওপর সত্যই তিনি ﷺ অনুগ্রহ করেছেন। নচেৎ আজ আমরা আসমানী গোপন তত্ত্বের তথ্য উদঘাটন করতে গিয়ে সাবধান তো দূরের কথা, উল্টা কাফিরে পরিণত হতাম। এটা সত্য নয় কি?

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অন্য আয়াতে বলেন যে : আমি খুব অবগত যে, যারা মু'মিন তারা আল্লাহর প্রত্যেকটি নিদর্শনকে অকাট্যভাবে বিশ্বাস করবে, আর যারা কাফির তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে কোন মতেই বিশ্বাস করবে না। এমতাবস্থায় তিনি ﷺ মি'রাজের বিবরণ কুরআনের আয়াতে প্রকাশ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিতেন তবুও তারা কোন মতেই বিশ্বাস করত না। কাজেই এখানে ঊর্ধ্বগগনের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়নি। অতঃপর আমি কেমন করেই বা বলব যে, ঊর্দ্বগগনে বর্ণনা দেয়া হয়নি? আয়াতে না শব্দের অর্থ একমাত্র এটাই যে, জান্নাত-জাহান্নাম,

www.pathagar.com

পুলসিরাত, হাওজে কাওসার, সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা, মাক্কামে মাহমুদ, বায়তুল মা'মুর, জানজাবিল ও সালসাবিলের নদী, ফুরাত ও নীলের উৎস, হাওজে কাওসার বহু কিছু এসব বস্তুকেই বলা হয় আয়াত। আর এসব বস্তুসমূহ প্রিয়নবী ﷺ মি'রাজ গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। কুরআনের পরিভাষায় যা আয়াতে না বলা হয়েছে এটাই প্রিয়নবী ﷺ-এর মুখনিয়ে হাদীসের মধ্যে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আবার এ প্রশ্ন যে, ঊর্ধ্বগগনের বিস্তারিত বর্ণনা কেন দেয়া হ'ল না, এটা কি অবান্তর প্রশ্ন নয়? কুরআন এবং আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর বাণী কি আপনি দু'রকম মনে করেন? কোন কথা কুরআনে থাকলে বিশ্বাসযোগ্য হবে আর কুরআনে না থাকলে বিশ্বাস করা যাবে না এটাই কি আপনার মনের পরিকল্পনা? পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আগে-পরে ১২ রাক'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্, খাতনা করা, ঈদের সলাত ১২ তাকবীরে আদায় করা, অযুর সময় নাকে পানি, কান মাসাহ্, দাড়ি খিলাল, হাজার হাজার মাসআলাহ্, যা কুরআনে প্রকাশ্যে আয়াতে নেই সেখানে আপনি কি করবেন? নবী ﷺ-এর কথা যদি মান্য করতে মনে প্রাণে চাই, তাহলে সত্য সত্যই অন্তরের সাথে মি'রাজের ঘটনাকে বাস্তব এবং সত্য, স-শরীরে এবং জাগ্রতাবস্থায় মান্য করে আবু বাক্‌র ﷺ-এর মতো সিদ্দীক্বে পরিণত হোন, আর না হয় এতগুলি প্রমাণের পরেও যদি প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তাহলে সন্দেহ করে আবূ জাহিল ও আবূ লাহাবের সাথী হোন, তাতে আমার তো কোন ক্ষতি নেই। আপনারা যে এতো প্রমাণের পরও প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজকে স-শরীরে মান্য করছেন না, এ জন্যই তো বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ আপনাদের মতো অর্বাচীনদের অবস্থা পরিলক্ষিত করে অবশেষে এ আয়াত নাযিল করেছেন যে, هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ নিশ্চয়ই প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজকে কেন্দ্র করে কোন অর্বাচীনকে কি বলে তা তিনি শুনিয়েছেন এবং কে কি মন্তব্য করে তা তিনি দেখছেন। আল্লাহ ও আয়াতে বলেন যে, ওরে কটূক্তিকারীর দল! ওরে অবিশ্বাসী ভ্রান্ত কুপথগামী! প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ সম্বন্ধে তোমাদের জঘন্য মনোভাব আর অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ আমি সব দেখছি এবং সবকিছুই শুনছি। মি'রাজের ঘটনার শেষে هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ বলার কারণ একমাত্র এটাই যে, বিরুদ্ধাচারণকারীদের সবকিছুই তিনি দেখছেন ও শুনছেন।

www.pathagar.com

আপনারা যে এখন পর্যন্তও প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজকে স-শরীরে বিশ্বাস করতে পারলেন না আর এ ঘটনাকে সত্য বলে মনে প্রাণে স্থান দিতে পারলেন না। এ জন্যই তো আল্লাহ্ সূরাহ্ বানী ইসরাঈলের ৬০নং আয়াতে ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছেন যে :

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً-

হে নবী! আমি আপনাকে মি'রাজের যে গোপন রহস্য স্বচক্ষে দেখিয়েছি তা ঐ অবিশ্বাসী ভ্রান্তকুপথগামীদের জন্য ফিত্নাস্বরূপ। সূরা ইসরা : আয়াত-৬০

অবিশ্বাসীগণ তারা গযবে ইলাহীর কঠোর ধাক্কায় নিপতিত হয়ে ফির'আওন, নমরূদ, শাদ্দাদ, হামান, আবূ জাহিল, আবূ লাহাবের সাথী হোক। সূরাহ্ বানী ইসরাঈলের ৬০নং আয়াতের তাফসীর দেখুন। দুনিয়ার সমস্ত মুফাস্সিরীন এক বাক্যে এ কথাই বলেছেন যে, এ আয়াত একমাত্র কাফিরদের জন্য যারা মি'রাজকে বিশ্বাস করে না। মি'রাজকে স-শরীরে জাগ্রত অবস্থায় যারা বিশ্বাস করে না। তাদের জন্য এ আয়াত ফিত্নাহ্। আর এ ফিতনায় পড়লে অর্থাৎ মি'রাজকে বাস্তব সত্য এবং স-শরীরে বিশ্বাস না করলে কাফির হয়ে যাবে। মুসলিম যেন কাফির না হয় আর কুফরী করে জাহান্নামে না যায় এজন্যই আমার এতো শ্রম। স-শরীরে প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ এটা একমাত্র আমাদের প্রিয়নবী ﷺ বৈশিষ্ট্য এবং এটা বিশ্ববিধাতা মহান আল্লাহর খাস দান ও রহমত। এর ওপর বিশ্বাস করতেই হবে নচেৎ মানুষ কাফির হবে।

যে নবীর সঙ্গে জিবরাঈল সব সময় থাকতেন, যে নবীর সঙ্গে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ অহরহ সব সময় অহীর মাধ্যমে কথা বলতেন এবং বিনা অহীতেও আল্লাহ কথা বলতেন, অন্তর্যামী প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সব সংবাদ তিনি রাখতেন–তার সঙ্গে যদি দীদারে ইলাহী নাই হবে আর জাগ্রত অবস্থায় সজ্ঞানে সাক্ষাৎ আল্লাহ নাই করবেন, তবে প্রিয়নবী ﷺ-কে সিদ্রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কি মানে হয়? বোরাকের ব্যবস্থাই বা কেন? সিনা চাক এবং জান্নাতের দুধের ব্যবস্থা কেন? এবং প্রিয়নবী ﷺ কেন একথা বললেন যে : رَاَيْتُ رَبِّيْ فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ আমি আমার আল্লাহকে অতি উত্তম সুরতে দেখেছি। প্রিয়নবী ﷺ এ ধরনের কথা

www.pathagar.com

বলবেন? এবং জনগণের সামনে প্রকাশ করে তিনি ﷺ স্বার্থসিদ্ধি লাভ করবেন? তবে কি তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন? নাউযুবিল্লাহ্-তাওবাহ্, তাওবাহ্, লক্ষ কোটিবার তাওবাহ্। নবী ﷺ কি কোনদিন মিথ্যা কথা বলতে পারেন? অসম্ভব আপনারা বলবেন যে, رُؤْيَا এটা স্বপ্নের কথা। তবে আমি বলব যে, নবীগণের স্বপ্নও যে স্বপ্ন নয়, সেগুলোও যে বাস্তব এবং চিরসত্য। যেমন নবী ইব্রাহীম ﷺ হতে জ্ঞানে মানে মর্যাদায় সর্বাধিক দিয়ে চরম পরম উচ্চৈঃ ছিলেন। আমাদের নবী ﷺ-এর স্বপ্নও কি আপনি অন্য নবীদের স্বপ্নের মতো স্বপ্ন মনে করেছেন? বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর মুজাল্লা নূরের আলোকময় জ্যোতি এমনিভাবে সবসময় প্রিয়নবী ﷺ-কে বেষ্টন করে থাকত, যা উনি বলতেন, দেখতেন, শুনতেন, সবই যে বাস্তব, সবই যে জাগ্রতাবস্থায়, সবই যে সত্য এতে কোন প্রকার সন্দেহের লেশমাত্র নেই এবং কোন মর্দে মু'মিন এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারে না।

প্রমাণ–৩০ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

লাক্ষ্ণৌ, দিল্লী, ভূপাল, এলাহাবাদ ও হায়দ্রাবাদ ইউনিভার্সিটির মূল্যবান গ্রন্থরাজির অপূর্ব সমাবেশ হতে যা মাল-মসলা সঞ্চয় করেছি, তাতে আমি আজ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, হানাফী, শাফি'ঈ, মালিকী, হাম্বলী, আহলে হাদীস এবং যাঁদের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সকলেরই ঐ একই মত যে, বিশ্ববাসী ﷺ-এর মি'রাজ স-শরীরে এবং জাগ্রতাবস্থায় হয়েছিল। যারা এ 'আক্বীদাহ্ পোষণ করেন তারাই খাঁটি মুসলিম। মি'রাজ যদি স্বপ্নে অথবা আধ্যাত্মিক ঘটনা হ'ত তবে এখানে আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। কারণ স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিক মানুষ বহু কিছু দেখে এবং বহু চিন্তা করে ও বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায়। দস্যু আরবগণ যখন প্রিয়নবী ﷺ-কে রকমারী প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তখন তিনি ﷺ এক কথায় বলতে পারতেন যে, আমি যা বর্ণনা করেছি তা স্বপ্ন, তাহলে সেখানকার ঝগড়া সেখানেই মিটমাট হয়ে যেত। কিন্তু সেখানে প্রিয়নবী ﷺ তাদের প্রশ্নে চিন্তামগ্ন হয়ে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বায়তুল মুকাদ্দাসের ছবি সামনে তুলে ধরলেন, তিনি স্বচক্ষে দেখে তাদের

www.pathagar.com

সমস্ত প্রশ্নের জবাব দান করলেন। যে আল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রিয়নবী ﷺ-এর সামনে মক্কা নগরে সম্পূর্ণ ছবি তুলে দেখতে পারেন সে আল্লাহ কি প্রিয়নবী ﷺ-কে স-শরীরে উর্ধ্বগগন পরিভ্রমণ করাতে পারেন না? নিশ্চয় পারেন।

প্রমাণ–৩১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ عُرِجَ بِهٖ مَا مَرَّ عَلَىٰ مَلَاءٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا قَالُوْا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ-

ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : বিশ্বনবী ﷺ-কে যখন মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হ'ল, আর তিনি একের পর এক আকাশ ভ্রমণ করতে লাগলেন। সে সময় আকাশের যেকোন ফেরেশতা দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সকলেই বিশ্বনবী ﷺ-কে এ উপদেশ প্রদান করতেন যে, আপনি সিঙ্গা নিশ্চয়ই লাগাবেন। তিরমিযীর এ হাদীস প্রমাণ করে যে, বিশ্বনবী ﷺ-এর স-শরীরে জাগ্রতাবস্থায় মি'রাজ হয়েছিল।

প্রমাণ–৩২ : দীদারে ইলাহী দশবার স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

মি'রাজে গিয়ে বিশ্বনবী ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন কি? এ জটিল প্রশ্ন সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সর্বকালের সর্বশ্রেণীর 'আলিমদের মধ্যেই বহু মতভেদ রয়েছে। মি'রাজের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয়নি যে, সে যুগের বড় বড় খ্যাতনাম 'আলিমগণ আপন আপন প্রমাণ পুঞ্জি দ্বারা এ জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেননি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, এ জটিল সমস্যাকে যতদূর সমাধা করার চেষ্টা করা হয়েছে এ সমস্যা ততই ও তত বেশি আরো জটিল থেকে জটিলে পরিণত হয়েছে। এজন্য একদল বিদ্বান বলতে চান যে, এ সম্পর্কে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং যারা বলেন যে, তিনি ﷺ মি'রাজে গিয়ে আল্লাহকে দেখতে পাননি এবং মানবকূলের জন্য মানুষের এ চর্ম চোখে

www.pathagar.com

আল্লাহকে দেখা সম্ভবও নয়। তাদের দলীল ও প্রমাণপঞ্জি কুরআনের আয়াত যে : لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ বিশ্বনবী ﷺ-এর চর্মচক্ষু তাঁকে কোনমতেই দেখতে পারে না এবং কোনমতেই তাঁকে দেখা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় প্রমাণ মূসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা তিনি আল্লাহকে দেখতে পাননি। মূসা আলাইহিস সালাম-এর মতো এত বড় প্রসিদ্ধ নবীর জন্য আল্লাহকে দেখাও সম্ভব হয়নি। মূসা আলাইহিস সালাম-কে 'লানতারানী' বলার পর মূসা আলাইহিস সালাম যখন জেদ করে বলেন যে, আমাকে দেখা দিতেই হবে, দেখা না দিলে বন্ধুত্বের খাতির থাকবে না। তখন আল্লাহ বললেন যে, তবে দেখ। আল্লাহ তিনি সত্তর হাজার নূরের পর্দার মধ্য হতে এক বিন্দুর বিন্দুমাত্র নূরের ছটা তুর পাহাড়ে বিদুরিত করা মাত্র মূসা আলাইহিস সালাম সহ্য করতে পারেননি, বেঁহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলকথা এই যে, এ সমস্ত প্রমাণ দ্বারা তার প্রমাণ করতে চান যে, বিশ্বনবী ﷺ মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, প্রিয়নবী ﷺ সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত ও তার উর্ধ্বে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সত্তর হাজার নূরের পর্দা বের হতে যা দেখার ছিল দেখে আর যা আলাপ করার ছিল আল্লাহর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ফিরে এসেছে। ফলকথা, তাদের নিকট আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বনবী ﷺ-এর চাক্ষুষভাবে সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয়নি।

অতঃপর যারা বলেন যে, বিশ্বনবী ﷺ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাদের প্রমাণপঞ্জিও দলীলসমূহ অত্যাদিখ, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি ﷺ আল্লাহর সঙ্গে একাধিকবার স্বয়ং সাক্ষাৎ করেছেন এবং উম্মাতের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান করেই বিদায় নিয়ে এসেছেন এবং তারা এও বলেন যে, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ কেবল একবার কেন মি'রাজে গিয়ে তিনি দশরবার আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তার জ্বলন্ত প্রমাণ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস। আল্লাহর নবী ﷺ মি'রাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে : আমি আল্লাহকে দশবার স্বচক্ষে দর্শন করেছি।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَاَيْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ عَشَرَ مَرَّاتٍ-

www.pathagar.com

ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নবী ﷺ দীদারে ইলাহীতে গিয়ে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর সঙ্গে তিনি দশবার সাক্ষাৎ করেছেন। প্রথম সাক্ষাতে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর জান্নাত-জাহান্নাম ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বার আল্লাহর অনুমতি পেয়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে সঙ্গে নিয়ে হাশরের ময়দান, পুলসিরাত, হাওজে কাওসার দর্শন লাভ করেন। তৃতীয়বার আল্লাহর অনুমতি নিয়ে মাকামে মাহমুদ, যেখানে তিনি ﷺ ক্বিয়ামাত কোর্টে আল্লাহর প্রশংসা নীতি বন্দনায় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নিজ উম্মাতগণকে জান্নাতে নেয়ার দাবি করবেন। চতুর্থবারে তিনি আকাশ-পাতালের গোপন দৃশ্যাবলী পরিদর্শন করেন। অতঃপর সলাত কম করার ব্যাপারে একের পর এক করে ছয়বার সর্বমোট তিনি ﷺ দশবার মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। উল্লিখিত হাদীসে "রায়াইতু রাব্বীর" তাফসীরে কাশশাফের লেখক 'আল্লামাহ্ যামাখশারী, বায়হাকী জুমাল, খাজিন প্রভৃতি মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন :

رَاَيْتُ رَبِّيْ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ بِعَيْنِ رَاْسِيْ عَشَرَ مَرَّاتٍ-

আমি আমার আল্লাহকে স্বচক্ষে দশবার দেখেছি। আসল সলাত পাঁচ ওয়াক্তই ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফার্‌য করে সলাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা ছিল আসল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কথা এই যে, দশবার সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে দশ প্রকার গুরুত্ব বস্তুসমূহের দিকে প্রিয়নবী ﷺ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে আসল ভেদ এটাই ছিল যে, সর্ব 'ইবাদাতের মূল একমাত্র সলাত। এজন্য বিভিন্নমুখী ইতিহাস মন্থন করলেও কুরআন এবং হাদীসের গোপন রহস্যের দ্বার উদঘাটন করলে ভালভাবে অবগত হওয়া যায় যে, সলাতের জন্য যত তাগিদ, আর যত ভাবের কথা, আর যত প্রকার আলোচনা, তার একমাত্র লক্ষ্য এ পবিত্র সলাত কায়িম করা। আল্লাহ যে প্রিয়নবী ﷺ-এর উম্মাতকে অত্যাধিক ভালবাসেন এবং তিনি চান যে, বান্দাদের সঙ্গে তাঁর অহরহ সাক্ষাৎ হোক এবং পাপে-তাপে বিদগ্ধ দুনিয়ার মাঝ সমুদ্রে সলাতের মাধ্যমে তারা সর্ববিধ সমস্যার সমাধান করুক এটাই ছিল বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর একমাত্র লক্ষ্য।

www.pathagar.com

কোন বিত্তশালী যখন কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোন মূল্যবান পণ্যদ্রব্য খরিদ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসী জ্ঞানবান বড় ছেলেকে দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বিদেশে পাঠান, তখন তাঁর পিতা ছেলেকে বিদেশ যাত্রাকালে কত ওয়াসিয়্যাত, কত নাসিহাত, কত সাবধান, কত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য কতবার তাগিদ করে থাকেন। অনুরূপ আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করে ঐ একই সলাতের কথা এক দুই তিন বরং প্রকাশ্যে যা আমরা দেখতে পাই বিরাশিবার শুধু সলাতের জন্য তাগিদ করেছেন। বিশ্বনবী ﷺ যেমন মি'রাজে গিয়ে মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তাঁর উম্মাত ও মহান আল্লাহর নিকট এতো প্রিয় যে, তারাও এ সলাতে বিভুর স্মরণে নিমগ্ন হয়ে অন্তরদৃষ্টি দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এ বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজের গুরুত্বকে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ প্রিয়নবী ﷺ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বারংবার ডাক দিয়ে বিভিন্নমুখী আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই ঐ একই সলাতের কথা।

১. তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, কেবল সলাতের জন্য ছয় ছয়বার সাক্ষাতের বিবরণ কি? প্রথম সাক্ষাতেই সলাতের গুরু দায়িত্বের কথা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেই তো পারতেন? এর জবাব আমার নিকট একটাই যে, প্রিয়নবী ﷺ তিনি মানুষ ছিলেন, একবারে সমস্ত কথা বললে স্মরণ নাও থাকতে পারে। আর একই কথা কিছু সময় বাদ দিয়ে অল্পক্ষণ পরে পরে বিভিন্ন সূরে সে কথা ব্যক্ত করলে তার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং সে কথা মনে থাকে।

২. কেবল সলাতের জন্য ছয়বার সাক্ষাতের এটাও এক কারণ ছিল যে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রিয়হাবীবকে 'আর্‌শের মাঝে রাখার কোন আইন ছিল না। এতো দীর্ঘ সময় 'আর্‌শের মাঝে অবস্থান করলে আল্লাহর নবী ﷺ নিজ উম্মাতগণকে ভুলে যেতেন এবং তিনি ﷺ দীদারে ইলাহীতে স্বপ্ন বিভোর হয়ে গেলে প্রিয়নবী ﷺ-এর উম্মাত অনেক অসুবিধায় পড়ত।

৩. ছয়বার সাক্ষাতের এটাও কারণ ছিল যে, প্রিয়নবী ﷺ দীদারে ইলাহীতে এতো আদর ও সোহাগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, কেউ দরখাস্ত

www.pathagar.com

করেও সাক্ষাৎ পায় না, আর কেউ বিনা দরখাস্তে একাধিকবার সাক্ষাৎ করতে পারে ও সৃষ্টিলীলার সমস্ত গোপন রহস্য তাঁর সামনে চাক্ষুষভাবে তাঁকে অবগত করানো যায়। হাদীসের মাধ্যমে আমরা অবগত হয়েছি যে, প্রিয়নবী ﷺ দীদারে ইলাহীতে গিয়ে কেবল 'আর্‌শ-কুরসী লাওহে কলম কেন, তিনি ﷺ স্বচক্ষে দর্শন করেছেন কুদরতে ইলাহীর অপূর্ব গোপন কারখানা, তিনি ﷺ আধ্যাত্মিক শক্তিতে অপূর্ব শক্তিমান হয়ে উন্নতির চরম সোপানে পৌঁছেছিলেন এবং তিনি ﷺ একাধিকক্রমে দশবার সাক্ষাৎ করেন।

প্রমাণ–৩৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ-

কুরআন মাজীদের এ আয়াতে আল্লাহ বলেন : আমি নবী ইব্‌রাহীমকে আকাশ পাতালের বহু গোপন মহিমা গোপন নিদর্শন দেখিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যদি নবী ইব্‌রাহীমকে আকাশ-পাতালের বহু গোপন নির্দশন দেখিয়ে থাকেন তবে আমাদের নবীর মান-মর্যাদা ও মান-সম্মান ইব্‌রাহীম হতে কত উর্ধ্বে। তিনি কিভাবে ও কত পমিরান বেশি আকাশ-পাতালের নিদর্শন দেখতে পাওয়ার যোগ্য তা একবার আত্মার কষ্টি পাথরে ভালভাবে যাঁচাই করলেই অবগত হবেন। বিশ্বের যত নবী এসেছিলেন সকলেই সৃষ্টি তত্ত্বের কিছু কিছু গোপন নিদর্শন আল্লাহর অনুগ্রহে দেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের নবী তিনি যে নবীকূল ভূষণ, তিনি যে মানবগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দরদী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনি যে চির মহান আল্লাহর সৃষ্টির স্বযং এক নিদর্শন এবং সর্বশেষ অহীবাহক। তাঁর সঙ্গে কো নবীর কোন ফেরেশতার তুলনা হয় না। তাঁকে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ গোপনে কত কি দেখালেন তার কি আর আমরা হিসাব করতে পারি? অসম্ভব। এহেন অবস্থায় এক বাক্যে প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে মি'রাজ ও জাগ্রতাবস্থায় দীদার স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় আছে কি? কতকগুলো অর্বাচীন এরূপ বর্ণনা করেন, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : মি'রাজ

www.pathagar.com

রজনীতে আমি রাসূল ﷺ-এর পবিত্র দেহকে কোন এক মুহূর্তের জন্যও গোপন পাইনি। এ হাদীস ভিত্তিহীন এবং জাল। তার প্রমাণ এটাই যে, যে রজনীতে প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ হয় সে রজনীতে আল্লাহর নবী ﷺ উম্মু হানীর ঘরে বা তার বারান্দায় শুয়েছিলেন। বিবি 'আয়িশার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকার কোন প্রমাণ নেই। বিবাহ অবশ্যই হয়েছিল কিন্তু সে রাতে সাহচার্য্য হয়নি। আল্লাহর নবী ﷺ মদীনায় পদার্পণ করার পূর্ণ এক বছর পর জননী 'আয়েশার সঙ্গে প্রিয়নবী ﷺ-এর সঙ্গে সোহবত হয়েছিল। তার প্রমাণ এই যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় জননী 'আয়েশার বয়স ১৮ বছর। তিনি প্রিয়নবী ﷺ-এর সাহচার্য্যে মাত্র দশ বছর ছিলেন আর প্রিয়নবী ﷺ-এর মাদীনার জীবনও দশ বছর মাত্র। ১৮ হতে ১০ বাদ দিলে মাত্র আট। এ আট বছর বয়সে জননী 'আয়িশার সঙ্গে প্রিয়নবী ﷺ-এর সাহচার্য্য কোন দিনই হয়নি। এমতাবস্থায় সে কেমন করে বলবে যে, আমি প্রিয়নবী ﷺ-এর পবিত্র দেহকে এক মুহূর্তের জন্যও গোপন পাইনি? দ্বিতীয় কথা এই যে, মি'রাজের হিজরাতের ঘটনা এক বছর পূর্বে মক্কা নগরে আর বিবি 'আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর সঙ্গে প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রীতিমিলন মদীনায় পদার্পণের পর। এমতাবস্থায় তিনি কেমন করে বলবেন যে, মি'রাজ রজনীতে প্রিয়নবী ﷺ-কে আমি গোপন পাইনি। অতএব এ হাদীস মিথ্যা, জাল ও য'ঈফ, যা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর মু'আবিয়ার কথাও কেউ কেউ বলে, তার উত্তর এটাই যে, মু'আবিয়া তখনও মুসলিম হয়নি। সে কেমন করে মি'রাজের সংবাদ অবগত হবে?

কিছুসংখ্যক যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী অর্বাচীন এভাবে প্রশ্ন করে থাকে যে, আসমানে তো কোথাও ফাঁক নেই এবং আসমান বিদীর্ণ ও যুক্ত হওয়া অসম্ভব। এমতাবস্থায় আল্লাহর নবী ﷺ আকাশের উপরিভাগে কিভাবে গেলেন? আল্লাহ বলেন যে : وَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ আমি আসমানের দরজা খুলে দিয়েছিলাম। আরো বহু আয়াত কুরআনে বিদ্যমান আছে, যা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আসমানের দরজা আছে। প্রিয়নবী ﷺ সে দরজা দিয়ে উপরে উঠে গিয়েছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হুকুম করেছিলেন যে দ্বার খোল, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর অনুমতি পেয়ে প্রহরীরা দরজা খুলেছিলেন।

www.pathagar.com

প্রমাণ–৩৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

কিছুসংখ্যক লক্ষ্য হারাচ্ছন্ন ছাড়ার দল বলে থাকে যে, ঊর্ধ্বগগনে প্রতিবন্ধক বহু স্তর আছে, কোথাও হাওয়া নেই, কোথাও আছে সে আবার ঠাণ্ডা, কোথাও তাপ ও অত্যাধিক গরম। প্রিয়নবী ﷺ-এর রক্ত-গোশ্‌তের শরীর সেখানে নিরাপদে যাওয়া অসম্ভব। বর্তমান রকেটযোগে যদি এ স্তরমণ্ডলীকে ভেদ করা সম্ভব হয় তাহলে কি কুদরতে ইলাহীর অপূর্ব শক্তি ও অসীম ক্ষমতা প্রিয়নবী ﷺ-কে শরীরে এ সমস্ত ঠাণ্ডা গরমের স্তরগুলো ভেদ করাতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন।

আল্লাহর নবী ﷺ মানুষ ছিলেন বলেই যে তাঁর দেহ জড় উপাদানে জড়িত তার প্রমাণ কি? তিনি ﷺ যে জড় উপাদানে জড়িত তবে তাঁর তাঁর শরীরের ছায়া ছিল না কেন? তাঁর শরীরে জান্নাতের সুবাস ও মধুময় সুগন্ধ কোথা হতে আসত। এর উত্তর দিবেন কি? দুনিয়ার লোক সকলেই অবগত যে, কয়লা হতে হীরক প্রস্তুত হয় এবং উভয়েই পদার্থ, কিন্তু তাই বলে কয়লা ও হীরক কি একই বস্তু? আল্লাহর নবী শেকেল সুরতে, চলা ফেরাতে, খাওয়া-দাওয়ায়, লেন-দেনে, প্রকাশ্যে তিনি মানুষ ছিলেন কিন্তু তিনি কি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন। নিশ্চয়ই না। আমরা যেমন ঘুমাই প্রিয়নবী ﷺ-এর অন্তরাত্মা সর্বদা জাগতো। তিনি ﷺ ঘুমালেও চক্ষু দু'টি জেগে থাকত। প্রিয়নবী ﷺ-এর শরীরের কোন ওজন ছিল না, তিনি যদি আমাদের মতো জড় পদার্থের সাথে দেহী হতেন তাহলে ঘুম না থাকার কারণ কি? এবং ওজন না থাকার কারণ কি? অতএব আমাদেরকে বেঁহুশ হলে চলবে না। হুঁশ সামাল দিয়েই কথা বলতে হবে।

প্রমাণ–৩৫ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ইসলাম গ্রহণে এক ইয়াহূদী

মি'রাজ রজনীর প্রভাতে দস্যু আরবদের কোলাহল কিছুক্ষণের জন্য থেকে গেলে আল্লাহর নবী ﷺ ইসলাম প্রচারের কথা নিয়ে চিন্তায় মগ্ন আছেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা মেয়ে লাঠি ধরে ধরে পথ বেয়ে চলেছে আর করুণ সুরে ক্রন্দন করছে। আল্লাহর নবী ﷺ বৃদ্ধার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে সান্ত্বনা দান করতঃ তার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বৃদ্ধা অশ্রুসিক্ত

www.pathagar.com

নয়নে বলতে লাগল যে, আমি পেটের দায়ে গত তিন-চার মাস যাবৎ ওমুক ইয়াহূদীর বাড়িতে তার গম ভেঙ্গে দিয়ে থাকি। গত কয়দিন ধরে আমার অসুখ। শরীরে আমার কঠিন জ্বর। স্বাস্থ্য আমার দুর্বল। এ জীবনে আর পরিশ্রম করা চলে না, তদুপরি সে ইয়াহূদী সময় সময় আমাকে মারপিট করে, অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। গত তিন-চার দিন তার কোন কাজই হয়নি, সে নিশ্চয়ই আমাকে মারবে, সে জন্যই আমি ক্রন্দন করছি। আল্লাহর নবী ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন বুড়ি মা, তুমি আর কেঁদো না, শান্ত হও, চলো আমি সে ইয়াহূদীর নিকট যাচ্ছি এবং তোমার ওপর যেন আর অত্যাচার না হয় তার ব্যবস্থা করছি এবং তোমার জন্য যত প্রকার সুপারিশ করতে হয় তা আমি তোমার জন্য করব। আল্লাহর নবী ﷺ সে বৃদ্ধার সাথে চলতে চলতে সে ইয়াহূদীর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে বৃদ্ধার সমস্ত অসুবিধার কথা তার অসুখের সমস্ত বৃত্তান্ত বলে বৃদ্ধার পক্ষ থেকে সে ইয়াহূদীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হলেন।

ইয়াহূদী হতবাক হতভম্ব, চক্ষু উলিলন করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শান্তশিষ্ট গাম্ভীর্য মুজাল্লা নূরের দীপ্ত চেহারার দিকে এক দৃষ্টিতে তন্ময়ভাবে লক্ষ করে বলল : আপনি কি গত রাতে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন? আল্লাহর নবী ﷺ 'ও তার প্রশ্নে অবাক, তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি গত রাতে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি। আল্লাহর নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ খবর কার নিকট শুনলে। ইয়াহূদী বলে উঠল যে, গত রাতে আমি তাওরাত পড়ছিলাম তাতে দেখলাম যে, দুনিয়ার শেষ নবী আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে এক অসহায় বৃদ্ধাকে সাহায্য করবে। ভাবে গদ গদ, অন্তরঢালা শ্রদ্ধা ও ভক্তিবশতঃ প্রিয়নবী ﷺ-এর দু' হাত চুম্বন দান করতঃ ত খনই সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হ'ল। তাওরাতে লিখিত ঘটনা এ ইয়াহূদীর বর্ণনায় আপনি কী বুঝলেন?

প্রমাণ–৩৬ : মি'রাজে ব্যয়িত সময় স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

আল্লাহর নবী ﷺ মি'রাজে গিয়ে কত সময় অতিবাহিত করেছিলেন তা নিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক বিরুদ্ধবাদীর দল অবান্তর কতকগুলো কটুক্তি করেছে। কুরআনের পরিভাষায় 'লায়লান' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এ লায়লান শব্দের অর্থ রাতের কিছু অংশ মাত্র। এখানে প্রশ্ন এভাবে উত্থিত

www.pathagar.com

হয় যে, এত বিরাট লম্বা ভ্রমণ রাতের মাত্র কিয়দংশে কি করে সম্পাদিত ও সম্ভাবিত হ'ল? এ প্রশ্নের বহু উত্তর দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে সঠিক উত্তর এটাই যে, আমি আর আপনি যেখানে বসবাসকরছি, সেখানে যদি এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়, তাহলে আল্লাহর 'আর্‌শের নিকটবর্তী এলাকায় কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাবে। এটা চির সত্য। যেমন একটি দেড়শ' গজ লম্বা নারিকেল বৃক্ষ কিম্বা তাল বৃক্ষ তার ঊর্ধ্বের মাথাটা ঝড় তুফানের সময় কত বেগে হেলা-দোলা করতে থাকে। কিন্তু নিম্নের দিকটা উপরিভাগের তুলনায় মোটেই হেলা-দোলা করে না, অথবা করলেও তা বোঝা যায় না। অনুরূপ যত ঊর্ধ্বগগনে যাবেন বেগও তত দ্রুতগতিতে সেখানকার সময় অতিবাহিত হচ্ছে। সেখানে আমি আর আপনি বসবাস করছি, সেখানকার গতি সর্বনিম্নে বা সবেচয়ে কম। আমাদের পদতলের জমিনেরও একটা গতি আছে কিন্তু আমরা তার গতি ধারা কিছুই অনুভব করতে পারছি না। উর্ধ্বগগনে যতদূর যাবেন সেখানকার গতিধারা কত বেগে এবং কত অধিকতর, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক কিছু বললেও সঠিক অনুমান আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

কুরআন বলছে যে :

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-

অর্থ : আর সূর্য নিজ কক্ষ পথে চলতে থাকে। এটা মহাপ্রতাপশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। সূরা ইয়াসীন : আয়াত- ৩৮

সূর্য নিজ কক্ষপথে গতিমান। সূর্যের গতিধারা সেকেণ্ডে এবং মিনিটে কত? বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করে বললেও তা মানুষের অনুমান মাত্র। তার চূড়ান্ত ফায়সালা বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ এভাবে করেছেন যে, ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمُ। বিশ্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান মহান প্রভু তিনিই একমাত্র তার গতি সম্বন্ধে অবগত। এখানে বুঝা গেল সূর্যের গতি আছে এবং সে গতি সম্বন্ধে এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। ঊর্ধ্বগগনে এতো বড় নীল আকাশে সূর্য ভ্রমণ করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সূর্য অস্তমিত হলে আমাদের এখানে কম বেশি বারো ঘন্টা অতিবাহিত হয়। আমাদের এখানে বারো ঘন্টা অতিবাহিত হলে, যেখানে সূর্য অবস্থিত সেখানে কত সময় ও কত হাজার অতিব হিত হ'ল, তার আসল সংবাদ কারো জানা নেই। এভাবে

www.pathagar.com

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম আকাশের ঊর্ধ্বে সেখানকার সময়ের প্রকৃত গতিবেগ কত? তা মানবকুলের জন্য অনুমান করা সুকঠিন ও সুঃসাধ্য। প্রিয়নবী ﷺ মি'রাজ রজনীতে এখানে এক ঘন্টা অতিবাহিত হলে 'আরশে মুয়াল্লার সংলগ্ন স্থানসমূহে কয়েক হাজার শতাব্দী অতিবাহিত না হওয়া সম্বন্ধে যদি আপনাদের হয়েছে এতে কোন সন্দেহে থাকতে পারে না। অতএব প্রিয়নবী ﷺ মি'রাজে গিয়ে লম্বা সফরে দীদারে ইলাহী ও উম্মাতের সুখ সুবিধা ও দুঃখ দুর্দশার জন্য সর্ববিধ সমস্যার সমাধান পঞ্চাশ ওয়াক্তের সলাত নিয়ে একাধিকবার আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ সবকিছুই মাত্র এক রজনীর কিয়দাংশে এখানে সংঘটিত হয়েছিল, তাতে কোন অসুবিধার কথা নয়। কারণ এখানে এক ঘন্টা হলে ওখানে কয়েক হাজার বছর পাওয়া যাচ্ছে।

ইমাম বায়হাকী রহ. এর মাধ্যমে একটি হাদীস আমরা এভাবে পেয়ে থাকি যে, মি'রাজ হতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রিয়নবী ﷺ দেখলেন যে, দরজায় শিকল এখনও নড়ছে; অযুর পানি এখনও গরম হয়ে আছে। এ হাদীস সম্বন্ধে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, এ হাদীস সহীহ নয়। অতঃপর দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, যদি সে হাদীসকে সহীহ বলে মান্য করে নেয়া হয় তাহলে আমাদেরকে এটাই বলতে হবে যে, বিশ্বের কোন প্রতাপশালী সম্রাট রাজা বাদশাহ কোথাও কোন দেশে আগমন করার প্রোগ্রাম করলে সে দেশের কুলি, মুটে মজুর, চামার, মেথর, মুচি হতে আরম্ভ করে দেশবরেণ্য মান্যগণ্য, নগণ্য-জঘন্য পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর আগমনীর আয়োজন এবং প্রোগ্রামের জন্য ব্যস্ত থাকে এবং কেবল ব্যস্তই নয়, বরং দেশব্যাপী সমস্ত কোর্ট-কাচারী, অফিস আদালত পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই আগত মেহমানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে রাস্তা-পথ পরিষ্কার, ভাঙ্গাচুরা বিল্ডিং মেরামত, খাদ্য-সামগ্রীর কত আয়োজন, দেশ-বিদেশের শিক্ষিত ভাঙ্গাচুরা বিল্ডিং মেরামত, খাদ্য-সামগ্রীর কত আয়োজন, দেশ-বিদেশের শিক্ষিত সভ্যদের সমাবেশ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা দেশকে ফুল বাগানে ও মনোরম কুঞ্জবনে পরিণত করা হয়।

এমতাবস্থায় আমার বক্তব্য এই যে, শাহানশাহে দো আলম, সারওয়ারে কায়িনাত, ফাখরে মৌজুদাত, সাইয়্যিদুল সাক্বালাইন, ইমামুল হারামাইন,

www.pathagar.com

সাহিবুল কিবলাতাঈন, সাফীয়ে কাওসার, শাফিয়ে মাহশার, তাজদারে মদীনা, দুলালে আমিনাহ্, আহমাদে মুজতবা, মুহাম্মাদে মুস্তফা ﷺ দীদারে ইলাহীতে 'আর্ মুয়াল্লার উপরে কুদরতে ইলাহী দেখার জন্য যখন প্রোগ্রাম তৈরি হ'ল, সে রজনীতে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ প্রথম আকাশ হতে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত অগণিত নব নব ফেরেশতা দ্বারা ও নব নব প্রহরী দ্বারা, সুরক্ষণের সুব্যবস্থা সাত আসমানে আটজন খ্যাতনামা পয়গাম্বর দ্বারা অভর্থনার সুব্যবস্থা, অতঃপর সিদ্‌রাতুল মুন্তাহায় ফেরেশতাগণকে দলবদ্ধভাবে একের পর এক করে সাক্ষাৎ এবং আকাশ-পাতালের সর্বশ্রেণীর মনোরম দৃশ্যাবলী পেশ করা এবং 'আব্‌দ ও মা'বূদের গুঢ় রহস্য ও সৃষ্টির রহস্যের গোপন তথ্য, সৃষ্টিলীলার শ্রেষ্ঠতম মানুষের কল্যাণ কিসে হবে, তার সুব্যবস্থা, এতো বড় দায়িত্বশীল কর্মবহুল কার্যাবলী সম্পাদনার্থে বিশ্ববিধাতা বিপুল বারী অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ আমাদের নবী ﷺ-কে যখন বোরাকের মাধ্যমে জিবরাঈলসহ উর্ধ্বগগনে ভ্রমণ করিয়েছিলেন সে পবিত্র রজনীতে আকাশ-পাতালের সমস্ত কার্যাবলী ও গতিধারা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী যখন তিনি মি'রাজ হতে ফিরে এলেন ঠিক সেসময় থেকে পুনরায় বিশ্বের প্রতটি অনু-পরমাণুর গতিধারা ও আপন আপন কার্যাবলী আরম্ভ হয়েছিল। যার ফলে প্রিয়নবী ﷺ মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করে এবং সেখানে এতো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন তা আমাদের বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সময় পরিমাপক যন্ত্রের মাধ্যমে যা আবিষ্কার করেছেন তাতে বুঝা যায় যে, তিনি ﷺ মি'রাজে গিয়ে এখানকার হিসাবে সাড়ে উনত্রিশ সেকেণ্ড সময় ব্যয় করেছেন। বর্তমানে দুনিয়ার সময়ের গতিধারায় যদি সাড়ে ২৯ সেকেণ্ডে হয় তবে 'আর্‌শে মুয়াল্লার সংলগ্ন মানে কত সময় অতিবাহিত হয়েছে তা আমাদের অনুমানের বাইরে।

প্রমাণ–৩৭ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার কুদরতে ইলাহী

মি'রাজ উপলক্ষে যে সমস্ত ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে একের পর এক, এগুলো কি কুদরতে ইলাহী নয়? মি'রাজ উপলক্ষে সিনা চাক আল্লাহর অপূর্ব কুদরত ছিল। সিনা চাক করে সেখানে বিশ্বনবী ﷺ-এর বক্ষে 'ইল্‌ম ও হিক্বমাত দ্বারা পরিপূর্ণ করা এটাও আল্লাহর অপূর্ব কুদরত ছিল।

www.pathagar.com

হুলকুম থেকে নাভি পর্যন্ত চিরে নাড়ীভুঁড়ি জান্নাতের সোনার প্লেটে বের করে জমজম কূপের পানি দ্বারা বিধৌত করা, আবার তিনি দিব্বি সুস্থ সবল মানুষ এটা কি কুদরতে ইলাহীর অপূর্ব শক্তির নিদর্শন নয়? বোরাক যার নাম, যদিও প্রিয়নবী ﷺ সেই বোরাককে ঘোড়া হতে ছোট, গাধা হতে বড়, ডানা এবং চার পা বিশিষ্ট একটা জীব বলেছেন, সেকেণ্ডে যার গতিবেগ লক্ষকোটি মাইল তাকি কুদরতে ইলাহী নয়, মুহূর্তের মধ্যে মক্কা সুদূর জেরুজালেম, সেখানে নবীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সলাতের ইমামতি, দুধ ও শরাবের পিয়ালার মধ্যে দুধের পিয়ালা পান, এ সমস্ত কি কুদরতে ইলাহী নয়? মূসা আলাইহিস সালাম-এর হাতে বাঁশের কিংবা কোন এক কাঠের দু' আড়াই হাত লম্বা লাঠির কি কোন মূল্য ছিল? আড়াই হাত লম্বা মূল্যহীন একটি লাঠির মাধ্যমে নীল নদরে পানিকে দ্বিখণ্ডে পরিণত করে পর্বতের মতো দু'ধারে পানিকে দাঁড় করে রাখা তাকি লাঠির কেরামতি ছিল? লাঠির কি শক্তি ছিল যে, সে লাঠি বিরাট অজগর সাপের আকার ও রাক্ষসের মতো রূপ ধারণ করে সমস্ত যাদুকরের যাদুকে ভক্ষণ করে ফেলবে, তাকি কুদরতে ইলাহী নয়?

নমরূদের ভয়াবহ আকাশ ছোঁয়া অগ্নিকণ্ড যার লেলিহান শিখা ও উল্কাপিণ্ডগুলো ঊর্ধ্বগগন আকাশ পর্যন্ত ভেদ করে চলে যাওয়ার কথা, দীর্ঘ একশ' বিশ দিন পর্যন্ত যার দাহিকা শক্তির প্রখর তাপের নিকট কারো যাওয়ার ক্ষমতা হয়নি। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের বীভৎস কাণ্ড দেখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, সে প্রজ্জ্বলিত আকাশ ছোয়া বীভৎস অগ্নিকুণ্ড হতে নবী ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-কে সুস্থ মন-মেজাজ ও শান্ত চিন্তাধারা ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল সহকারে ফিরিয়ে আনা কি কুদরতে ইলাহী নয়? অতঃপর সে আল্লাহর দুশমন আবরাহা যে প্রতাপ, দাপট, অপূর্ব শক্তি সামর্থ ও অগণিত পদাতিক সৈন্য, দোতলা বিল্ডিংয়ের সমান সমান বিরাট দেহধারী ঐরাবত, যুদ্ধের বহু অস্ত্রশস্ত্র, দুর্দমনীয়, দুর্মদহস্ত, আত্মম্ভরিতা ও অহমিকার বিরাট আস্ফালন করে আল্লাহর কা'বাকে ভাঙ্গতে এসেছিল সে এবং তার চেলাচামুণ্ডা সৈন্যসামন্ত মাত্র, আবাবিল নামক কয়েকটি ক্ষুদ্র পাখি যার চঞ্চুপুটে তিল পরিমাণ কয়েকটি পাথর টুকরামাত্র, মাত্র কয়েক মিনিটে কয়েকটি পাখির দ্বারা মর্মান্তিকভাবে চিরতে তাদের বিলুপ্ত ও ভস্মীভূত হওয়া কি কুদরতে ইলাহী নয়?

www.pathagar.com

অকপট প্রেমে, বিভূস্মরণে একনিষ্ঠ সাধনে সত্যানুসন্ধানে সমগ্র বিশ্ব মাত্র সাতজন মানুষ (আসহারে কাহাফ) তদসঙ্গে একটি কুকুর। রক্তমাংসের তৈরি সে সাতজন মানুষ ও কুকুরটিকে একটি পাহাড়ের গর্তে দীর্ঘ তিনশ' নয় বছর পর্যন্ত সুস্থ সবল দুরস্থ মন মেজাজ পূর্ণ জ্ঞান গরীমাহ ঘুমের ঘোরে জীবিত রাখা কি কুদরতে ইলাহী নয়?

নবী ইউনুস ﷺ আপনার মতো আমার মতো রক্ত-মাংসে গড়া সদ্য একজন মানুষকে দীর্ঘ চল্লিশদিন পর্যন্ত সমুদ্রের অতলতলে একটি বোয়াল মাছের পেটে সমাহিত করিয়ে, সৃষ্টিলীলার অগণিত নির্দশন সেখানে দেখিয়ে ঈমান ও অটল বিশ্বাসীর অপূর্ব দূর্গ সাজিয়ে কি কৌশলে পুনঃর্জীবিত করতঃ বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দেয়া কি কুদরতে ইলাহী নয়?

চৈত্র ও বৈশাখ মাসের লেলিহান শিকার মার্তাণ্ড, বৃষ্টি বাদলবিহীন অগ্নিবত আকাশের নীচে ভাপ তাপ যুক্ত তুখোর এবং চরম রোদ্রের তাপে, প্রতাপিত অনুতাপিত আত্মা নিয়ে কয়েকজন মোল্লা-মুন্সী, মৌলভী, মাওলানা, টুপি, দাড়ি পাগড়িওয়ালারা মাঠে-ময়দানে ইস্‌তিস্‌কার সলাত আদায় করলে এবং উল্টা হাত দু'টি দরবারে ইলাহীতে লম্বা করলে আকস্মিকভাবে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে আষাড় শ্রাবণের মতো বৃষ্টি বাদল নেমে আসে, শুষ্ক খনখনে জমিনকে মুমূর্ষু প্রায় শস্যাদিতে নতুন জীবন লাভ করিয়ে সারা দুনিয়া জল-স্থলে কর্দমে পরিণত করা কি কুদরতে ইলাহী নয়?

হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ আশ্চর্য কাণ্ড যা সারা বিশ্বে ঘটে গেছে এবং অহরহ দৈনন্দিত যা ঘটছে, আমাদের চোখের সামনে দিন রজনীর উলট-পালট, বৃষ্টি বাদল, হাওয়া-বাতাস, আগুন-পানি, ঠাণ্ডা-গরম আমাদের হায়াত-মৃত্যু এসবের পেছনে কি কুদরতে ইলাহী বিরাজ করে না? আপনার অন্তরাত্মা, আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, সুস্থ মন-মেজাজ, তেজ তীক্ষ্ণ বিবেক শক্তি যদি বিশ্বাস করে যে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই এসবের পেছনে কুদরতে ইলাহীর অপূর্ব শক্তি বিরাজ করছে, বিশ্ববিধাতা বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সর্বদায় বিদ্যমান আছে, তবে আপনাকে এক বাক্যে মানতেই হবে যে, প্রিয়নবী ﷺ কে স-শরীরে জাগ্রতাবস্থায় মি'রাজ করানো হয়েছিল। এটাও একটা কুদরতে ইলাহীর অপূর্ব নিদর্শন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

যিনি স্বয়ং বলেছেন জান্নাতের চাবি আমার নিকটে, সর্বপ্রথম আমার উম্মাতকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করার, হাওজে কাওসারের একমাত্র

www.pathagar.com

মালিক আমি, ক্বিয়ামাত কোর্টে সারা বিশ্বাবাসীর কল্যাণকামী একমাত্র আমি, কেবল মানুষের নয় জিন্ জাতিরও নবী আমি, আমার শারী'আত চিরস্থায়ী ও চিরন্তন, আমি মানব মুকুট, নবীকুল ভূষণ, নবী সম্রাট, নবীগণের মধ্যে কেউ সফীউল্লাহ, কেউ খালীলুল্লাহ, কেউ কালীমুল্লাহ, কেউ রুহুল্লাহ, কেউ জিল্লুল্লাহ আর আমি 'আবদুল্লাহ, এটা যে বড় গর্বের কথা, 'আব্দ ও মা'বূদের প্রকৃত সম্পর্কে এবং তার প্রকৃত হাক্ব একমাত্র আমি আদায় করেছি। বেগবতি দ্রুত গতিবেগে চলন্ত বাতাসের চেয়েও আমি বেশি দানশীল, আমার দু'আ সর্বদায় মাকবুল, সমস্ত জমিন আমার জন্য মাসজিদ, সারা বিশ্ববাসী আমার উম্মাতে দা'ওয়াত, মানবগোষ্ঠীর প্রকৃত দরদী মুক্তিকামী একমাত্র আমি, প্রত্যেকটি বাক্যালাপ শরী'আত, হাঁসি, মজাক, ঠাট্টা, বিদ্রূপও আমার শারী'আত। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আমার আদর্শ, আমি নতুন ইতিহাসের উদ্ভাবক, সন তারিখ আমা হতে আরম্ভ। আমার আলোচনা সারা বিশ্বে হবে; আমার আনিত কিতাব আল-কুরআন সবচেয়ে বেশী তিলাওয়াত করা হবে। আমার কথাগুলো সারা বিশ্বাবসী চিরস্মরণীয় করে রাখবে, 'আর্‌শ-কুরসী, লাওহ-কলম আমার গুণ-গরীমায় মত্ত থাকবে, আমার নাম রহমাতুল্লিল 'আলামীন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, শফীউল মুজনবীন, সুলতানুদ্দারাইন,সাহেবুল কিবলাতাঈন, ইমামুল হারামাইন। ভুবন বিখ্যাত আমার বৈশিষ্ট্য বিশ্ব জোড়া আমার বিশেষত্ব সে মহামানবের সম্মান বর্ধনের জন্যই এ স-শরীরে মি'রাজ।

প্রমাণ–৩৮ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ভাষাভাষী যত লোক বিশ্বনবী ﷺ-এর জীবন কাহিনী লিখেছেন তাদের সমস্ত জীবন কাহিনী পাঠ করলে বিশ্বনবী ﷺ-এর ৩৪বার মি'রাজ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর নবী ﷺ-কে গভীর রজনীতে জিবরাঈল আমীন কেবল আকাশ-পাতালের গোপন রাজ্যই নয়, বরং ইহকাল-পরকালের বুহ গোপন রহস্য খোলা মাঠে ময়দানে, নয়নে-স্বপনে, দেশ-বিদেশ ভ্রমণকালে সলাত ও রণপ্রাঙ্গণে, বহুবার বহু দৃশ্যাবলী ও বহু তথ্য উদঘাটন করে দেখিয়েছেন। যার ফলে আজ একথা বলতে আমাদের অসুবিধা নেই যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ ৩৪ বার

www.pathagar.com

হয়েছিল। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর উস্তাদ 'আলী বিন মাদিনী, ইসহাক ইবনু রাহওয়ে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তাঁর পূর্বে ও পরে সমস্ত মুহাদ্দিসীন ও মুফাস্‌সিরীনগণের রচনাবলী সারা বিশ্বে যা ছড়িয়ে আছে তা একথা প্রমাণ করে যে, মি'রাজ শতাধিক বার হয়েছিল। মিসরের মুফতী মুহাম্মাদ 'আবদুহু আল-উরয়াতুল ওসকা গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, (খন্দকের যুদ্ধে গর্তের তলদেশে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড দেখা দিলে এবং সমস্ত মুসলিম তাকে খনন করে উঠাতে অকৃতকার্য হলে আল্লাহর নবী ﷺ কুড়াল দ্বারা আঘাত করলে তাতে যে আগুনের মতো ঝলক দেখা দিয়েছিল, তাতে আল্লাহর নবী ﷺ সম্পূর্ণ রোম ও শ্যাম দেশ দেখতে পেয়েছিলেন এবং মুসলিমেদর সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, মুসলিমদের জন্য অচিরেই রোম ও শ্যাম দেশ বিজয় হবে।) অল্প দিনের মধ্যে হলেও তাই মুসলিমরা রোম ও শ্যাম দেশ জয় করে দিলেন। আলিফ, লাম, মিম। "গুলিবাতির্‌রুম, ফী আদনাল আরদি মিম বাদি গালাবিহিম সায়্যাগলিবূন।" খন্দকের যুদ্ধের ঘটনাও এক প্রকার মি'রাজ ছিল। অনুরূপ মি'রাজ রজনীর প্রভাতে দস্যুদল জেরুজালেম মাসজিদ সম্বন্ধে বহুমুখী প্রশ্ন উত্থাপন করলে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাস মাসজিদের সম্পূর্ণ দৃশ্যাবলী প্রিয়নবী ﷺ-এর সামনে তুলে ধরলেন। তিনি স্বচক্ষে তা দেখে তাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন এটাও এক প্রকার মি'রাজ ছিল। অনুরূপ আল্লাহর নবী ﷺ রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারা বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে আর কোথায় কি হবে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সমস্ত কথা ও কাজ অবগত হতেন। তিনি হাজার হাজার ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন এবং তা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে এবং হবে সে সমস্ত সংবাদ ও তাঁর দর্শন ও অনুধাবন এক প্রকার মি'রাজ ছিল? এভাবে দু' একটা ঘটনা নয়, হাজার হাজার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাতে একথা বেশ ভালভাবে প্রমাণিত হয় যে, শতাধিক বার মি'রাজ হয়েছিল।

বুখারী, তিরমিযী, বায়হাকী ও মুসনাদে আহামদের হাদীসগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে বেশ ভালভাবে অবগত হওয়া যায় যে, মি'রাজ প্রিয়নবী ﷺ-এর জীবনে ত্রিশবার হওয়া প্রমাণিত হয়। দেশ বরেণ্য খ্যাতনামা 'আলিমদের বেশীরভাগ মি'রাজ চারবার সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছেন। আবার কেউ কেউ তিনবার মি'রাজ হওয়ার কথা বলে, একবার

www.pathagar.com

স-শরীরে, একবার স্বপ্নে, আর একবার 'আসরের সলাতে সাব্যস্ত করেছেন। মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে তিনবার মি'রাজ হওয়াতে কারো দ্বিমত নেই। তবে চারবার হওয়াতে কারো কারো দ্বিমত দেখা যায়। যারা একাধিকবার মি'রাজ প্রমাণ করেন তারা এভাবে বিশ্লেষণ করেন যে, প্রিয়নবী ﷺ-কে স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার পূর্বে আকাশ-পাতালের দৃশ্যাবলি স্বপ্নযোগে ও দীব্যলোকে ত্রিশবার দেখানো হয়েছিল, আর এ স্বপ্নযোগে দেখানোর একমাত্র কারণ এটাই ছিল যে, প্রিয়নবী ﷺ স-শরীরে মি'রাজে গিয়ে যেন কোন প্রকার অসুবিধায় না পড়েন এবং নতুন জগৎ ভ্রমণকালে যেন কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। যেমন প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেবহু প্রকার কথা এবং কার্যাবলী স্বপ্নযোগে দেখানো হ'ত। এছাড়া কাফিরদের জটিল প্রশ্নাবলীর সময়ও তিনি দীব্রলোকে রহমতে বারির মাধ্যমে অগণিত দৃশ্যাবলী দেখতে পেয়েছেন। যার প্রমাণ হাদীসগুলোতে বিদ্যমান। উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল যে, প্রিয়নবী ﷺ হঠাৎ অহী নাযিল হওয়াতে যেন কোন অসুবিধায় না পড়েন। অনুরূপ প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার পূর্বে বহু ঘটনা, বহু দৃশ্য, বহু তথ্য স্বপ্নযোগে জানানো হয়েছিল। প্রিয় পাঠকগণকে এটাও স্মরণ রাখা একান্ত দরকার যে, নবীগণের স্বপ্ন, স্বপ্ন নয়। সমস্ত নবীগণের স্বপ্ন চাক্ষুষ বাস্তব চিরসত্য, চির অবধারিত। বিশেষভাবে আমাদের নবী, তাঁর স্বপ্নে এবং চাক্ষুষ উভয় সমান।

প্রিয়নবী ﷺ এ মি'রাজের ঘটনা মক্কা নগরে হিজরাতের এক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। হিজরাতের পর প্রিয়নবী ﷺ মাদীনায় দশ বছর জীবিত ছিলেন। মাদীনার সুদীর্ঘ এ দশ বছর এবং মক্কার এক বছর-মি'রাজ হওয়ার পর দীর্ঘ ১১ বছর পর্যন্ত জীবিতকালে আল্লাহর নবী ﷺ-এর কোন কথাবার্তায়, ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা, অথবা কোন আলাপ-আলোচনা দ্বারা অথবা ১ লাখ ২৪ হাজার সাহাবী দ্বারা কারো কোন কথায় বিন্দুমাত্র এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, বিশ্বনবী ﷺ-এর মি'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছিল। স্বপ্নযোগে মি'রাজ হলে নিশ্চয়ই তার জ্বলন্ত প্রমাণ থাকত। এটা কি প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ স-শরীরে প্রমাণ করে না? তবে একথা সত্য যে, মি'রাজ স্বপ্নযোগে বহুবার হয়েছে স-শরীরে একবার। 'আল্লামাহ্ জাওহারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন : মি'রাজ জাগ্রতাবস্থায় হয়েছিল ৪১ বার।

www.pathagar.com

প্রমাণ–৩৯ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

আল্লাহর নবী ﷺ জান্নাতের মধ্যে সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের যত সামগ্রী ও কুদরতে ইলাহীর তৈরি অপূর্ব নি'আমাত দেখে আসার পর আল্লাহ বললেন : হে বন্ধু! মক্কা হতে মদীনা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে রাজপথ নির্মাণ করে দেই, তুমি এখানে থাক। আল্লাহর নবী কোন মতেই রাজি হননি। কারণ জান্নাতের তুলনায় এখানকার সোনা দিয়ে বাঁধানো রাজপথ কিছুই না। এখানকার আরাম-আয়েশ আখিরাতের তুলনায় পায়খানার চেয়েও নিকৃষ্ট। এ ঘটনা হতে প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে স্বচক্ষে দর্শন কি প্রমাণ হয় না?

প্রমাণ–৪০ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

জান্নাত ভ্রমণকালে প্রিয়নবী ﷺ দেখলেন যে বাগানের আড়ে আড়ে আম্রকাননের কুঞ্জবনে দেখা যায় একটা মানুষ। সেও আবার প্রিয়নবী ﷺ-এর আগে আগে যায়। প্রিয়নবী ﷺ বিস্মিত হয়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন ওটা কে? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, ওটা বিলাল। মি'রাজ থেকে ফিরে এসে প্রিয়নবী ﷺ বিলালকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিলাল! তুমি এমন কি 'আমাল কর যে তোমাকে আমার আগে আগে জান্নাত ভ্রমণ করতে দেখলাম। বিলাল বললেন যে, আমি যখনই অযু করি তখনই দু রাক'আত নাফল সলাত আদায় করি। এ ঘটনা কি প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে মি'রাজ বুঝায় না?

প্রমাণ–৪১ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

কুরআন মাজীদের যে সমস্ত আয়াত দ্বারা মি'রাজের ঘটনা জাজ্বল্যমানভাবে প্রমাণিত হয় তার মধ্যে সর্বপ্রথম প্রমাণ এ আয়াত যে,

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ
الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ-

www.pathagar.com

অর্থ : পরম পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মাসজিদুল হারাম, হতে আল-মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করিয়েছিলাম বারাকাতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। সূরা ইসরা : আয়াত- ১

যারা মি'রাজকে এখনও সন্দেহ পোষণকারী, কুদরতে ইলাহীর অপূর্ব শক্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত অর্বাচীন মূর্খ এখনো টলটালায়মান, বিশ্বাস হারা তাদেরকে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ ডাক দিয়ে বলছেন যে, সর্বপ্রকার অক্ষমতা, অযোগ্যতা, শক্তিহীনতা হতে পাক পবিত্র সে মহামহিমাময় মহান আল্লাহ, যিনি একই রাত্রির কিয়দাংশে নিজের এক বান্দা যার সঙ্গে 'আবদ ও মা'বূদের গভীর যোগাযোগ। তাঁকে মক্কার মাসজিদ হতে বহুদূর বায়তুল মা'মূর পর্যন্ত এজন্য ভ্রমণ করিয়েছেন যে, বিশেষভাবে সৃষ্টিলীলার কিছু গোপন রহস্য তাঁর সামনে উদঘাটন করবেন। সামিউল বাসীর আয়াতের শেষাংশের বলার একমাত্র কারণ এটাই যে, অর্বাচীন মূর্খরা ভ্রান্ত কাফিররা কুদরতে ইলাহী সম্বন্ধে কে কি বলছে ও বলবে। আর যারা প্রকৃত মু'মিন আল্লাহ ভক্ত বিশ্বাসী তাঁরাই বা কি বলছে ও ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মি'রাজকে কেন্দ্র করে কে কি বলবে তা তিনি সমস্তই শুনেছেন ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সব কিছুই দেখছেন।

উল্লিখিত আয়াতে আক্সা শব্দ ব্যবহার হয়েছ, এ আক্সা শব্দের অর্থ বহুদূর সর্বশেষ প্রান্ত। আল্লাহর 'ইল্‌ম বহুদূর সর্বশেষ প্রান্ত বলতে গেলে সিরিয়াই অবস্থিত, নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর নির্মিত মাত্র তিন মাসের দূরত্ব পথের ওপর বায়তুল মুকাদ্দাস বুঝাবে না, সপ্তমাকাশে সাত হাজার বছরের দূরত্বে ফেরেশতাগণের সলাতের মিলন কেন্দ্র সর্বশেষ প্রান্তে বায়তুল মা'মূর বুঝাবে। 'আলিমদের একদল এখানে বায়তুল মুকাদ্দাস সিরিয়ার মাসজিদ নির্ধারণ করেছেন, আর একদল 'আলিম বলেন যে : সর্বশেষ প্রান্তে আল্লাহর 'ইল্‌মে বহুদূর বলতে গেলে বায়তুল মা'মূর ছাড়া অন্য কোন মাসজিদ কোন মতেই হতে পারে না। মাসজিদ আল্লাহর ঘর সবই পবিত্র। সিরিয়ার মাসজিদ, মাদীনার মাসজিদগুলো অপেক্ষা পঞ্চাশ হাজার ওয়াক্তের চেয়েও বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু কেউ মক্কার মাসজিদে এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করলে এক লক্ষ সলাত আদায় করার সাওয়াব পাবে। সপ্তমাকাশে

www.pathagar.com

অবিস্থত বায়তুল মা'মুরে কেউ সলাত আদায় করলে কত পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে তা আমাদের জানা নেই এবং আল্লাহর নবী ﷺ ও তা বর্ণনা করেননি। ফেরেশতাগণ সেখানে সলাত আদায় করেন, সে মাসজিদ কত মর্যাদা সম্পন্ন, কত পবিত্র তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। দৈনিক সেখানে ৭০ হাজার ফেরেশতা সলাত আদায় করেন।

তবে 'আল্লামা 'আবদুর রহমান উন্দুলুসী জারুল্লাহ জামাখশারী, শাকির আরসালান মিসরী, আবূ 'আলী নিসাপূরী, জামালুদ্দীন, আফগানী, সিদ্দীকুল হাসান কান্নোজী, আলমানারের লেখক রাশীদ রেজা মিসরী, 'আল্লামাহ্ তান্তানভী জাওহালী 'আল্লামা তাহের সাউদী, মুল্লা 'আলী ক্বারী এছাড়া আরো বিখ্যাত ভুবনবিখ্যাত 'আলিম-উলামা মুফতি মুহাদ্দিস সকলেই বলেছেন যে, মাসজিদে আকসা যার সঠিক অনুবাদ বহুদূর বা সর্বশেষ প্রান্তে উর্ধ্বগগনে একামত্র সে বায়তুল মা'মূরই বিশ্বনিয়ন্তার লক্ষ্য। এর প্রমাণ এই যে, আলোচ্য আয়াতে 'বারক্না হাওলাহুর' পর 'লি নুরিয়াহু মিন আয়াতিনা' ব্যবহার করা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য ও বিশেষতঃ একমাত্র বায়তুল মা'মূর। কারণ প্রিয়নবী ﷺ বায়তুল মা'মূরের নিকট গিয়েই জান্নাত, জাহান্নাম, সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা, আকাশ-পাতালের সমস্ত গোপন দৃশ্যাবলী ছাড়াও কুদরতে ইলাহীর বহু কিছুর নিদর্শন সেখানেই দর্শন করেছিলেন। এ আয়াত দ্বারা জ্বলন্ত প্রমাণ স-শরীরে মি'রাজ হওয়া। যারা স-শরীরে মি'রাজ বিশ্বাস করে না তারা কুরআনের এ আয়াতকে অবিশ্বাস করল। আর যারা কুরআনের এ আয়াত অবিশ্বাস করল তারা প্রকাশ্যে কাফিরে পরিণত হবে।

প্রমাণ–৪২ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার মি'রাজের প্রমাণের দ্বিতীয় আয়াত

দস্যু আরবগণ বিশ্বনবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচারে কঠিনভাবে যখন বাধ্যবন্ধকতা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল এবং বহু প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল এবং বহু প্রকার মু'জিযা নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা অবগত হওয়ার পরও যখন তারা দ্বীনে ইসলামের দিকে কোন মতেই অগ্রসর হ'ল না বরং তাদের পামরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা দৈনন্দিন সীমা অতিক্রম করেই

www.pathagar.com

চলল। ঠিক সে সন্ধিক্ষণে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ প্রিয়নবী ﷺ-কে সাহস ও অভয় প্রদান করে বললেন যে, আমি কি তোমাকে পূর্বেই বলে দেইনি যে, সমস্ত মানবগোষ্ঠী আমার আয়ত্তাধীনে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের কিছুই করার নেই। সুতরাং আপনি অবিশ্বাসীদের আস্ফালন ও ভয় প্রদর্শনে প্রচারকার্যে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে অর্ণূদ্যমে প্রচারকার্যে পরিচালনা করেন। আমি শুধু তাদের পরীক্ষা এবং তোমার বিশ্বাস পরীক্ষাকে সুদৃঢ় পরিপক্ক অন্তরাত্মায় বদ্ধমূল করার জন্যই আমি মি'রাজে আমার অলৌকিক সৃষ্টি রহস্য জান্নাত-জাহান্নাম নভোমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত তরু এবং আমার অনন্তশক্তি মহিমার অলৌকিক নির্দশনসমূহ তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শন করেছি। হে প্রিয় হাবীব! তুমি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমার ভয় প্রদর্শন বিশ্বব্যাপী শান্তি স্থাপনে অটল দূর্গ হয়ে থাক। যারা ভ্রান্ত তাদের অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহিতা হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়ে বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং তারা চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিপদগ্রস্ত শীঘ্রই তাদেরকে এর জন্য সমুচিত প্রতিফল ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। উল্লিখিত আয়াত সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা এখানে দেয়া সম্ভব হ'ল না, এর বিস্তারিত বর্ণনা বড় বড় তাফসীরে পাঠ করুণ। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, মি'রাজ সম্বন্ধে যে সমস্ত আয়াত কুরআনে বিদ্যমান আছে তার মধ্যে এটাও একটি জ্বলন্ত আয়াত। কুরআনের এ আয়াতকে অস্বীকার করলে সে মুসলিম? না কাফির থাকবে? তা আপনার ফায়সালার ওপর নির্ভর করছে।

প্রমাণ–৪৩ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার মি'রাজের প্রমাণে ১৮টি আয়াত

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى- مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى-

অর্থ : শপথ তারকারাজির, যখন সেটা হয় অস্তমিত, তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট নয়, বিভ্রান্তও নয়, এবং তিনি প্রবৃত্তি হতেও কথা বলেন না।

সূরা নাজম : আয়াত- ১-৩

www.pathagar.com

মি'রাজের ঘটনাকে যারা অস্বীকার করে বহু রকমের অবান্তর প্রশ্ন ও মানবতাহীন ভাবধারা উত্থিত করে জনগণের নিকট মুখরোচক ও নিজেকে প্রীতিভাজন করার চেষ্টা করে, ঐ সমস্ত অর্বাচীনকে অপ্রীতিকর ভাবধারার কঠোর প্রতিবাদ করার জন্য বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ নক্ষত্র পুঞ্জের শপথ করে অথবা তাঁর অনন্ত মহিমার অসংখ্য নিদর্শন দর্শিয়ে নিত্য সমুদিত ও অস্তমিত তারকাপুকে সাক্ষী রেখে বলছেন যে, হে ভ্রান্ত জগদ্বাসী! হে নিখিল বিশ্বের অর্বাচীন মূর্খদর! তোমাদের পরম হিতৈষী, প্রকৃত দরদী বন্ধু মুহাম্মদ ﷺ কখনই বিভ্রান্ত লক্ষ্য হারা নয় এবং সে কোন দিনই সরল সঠিক পথ হতে লক্ষ্যচ্যুত বিপথগামী নয়। সে কোন দিনই বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর প্রকৃত সত্য প্রত্যাদেশ ছাড়া স্ব ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। অতএব, তোমরা তাঁর সম্বন্ধে নানারূপ অবাঞ্ছিত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে কদাচ অমঙ্গল ডেকে এনো না। এ কয়েকটি আয়াতে বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্ববিধাতা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ অতি অনুপম ও অলৌকিক ভাষায় বিশ্বনবী ﷺ-এর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পরম ও চরম উন্নতির বিষয়াবলী অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করতঃ সমগ্র বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়ে বলছেন যে, যিনি আল্লাহ প্রদত্তে অহী ছাড়া কদাচ নিজের পক্ষ হতে কোন কথা বলেন না, সে কেমন করে মি'রাজ সম্পর্কে মনগড়া কথা বলবে? পরম করুণাময় شَدِيْدُ الْقُوٰى ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى عَلَيْهِ পরাক্রান্ত মহাশক্তিশালী বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দেন তাঁরই ওপরে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। হে ভ্রান্ত অর্বাচীন তোমরা কি وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى অবগত নও, সে নবী মুহাম্মাদ ﷺ দীদারে ইলাহী গিয়ে সমস্ত গগন-পবন উলঙ্ঘন করে চরমত্বের সমুন্নত গগন প্রান্তে পৌছেছিলেন? যেখানে কেউ পৌছতে পারে না। অতঃপর তিনি দীদারে ইলাহীর জন্য নিকট হতে নিকটতর- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى হয়েছিলেন, এমনকি নবী মুহাম্মাদ ﷺ বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর এত নিকটে পৌছেছিলেন যে, উভয়ের মধ্যে মাত্র এক ধনুকের চেয়েও কম ব্যবধান স-সম্মানে নবুওয়্যাতের চরমত্বের মসনদে উপবেশন করিয়ে ইহকাল-পরকালের সর্ববিধ গোপন সমস্যার–

www.pathagar.com

مَا اَوْحٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ সমাধানকল্পে নিজের ভক্ত অনুরক্ত বান্দা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-কে যত কথা বলার ছিল তা সমস্তই বললেন। এ আয়াতগুলো কি প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে মি'রাজ প্রমাণ করে না? আপনার ঈমান আপনার বিশ্বাস কুরআনের এ আয়াতগুলো সম্বন্ধে কি বলে? অতঃপর আল্লাহ বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়ে বললেন যে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ অন্তরাত্মা বা অন্তর্দৃষ্টি مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى দ্বারা যা অবলোকন করেছেন তা চির সত্য। হে ভ্রান্ত কপটাচারীগণ! দীদারে ইলাহীর ব্যাপারে নবী মুস্তফা ﷺ عَلٰى مَا يَرٰى اَفَتُمٰرُوْنَهٗ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যা দর্শন করে তাতে তোমরা এখনও সন্দেহ পোষণ করছ?

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى- عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى- عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى-

হে ভ্রান্ত কুপথগামী! যেখানে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা, যেখানে জান্নাতুল মা'ওয়াহ্; সেখানে সে বিশ্বনিয়ন্তাকে বারংবার অথবা একাধিকবার দর্শন করেছেন এবং বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহকে স্বচক্ষে দর্শন করতে গিয়ে তাঁর দর্শন শক্তি, সুস্থ, সবল "মা যাগাল বাসারু ওয়ামা ত্বাগা" সতেজ বিমল ছিল। দীদার ইলাহীতে গিয়ে বিশ্বনবী ﷺ-এর কোন প্রকার অসুবিধা হয়নি। অতঃপর বিশ্ববাসীকে আল্লাহ তা'আলা ডাক দিয়ে বললেন যে, দীদারে ইলাহীতে গিয়ে "লাক্বদ রায়া মিন আয়াতি রাব্বিহিল কুব্‌রা" বিশ্বনবী ﷺ বিশ্বনিয়ন্তার নিকট আকাশ-পাতালের বহু গোপন নির্দশন স্বচক্ষে দর্শন করলেন। সূরাহ্ আন্ নাজ্‌মের প্রথম হতে একাধিক্রমে ১৮টি আয়াত একমাত্র মি'রাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতগুলোর মর্ম ভালভাবে শান্ত মনে সঠিক ধ্যান-ধারণা ও নির্মল আত্মা নিয়ে অবলোকন করলে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন যে, মি'রাজ সত্য এবং তা স-শরীরে জাগ্রতাবস্থায় বাস্তব।

প্রিয় পাঠক! উল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা ও ভাব মি'রাজ উপলক্ষে করা হয়েছে তা পাঠ করে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। মি'রাজকে কেন্দ্র করেই যে এ সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণপুঞ্জির জন্য একথা লিখতে বাধ্য হলাম যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর আপন চাচা রঈসুল মুফাস্‌সিরীন যাঁর উপাধি। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ইবনে 'উমার

www.pathagar.com

ছাড়াও হাজার হাজার প্রিয়নবী ﷺ-এর সাহাবী, তাবি'ঈন, তাবি-তাবি'ঈন, মুহাদ্দিসীন ও খ্যাতনামা মুফাস্‌সিরীনও এ পর্যন্ত সর্বযুগের ভুবনবিখ্যাত বিশিষ্ট বিদ্বান ও সূফী সম্প্রদায় সকলেই একমত হয়ে বলেছেন যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহ বিশ্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে গৌরবান্বিত ও অভিনন্দিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের অনুপম ও অলৌকিক ভাষায় তাই বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যও সাক্ষাৎ লাভের সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি সামান্য মাত্র বিদ্যমান ছিল এবং সে শুভ মুহূর্তে করুণাময় কৃপানিদান মহান আল্লাহ আপন প্রিয় বন্ধু নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পূর্ণতা, 'আব্‌দ মা'বূদের গূঢ় তথ্য, দুনিয়া ও আখিরাতের গোপন রহস্যের সর্ববিধ সমাধান, তদ্বীয় অলৌকিক মহিমা ও অনন্ত জ্ঞান সম্বন্ধে যা কিছু বলার ও জানার ছিল তা সমস্তই স্পষ্ট ভাষায় মি'রাজ রজনীতে পরিজ্ঞাপন করিয়েছেন এবং এ মি'রাজ অবশ্যই বিশ্বনবী ﷺ-এর অভূতপূর্ব গৌরবপ্রাপ্তি বলে অবিহিত করেছেন।

এ কয়েকটি আয়াতে শবে-মিরাজকে ঘটনাবলিকে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'নাজলাতান উখরার' অর্থবিশিষ্ট বিদ্বানগণ বারংবার অথবা একাধিকবারের অর্থ করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ মি'রাজে গিয়ে বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে দশবার সাক্ষাৎ করেছেন সে মর্মে এ আয়াত জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা শব্দের অর্থ সমুচ্ছ বা সমুন্নত তরু হলেও এর প্রকৃত মর্মার্থ মানব জাহানের শেষসীমা মানবীয় ধারণার পরিসমাপ্তি। এ স্থানে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ আপন প্রিয় বন্ধু বিশ্বনবী ﷺ-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দান করে তাঁর সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথোপকথন করেছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার মানব-জ্ঞান ও মানবীয় ধারণার অতীত বলেই একে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার সর্বশেষ সীমার নিকটবর্তী ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে আল্লাহ একথাও বলেছেন যে, বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ লাভে বিশ্বনবী ﷺ চক্ষুদ্বয় বিভ্রান্ত অথবা হৃদয়ের অতিক্রান্ত হয়নি। অর্থাৎ তিনি ﷺ প্রত্যক্ষদৃষ্টিতেই সমস্ত বিষয় অবলোকন করেছেন।

www.pathagar.com

প্রমাণ–৪৪ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার মি'রাজ কি তবে স্বপ্নে?

কতকগুলো লোক প্রিয়নবী ﷺ-এ মি'রাজকে স্বপ্ন বলে ধারণা করে থাকে। প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ কখনই স্বপ্ন ছিল না, আর আজ বর্তমান তথ্য উদঘাটনের যুগেও কেউ মি'রাজকে স্বপ্ন বলে প্রমাণ করতে পারেনি। প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ কখনই স্বপ্ন ছিল না, আর আজ বর্তমান তথ্য উদঘাটনের যুগেও কেউ মি'রাজকে স্বপ্ন বলে প্রমাণ করতে পারেনি। স্বপ্ন মোট তিন প্রকার : ১. শয়তানের পক্ষ থেকে, ২. আল্লাহর পক্ষ থেকে, ৩. আত্মার কাম খেয়াল ও দৈনন্দিন কম জীবনের কিছু বিলাপ ও আছায়া। সাধারণ মানুষ বেশির ভাগ শয়তানের পক্ষ থেকে ও দৈনন্দিন কর্ম জীবনের বিলাপ স্বপ্ন যোগে দেখতে থাকে। কিন্তু নবীগণ কোন দিন স্বপ্ন দেখলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেখতে পান, শয়তান ও আত্মার বিলাপ কোন দিনই সেখানে স্থান পায় না। বিশ্ববাসীকে বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে, স্বপ্ন যতই সত্য হোক, সেটা একটা নিম্নস্তরের বস্তু। তা দ্বারা বহু গোপন তথ্য উদঘাটন সম্ভব হলেও একটা অনুমান, আবছায়া ও আভাস মাত্র। স্বপ্ন কোনদিনই সত্য দর্শন নয়। স্বপ্নের ওপর কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কোন দিনই আস্থা রাখতে পারেনি ও পারে না। তবে নবীগণের স্বপ্ন সত্য এটা চির সত্য। তাই বলে প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন হলে তিনি ﷺ নিজেই বলে দিতেন যে, এটা স্বপ্ন সেখানেই সমস্ত ঝগড়ার মিটমাট হয়ে যেত। এটা সত্য দর্শন, বাস্তব দর্শন, সঠিক ধ্যান-ধারণা জাগ্রতাবস্থায় স-শরীরে ঘটেছে বলেই তা এত ঝগড়া। প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজ স্বপ্নে হয়েছিল এ ধরনের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত ইশারা কুরআন-হাদিসে কোথাও নেই। এজন্য আমরা বলতে বাধ্য, যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর মি'রাজকে স্বপ্ন বলে মনে মনে ধারণা করে তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট দস্যু কাফিরদের চেয়ে কোন বিষয়ে কম নয়। স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার তাই জ্বলন্ত প্রমাণ।

www.pathagar.com

প্রমাণ–৪৫ : স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার ও সময়ের প্রশ্ন

কিছুসংখ্যক লক্ষ্যভ্রষ্ট ডিগ্রীধারী মূর্খ পণ্ডিতের দল, সমরে প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রিয়নবী ﷺ-এর স-শরীরে জাগ্রত সত্য মি'রাজকে অসার অলীক বলে নিজে গুমরাহ অপরকেও গুমরাহ পথভ্রষ্ট করে মূর্খামীর মাঝ সমুদ্রে সমস্ত জীবনে সাঁতার কাটছে। বিবরণে তারা এভাবে ভাব প্রকাশ করতে থাকে যে, প্রিয়নবী ﷺ যখন বোরাকে চড়ে মক্কা হতে প্রস্থান করেন, সে সময় তাঁর অযুর পানি যেভাবে গড়ে যাচ্ছিল, আকাশ-পাতাল, দুনিয়া-জাহান ভ্রমণ করে আসার পরেও অযুর পানি সেরূপভাবেই গড়ে যেতে দেখলেন। নিমিষে উঠে যাওয়া মানুষের বিছানা যেমন গরম থাকে, সেরূপ বিছানা গরম পেলেন। দরজার শিকল তখনও নড়তে দেখলেন। নিমিষের মধ্যে চোখের পলক মারতে-মারতে এত বড় বিরাট ঘটনা কী করে ঘটল? এটাই তাদের নিকট জটিল প্রশ্ন এবং সন্দেহবাদীদের সন্দেহের আসল কারণ। বর্তমান যে বিজ্ঞানের বলে সন্দেহবাদীর দল সন্দেহ করছে সে বিজ্ঞানই সারা বিশ্ববাসীকে প্রকাশ্যে বলে দিয়েছে যে, সময় সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তোমরা যে স্তরে অবস্থান করছ, সে স্তরের সময়কে অনুমান করে উর্দ্ধগগনের সময়কে জরিপ করলে চলবে না।

এখানকার পরিবেশ এখান থেকে পাকিস্তান লাহোর এক হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ঘন্টায় একশ' মাইল বেগে কোন দ্রুতগামী যানবাহন দ্বারা এই এক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হলে পূর্ণ দশ ঘন্টা সময়ের দরকার হচ্ছে। কিন্তু আপনি সে একশ' মাইল দ্রুতগামী যানবাহন নিয়ে এক হাজার মাইল উর্ধ্বগগন যেয়ে এক হাজার মাইল লাহোর পর্যন্ত পৌঁছতে দশ ঘন্টার পরিবর্তে দশ মিনিটে পৌঁছতে পারছেন, তা বর্তমান বাস্তব সত্য বলে প্রমাণ করে দিয়েছে। এটা কেবল এক হাজার মাইল উর্ধ্বগগনের কথা বলা হ'ল। অতঃপর যত উর্ধ্বগগনে উত্তোলন করবেন, সেখানকার গতিও সেখানকার অবস্থা কতদূর দ্রুতগতিতে গতিমান তা আপনার এবং আমার জানা নেই। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে ঘটনাগুলোকে আমাদের ঘড়ির ঘন্টার মাপকাঠিতে নির্ণয় করে থাকি, প্রকৃতি ও কুদরতে ইলাহী সে হিসাবের কোন ধার ধারে না। আল্লাহর

www.pathagar.com

ঘড়ির, আমাদের ঘড়ির কোন দিনই মিল ছিল না, আজও নেই। আর এ দুনিয়ার ঘড়ির কাঁটা কম্পোজ নিয়ে মি'রাজের সময় নির্ণয় করা আমাদের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

প্রমাণ–৪৬ : কুদরতে ইলাহী স-শরীরে মি'রাজ হওয়ার

বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর অপূর্ব কুদরত যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, আসহাবে কাহাফের সাত ব্যক্তি একটি পর্বতের গুহার মধ্যে ৩০৯ বছর পর্যন্ত ঘুমন্ত অবস্থায় অতিবাহিত করার পর যখন তাঁরা ঘুমের ঘোর হতে জাগল তখন তাঁরা বলল যে, আমরা একদিন অথবা একদিনের চেয়েও কম সময় ঘুমিয়েছি। ঘুমন্ত ব্যক্তিদের নিকট একদিন কিংবা একদিন হতে কম সময় অতিবাহিত হয়েছে। আর কুদরতে ইলাহীর হিসবে সে গর্তে ঘুমন্তাবস্থায় তিনশ' নয় বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। কুরআনের এ জ্বলন্ত ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, সময় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মোটেই নেই। মানব গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা আর তাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা কুদরতে ইলাহীর অপূর্ব নিদর্শন মি'রাজকে নিরীক্ষণ করা আর সময় কাল পাত্র বলে অবান্তর প্রশ্ন করা মানবগোষ্ঠীর কোন মতেই শোভা পায় না।

রাসূলুল্লাহর মি'রাজ স্বপ্ন-সংক্রান্ত মতামত

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাতে নবীজির দেহ উধাও হয়নি। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র তাঁর আত্মাটাকে ঐ রাতে চড়ানো হয়েছিল। তেমনি রাসূলুল্লাহর বিশিষ্ট সাহাবী মুসাবিয়াহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজটা ছিল সত্য স্বপ্ন।

সীরাতে ইবনে ইসহাক, আর রওফুল উনুফ, ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা

উক্ত বর্ণনা দু'টি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহর মি'রাজ হয়েছিল স্বপ্নে। তা সশরীরে নয়। কিন্তু নিম্নলিখিত কতিপয় কারণে ঐ দু'টি বর্ণনা দলিলযোগ্য নয়।

১. আয়েশার বর্ণনায় একজন রাবী মাজহুল তথা অজ্ঞাত পরিচয় আছেন। মুআবিয়ার বর্ণনাটি মুনকাতি তথা সূত্রছিন্ন। হাদীসের নীতিশাস্ত্রবিদদের মতে, অজ্ঞাত পরিচয়ের বর্ণনা এবং সূত্রবিচ্ছিন্ন

www.pathagar.com

বর্ণনা দুর্বল বর্ণনা। যা দলিলযোগ্য হয় না। (লাহোরের সাপ্তাহিক পত্রিকা-আল ইতিসাম, ২-৯ শাবান, ১৪০৪ হিজরী সংখ্যা, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা) আল্লামা কার্য ইয়াস বলেন, ঐ হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। ইবনে দিহয়্যাহা ঐ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। আশশিফা ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা

২. রাসূলুল্লাহ মি'রাজের সময় আয়েশা তাঁর রাদিয়াল্লাহু আনহা স্ত্রী ছিলেন না। সম্ভবত তখন তিনি পয়দাও হননি। অতএব এ ব্যাপারটা তিনি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি। যা প্রমাণ করে যে, তিনি হয়তো অন্য কারো থেকে শুনে তা বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর সংবাদটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না। সেই সঙ্গে তাঁর ঐ উক্তিটি উম্মে হানীর বর্ণনারও বিপরীত। যাঁর ঘর থেকে মি'রাজের সূত্রপাত হয়েছিল। আল ইসরা আলমিরাজ, ৫৬ পৃষ্ঠা

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজ স্বপ্নে হয়েছিল, সঠিক নয়।

আশশিফা বিতারীফে হুকুকিল মুস্বত্বফা ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজ সংগঠিত হবার সময় মুআবিয়াহ মুসলমান হননি। তাই তিনি মি'রাজের বর্ণনার সাক্ষী হতে পারেন না। আর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বর্ণনা দেননি যে, তাঁর রাদিয়াল্লাহু আনহু মি'রাজটা স্বপ্নে ছিল। তাফসীরে কুরত্বী, ১০ম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা

৪. আল্লামা নাসাফী বলেন, মুআবিয়াহ ও আয়েশার মতে, মি'রাজ স্বপ্নে ছিল তা নয়; বরং মুআবিয়ার মতে "রুইয়া" শব্দের অর্থ স্বপ্ন নয়, বরং ওর অর্থ হচ্ছে "রু-ইয়া বিল আইন" বা চোখে দেখা। তাঁর আত্মা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি; বরং তাঁর মি'রাজটা তাঁর দেহ ও আত্মা উভয় সহকারেই হয়েছিল। (শারহে আকা-য়িদ নাসাফী, ১০৫ পৃষ্ঠা

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজ সশরীরে হয়েছিল– এই অভিমত প্রায় সর্বসম্মত। তাই আল্লামা সিদ্দীক হাসান খাঁন রহ. বলেন, সালাফ ও খালাফ তথা পূর্ববর্তী বিদ্বানদের অধিকাংশের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ সশরীরে ও আত্মা সহকারে জাগ্রত অবস্থায় মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে এবং তারপর তা সাত আসমান পর্যন্ত হয়েছিল। এর প্রমাণে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে। তাই কুরআনী আয়াত এবং সহীহ হাদীসগুলোর বাহ্যিকভাবে বিরোধ কোনরকম ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন নেই।

ফাতহুল বায়ান, ২য় খণ্ড ৭৫৭ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

মি'রাজ কয়বার হয়েছিল?

কিছু বিদ্বানের মতে রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর ইসরা তথা রাত ভ্রমণ এক রাতে হয়েছিল। যেমন আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সাবরাহ প্রমুখ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পালনকর্তার কাছে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখার প্রার্থনা করতেন। অতঃপর হিজরতের আঠার মাস আগে সতেরই (১৭ই) রমযানে জিবরাঈল ও মিকাঈলের মাধ্যমে তাঁর প্রার্থনা পূরণের জন্য তাঁকে ﷺ মাকা-মে ইবরাহিম ও যমযমের মাঝখান থেকে সিঁড়িতে চড়িয়ে একটার পর একটা আকাশে চড়ানো হয়। তাতে তিনি কতিপয় নবীর সাক্ষাত পান ও সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছে যান এবং তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়। ত্বাবাক-তু সা'দ ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা

উক্ত বর্ণনায় কেবল আকাশ ভ্রমণের কথা আছে। ওতে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের রাত ভ্রমণের কথা নেই। তাই উক্ত বর্ণনাটির ভিত্তিতে কিছু বিদ্বান বলেন, ইসরা একরাতে এবং মি'রাজ অন্যরাতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের ঐ ধারণা ঠিক নয়। কারণ বহু সহীহ হাদীসে ইসরা ও মি'রাজ একই রাতে সংঘটিত হবার কথা আছে। উক্ত বর্ণনাটিতে বর্ণনাকারী মি'রাজের বর্ণনাটা সংক্ষেপে দিয়েছেন। কারণ, মি'রাজের ঘটনাটা অতি আশ্চর্যজনক বলে বর্ণনাকারী কেবল ঐ বর্ণনাটা দিয়েছেন। ওর তুলনায় ইসরার বর্ণনা কম আশ্চর্যজনক বলে তিনি ওর বর্ণনা মোটেই দেননি। এর মানে এই নয় যে, দু'টি ঘটনা দু'রাতে ঘটেছিল।

কিছু বিদ্বানের মতে, ইসরা ও মি'রাজের প্রত্যেকটাই দু'বার করে সংঘটিত হয়েছিল স্বপ্নে। আর একবার তা জাগ্রত অবস্থায়। এ মতটা নাসর কুশাইরী ও ইবনুল আবী এবং আল্লামা সুহাইলীর অভিমত।

আল ইসরা আলমি'রাজ ৫৭ ও ৯৪ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা

ইমাম আবু শা-মাহ বলেন, মি'রাজ কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল (প্রথমোক্ত-৫৭ পৃষ্ঠা)। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, মি'রাজের বর্ণনাগুলোতে নবীদের এবং প্রত্যেক আকাশের দারোয়ানের প্রশ্নোত্তর-গুলো বারংবার ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মি'রাজ ও ইসরা কেবলমাত্র একটি রাতেই ঘটেছিল।

ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠার বরাতে আল ইসরা, ৫৮ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষবিদারণ কয়বার?

মি'রাজে যাবার আগে ঐ রাতে রাসূলুল্লাহর বুক চিরে অপারেশন করা হয়েছিল। অন্য বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, ঐ অপারেশন আরো দু'বার সর্বমোট তিনবার হয়েছিল। যেমন মুসলিম শরীফে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা আছে, রাসূলুল্লাহর শিশু বেলায় তাঁর বুকটা চিরে একটি রক্তপিণ্ড বের করে ফেলা হয়। ফিরিশতা জিবরাঈল তাঁকে ﷺ বলেন, এটা আপনার মধ্যে শয়তানের একটি অংশ। এটা শিশুবেলায় হওয়াতে তিনি ﷺ শয়তান থেকে রক্ষিত অবস্থায় লালিত পালিত হন। ফাতহুল বারী ৭শ খণ্ড, ২০৪-২০৫ পৃষ্ঠা

তারপর তিনি ﷺ যখন নবী হন তখনও তাঁর বুকটা চিরে এমন কিছু বস্তু তাতে ভরে দেয়া হয় যাতে তার হৃদয়টা অহি গ্রহণ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হয় (আবু নূআইমের দালায়িলুন নুবুওয়াহ)। তারপর মি'রাজ বা আকাশ ভ্রমণের আগে তাঁর বুকটা চিরে আবার তাতে এমন পদার্থ ভরে দেয়া হয় যাতে তা আল্লাহর সাথে নির্জনে কথাবার্তা বলার যোগ্য হয়ে যায়। আল ইসরা অল মি'রাজ ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড ২০৫ পৃষ্ঠা

বাইতুল মুকাদ্দাস-ভ্রমণের রহস্য

মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহর বিভিন্ন জায়গাতে ভ্রমণ ও দর্শনের ব্যাপারে পণ্ডিতগণ কিছু রহস্যের কথা বলেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের আগে বাইতুল মুক্কাদ্দাসে গেলেন কেন? ওর রহস্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁর আকাশ আরোহণটা যে সোজাসুজি হয়। কারণ, কা'ব পাদ্রী থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই আকাশটা যেটাকে ফিরিশতাদের চড়ার জায়গা বলা হয় তা বাইতুল মুকাদ্দাসেরই সামনাসামনি অবস্থিত। আর তা যমীনের অধিকতর কাছাকাছি আকাশের দিকে আঠার মাইল (আল ইসরা আল মি'রাজ ৬৫ পৃষ্ঠা) হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ মতটি চিন্তাযোগ্য। কারণ কা'বা শরীফ আকাশের নিকটবর্তী বাইতুল মামুরের সোজাসুজি অবস্থিত। ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা

কারো মতে, ঐ রাতে যাতে দু'টি কিবলার মিলন ঘটে তার জন্য মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় তাঁর ﷺ ভ্রমণ। কেউ বলেন,

www.pathagar.com

অধিকাংশ নবীর হিজরতের জায়গা হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস। তাই ওখানে পৌঁছানোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও তাঁদের সাথে একাত্ম হওয়ার সুযোগ ঘটে। অন্যেরা বলেন, ঐ এলাকা হচ্ছে হাশরের জায়গা ঐ রাতে পরকালের বহু নিদর্শন দেখার সুযোগ তিনি ﷺ পান। যার মধ্যে মি'রাজটা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ফাতহুল বারী, ৭শ খণ্ড, ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা

কারো মতে, দুশমনের সামনে হক প্রকাশের সুযোগ পাওয়া। কারণ, তাঁকে যদি মক্কা থেকে আকাশে চড়ানো হতো তাহলে তিনি ﷺ দুশমনদের সামনে উল্লেখযোগ্য কিছু বলার সুযোগ পেতেন না। তাই তিনি ﷺ যখন একথা বলেন যে, তাঁকে আজ রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে ভ্রমণ করানো হয়েছে তখন লোকেরা তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাস সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য জিজ্ঞেস করে, যা তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সঠিক উত্তর দেন। ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস সংক্রান্ত খবরটা লোকেরা সঠিক পেয়ে তার পরবর্তী আকাশ ভ্রমণের খবরগুলো মানতে বাধ্য হয়।

আল ইসরা আল মি'রাজ ৬৫ পৃষ্ঠা

বিশিষ্ট নাবীদের সাথে সাক্ষাতের রহস্য

মি'রাজের রাতে কতিপয় বিশিষ্ট নবীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হয়েছিল সে বর্ণনা আগে দেয়া হয়েছে। ঐ সাক্ষাতের রহস্য সম্পর্কে রহস্যসন্ধানী কোন কোন আলিম কিছু তথ্য পেশ করেছেন। তা হলো এই–

১. মি'রাজের রাতে ১ম আকাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আদম আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাত হয়। অন্যদের মতে, আদম আলাইহিস সালাম-কে যেহেতু জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেহেতু তাঁর সাথে প্রথমেই রাসূলুল্লাহর সাক্ষাত হওয়াতে একথার সতর্কবাণী রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও তাঁর মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মদীনার দিকে হিজরত করতে হবে। তাঁদের দুজনের মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে, দুজনকেই প্রিয়ভূমি ত্যাগ করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তারপর দুজনেরই পরিণতি সেই প্রিয়ভূমিতেই প্রত্যাবর্তন হয়েছে। যেখান থেকে তাঁদের দুজনকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

২. ২য় আকাশে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে রাসূলুল্লাহর সাক্ষাত হয়। তা এই জন্য যে, তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ের নবী (ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)। অন্য বিদ্বানের মতে, ঈসারও হিজরতটা হয়েছিল দুশমনির কারণে এবং তাঁকেও মেরে ফেলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। আল ইসরা, ৭২ পৃষ্ঠা

৩. ৩য় আকাশে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা যেমন তাঁকে হত্যার চেষ্টা করছিল। তেমন্নি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কুরাইশ ভাইয়েরা হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এমতাবস্থায় শেষ পরিণতি ইউসুফ আলাইহিস সালাম-রই হাতে থাকে। তেমনি ঐরূপ পরিণতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও হয়েছিল। যেমন তিনি মক্কা বিজয়ের দিনে কুরাইশদেরকে সেই কথাটিই বলেছিলেন যে কথাটি ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদের বলেছিলেন ঃ লা-তাস্‌রীবা আলাইকুমূল ইয়াওম্‌.... আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোন রকমই অভিযোগ নেই। (ঐ-৭২ পৃষ্ঠা) অন্যমতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর আকৃতিতে। ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা

৪. ৪র্থ আকাশে ইদরিস আলাইহিস সালাম-এর সাথে রাসূলুল্লাহর সাক্ষাত হয়। ইদরিস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন– অরাফা'না-হু মাকা-নান আলিয়্যা– আমি তাঁকে উচ্চমর্যাদা দান করছি। তেমনি মি'রাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উচ্চমর্যাদায় ভূষিত করেছেন। (ঐ-২১১ পৃষ্ঠা)।

৫. ৫ম আকাশে হারুনের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হয়েছিল। তার রহস্য হিসাবে ভাবা হয় যে, হারুনকে তাঁর জাতি কষ্ট দেয়ার পরে যেমন তাঁকে তারা ভাল বেসেছিল। তেমিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কওমও তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করার পর তাঁর প্রতি অঢেল প্রেম ঢেলে দিয়েছিল। ঐ ২১১ পৃষ্ঠা

৬. ৬ষ্ঠ আকাশে মুসা নবী সাথে তাঁর ﷺ সাক্ষাত হয়েছিল। তার রহস্য এই যে, মুসা আলাইহিস সালাম-কে তাঁর কওম খুবই কষ্ট দিয়েছিল।

www.pathagar.com

সিদরাতুল মুন্তাহার পরিচয়

সিদরাতুল মুন্তাহা নামকরণের ব্যাপারে ৯ রকম উক্তি পাওয়া যায়। তা হলো এই– ১। যমীন থেকে যা কিছু উপরে ওঠে তা ওখানে শেষ হয়ে যায়। তেমনি আল্লাহ্‌র আরশের উপর থেকে যা কিছু নীচে নামে তা ওখানে রুখে দেয়া হয়। একথা ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। সেজন্য ঐ জায়গাটির নাম সিদরাতুল মুন্তাহা তথা শেষ কুলগাছ। ২। এই পর্যন্ত নবীদের জ্ঞান শেষ হয়ে যায় এবং ওর পেছনের জ্ঞান তাঁদের আড়ালে থেকে যায়। এটা ইবনে আব্বাসের উক্তি। ৩। সবরকম আমল ঐ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় এবং ওখান থেকে তা রুখে দেয়া হয়। এটা যাহ্‌হাকের উক্তি। ৪। ফিরিশতা ও নবীদের আগমন ঐ পর্যন্ত শেষ এবং ওখানে তাদের বিরতি। এটা কা'ব এর উক্তি। ৫। ঐ পর্যন্ত শহীদদের রূহ পৌঁছায়। সেজন্য ওর নাম সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা। এটা রবী ইবনে আনাসের কথা। ৬। ঐ পর্যন্ত ঈমানদারের রূহগুলো পৌঁছায়। একথা কাতাদাহ্‌ বলেন। ৭। ঐ পর্যন্ত সে পৌঁছাতে পারে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রীতিনীতি ও পদ্ধতি মোতাবেক চলে। একথা বলেন আলী রাঃ। ওটা একটি গাছ আরশ বহনকারী ফিরিশতাদের মাথার উপরে। ঐ পর্যন্ত সৃষ্টিজগতের বিদ্যা শেষ হয়ে যায়। এটা কাব এর কথা। ৯। ওর নাম সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা এজন্য যে, ওখানে যাঁকে তোলা হয়েছে তাঁকে সম্মানের চরম পর্যায়ে পৌঁছানো হয়েছে। তাফসীরে কুরতুবী, ১৭ খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা

আবু হুরায়রার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন মি'রাজের রাতে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহায় পৌঁছানো হয় তখন তাঁকে বলা হয়– এ পর্যন্ত সবারই দৌড় শেষ হয়। তবে আপনার উম্মতের তাঁরা ছাড়া যাঁরা আপনার পদ্ধতি মোতাবেক চলে। অতঃপর ওটা ছিল একটি গাছ। যার শিকড় থেকে কতিপয় স্রোতধারা বের হচ্ছে। কিছু স্রোত স্বচ্ছ পানির। কিছু স্রোত দুধের যার স্বাদ পাল্টায়নি। কিছু স্রোত মদের, যা পানকারীদের জন্য মজার বস্তু। কিছু স্রোত খাঁটি মধুর। সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার ঐ গাছটি এমন একটি গাছ যার ছায়াতে দ্রুতগামী আরোহী একশ বছর দৌড়েও তা অতিক্রম করতে পারে না। ওর এক একটি পাতা এই উম্মতের সবাইকে ঢেকে নিতে পারে। (ঐ ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

কুলগাছের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দাহিয়্যাহ বলেন, কুলগাছটিকে পছন্দের কারণ এই যে, ওতে ৩টি গুণ আছে। ১. প্রশস্ত ছায়া, ২. মিষ্টি স্বাদ, ৩. এবং মনোরম সুগন্ধি। তাই ওটা হচ্ছে সেই ঈমানের পর্যায়ের মত, যাতে কথা ও কাজ এবং মননের সংমিশ্রণ হয়। ছায়াটি কাজের মতো। স্বাদটি মননের পর্যায়ে এবং গন্ধটি কথার পর্যায়ে। আল্ ইসরা আল মি'রাজ, ১২৫ পৃষ্ঠা

রফরূফ -এর পরিচয়

আল্লামা কুরতুবী বলেন, মি'রাজের হাদীসে আমাদের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিদ্‌রাতুল মুন্তাহায় পৌঁছান তখন তাঁর কাছে (একটি উড়ন্ত বাহন) রফ্‌রফ্ আসে। অতঃপর তা তাঁকে জিবরাঈলের কাছ থেকে নিয়ে নেয় এবং তাঁকে তা উড়িয়ে নিয়ে যায় আল্লাহর আরশের ঠেস দেয়ার জায়গায়। তিনি ﷺ বলেন, অতঃপর তা আমাকে নিয়ে উঁচু করে উড়তে থাকে। পরিশেষে তা আমাকে নিয়ে আমার পালনকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে যায়।

তারপর যখন ফিরে আসার সময় হয় তখনও তা তাঁকে নিয়ে নেয়। অতঃপর তাঁকে নিয়ে সে নীচু ও উঁচু হয়ে উড়তে থাকে। পরিশেষে সে তাঁকে জিবরাঈলের কাছে পৌঁছে দেয়। তাঁর উপর আল্লাহর রহম ও বরকত বর্ষিত হোক। ঐ সময় জিবরাঈল কাঁদছিল এবং উচ্চস্বরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছিল। তাই রফরফ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সামনে পৌঁছাবার জন্য আল্লাহ্‌র খাদেমদের মধ্যে একজন খাদেম। যার বিশেষ কর্তব্য হল আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয়া। যেমন বুরাক এমন একটি বাহন যাতে কেবলমাত্র নবীগণই চড়তে পারেন এই যমীনে।

তফসীরে কুরতুবী, ১৭ খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা

মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আল্লাহকে দেখার প্রশ্নে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. মতের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে মূলকথা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মহান আল্লাহকে

www.pathagar.com

চক্ষু দ্বারা দেখার বিষয়টি لَمْ تَثْبُتْ اَصْلًا দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে মোটেই প্রমাণিত নয়। কোন সাহাবী থেকে একথা বর্ণিত হয়নি। ইবনুল আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে যে বর্ণনাটি এসেছে এর অর্থ হচ্ছে, অন্তর দিয়ে দেখা চক্ষু দিয়ে নয়।

এরপর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, সূরা اَلنَّجْمُ-এর ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى এ আয়াতে (সূরা নাজম : আয়াত-৮) যে নিকটতর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা মি'রাজের ঘটনায় আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়াকে বুঝানো হয়নি। সেটা মি'রাজের সময়ের চেয়ে ভিন্ন সময়ের কথা। কেননা, সূরা আন নাজমে উল্লিখিত নিকটতর হওয়া এবং ঝুলে থাকার অর্থ اَلدُّنُوُّ (وَالتَّدَلّٰى) জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর اَلدُّنُوُّ وَالتَّدَلّٰى অর্থাৎ, নিকটবর্তী হওয়া এবং শূন্যে ঝুলন্ত থাকা। যেমনটি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। উপরন্তু সূরাটির আয়াতসমূহের পরম্পরা দ্বারা এ অর্থই প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে মি'রাজের ঘটনা প্রসঙ্গে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে সকল হাদীসে উল্লিখিত اَلدُّنُوُّ وَالتَّدَلّٰى অর্থাৎ, নিকটবর্তী হওয়া ও শূন্যে ঝুলে থাকার অর্থ মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া। সূরা আন্ নাজমের আয়াতের সাথে মি'রাজের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসের কোনো প্রকার বিরোধ বা মতদ্বৈততা নেই; বরং সেখানে বলা হয়েছে, তিনি দ্বিতীয়বার سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى-এর নিকট তাঁকে দেখেছেন। যাঁকে দেখেছেন, তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। অর্থাৎ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে তাঁর আপন আকার আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। একবার পৃথিবীতে। আর দ্বিতীয়বার عِنْدَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মহান আল্লাহকে চক্ষু দ্বারা দেখার ব্যাপারে উপমহাদেশের একজন ইসলামী চিন্তাবীদের ইলমী তাহকীক

সূরা আন্ নাজম এর

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى-

অর্থ: নিশ্চয় তিনি তাঁর মহান রবের বিশাল নিদর্শনসমূহ অবলোকন করেছেন।

এ আয়াতে কারীমার তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মহান আল্লাহকে চোখ দিয়ে দেখা বা না দেখার ব্যাপারে তথ্য নির্ভর বিশদ আলোচনা করেছেন। উসূলে হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইবনুল আব্বাসের হাদীসটিরও তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ আয়াত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান আল্লাহকে নয়, তাঁর মহান মর্যাদা ও প্রতাপপূর্ণ নিদর্শনাদিই দেখেছিলেন। আর পূর্বাপর বিচারে এ দ্বিতীয় সাক্ষাতও তাঁর সাথেই হয়েছিলো, যাঁর সাথে সংঘটিত হয়েছিলো প্রথম সাক্ষাত। এ কারণে অনিবার্যরূপে একথা মেনে নিতে হবে যে, উচ্চতর দিক চক্রবালে তিনি প্রথমবার যাঁকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ নন, আর দ্বিতীয়বার "সিদরাতুল মুনতাহার" নিকট যাঁকে দেখেছিলেন, তিনিও আল্লাহ ছিলেন না। এ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কোনো একটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তা'আলাকে দেখে থাকতেন, তাহলে তা এত বড় একটা ব্যাপার হতো যে, এখানে এর স্পষ্ট ঘোষণা একান্তই জরুরি ও অবশ্যম্ভাবী ছিলো। মুসা ﷺ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে, তিনি মহান আল্লাহকে দেখবার আবেদন করেছিলেন। জবাবে তাঁকে বলা হয়েছিলো لَنْ تَرٰىنِ তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। (সূরা আল মায়িদা ঃ ১৪৩)। এ দৃষ্টিতে বলা যায় যে, যে মর্যাদা মুসা ﷺ-কে দেয়া হয়নি, সেটা যদি নবীজীকে দেয়া হতো, তবে এ ব্যাপারটি এতোটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যেতো যে, তা অবশ্যই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে পারছি যে, নবী ﷺ আল্লাহকে দেখতে পেরেছিলেন, এ মর্মে কোনো কথা আল কুরআনে আসেনি।

www.pathagar.com

মি'রাজ পরিভ্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বনী ইসরাঈলেও বলা হয়েছে যে, আমরা আমাদের বান্দাহকে ভ্রমণ করিয়েছি এজন্যে যে,

لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا-

তাঁকে আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবো।

আর এখানে সিদরাতুল মুনতাহায় উপস্থিতির ব্যাপারে বলা হয়েছে–

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى-

"তিনি তাঁর প্রভুর বিশাল নিদর্শনাদি অবলোকন করতে পেরেছেন।"

এসব কারণে নবী ﷺ এ দু'টি স্থানেই মহান আল্লাহকে দেখেছেন, না কি তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে দেখেছেন, এ পর্যালোচনার বাহ্যত কোনো অবকাশ ছিলো না। কিন্তু যে কারণে এ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে, এ সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনাসমূহের পার্থক্য।

এখানে আমরা পর্যায়ক্রমে সেসব হাদীস উল্লেখ করছি, যেগুলো এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে–

এক. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসসমূহ

সহীহ আল বুখারীতে কিতাবুত তাফসীরে মাসরুক বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বললাম, আম্মাজান, মুহাম্মাদ ﷺ কি মহান আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি এর জবাবে বললেন, বাবা, তোমার একথায় আমার চুল কেঁপে উঠছে। তুমি কি একথা জাননা যে, তিনটি কথা এমন আছে, যে এগুলো দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী। এর মধ্যে একটি হলো এই যে, যে দাবি করবে যে, (মি'রাজের রাত্রে) নবী ﷺ মহান আল্লাহকে দেখেছেন, সে মিথ্যাবাদী। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থনে আল কুরআন থেকে এ আয়াত দু'টো পেশ করেন–

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ-

অর্থাৎ, কোনো দৃষ্টি তাঁকে অবলোকন করতে পারে না, তিনি কিন্তু সকল দৃষ্টি অবলোকন করতে পারেন। বুখারীঃ ২৯৩

www.pathagar.com

অপর আয়াতটি হলো–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ-

অর্থাৎ, কোনো মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, মহান আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, তবে হ্যাঁ, সেটা হয় ওহীরূপে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠাবেন এবং তিনি মহান আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে ওহী করবেন–যা তিনি চাইবেন।

সূরা শুরা : আয়াত- ৫১

এ বক্তব্যের পর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে দু'বার তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন।

উক্ত হাদীসের একটি অংশ সহীহ আল বুখারীর কিতাবুত তাওহীদে উদ্ধৃত হয়েছে। আর "কিতাবু বাদ্ইল খাল্ক" -এ মাসরুকের যে বর্ণনাটি ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর এ কথাটি শুনে আরজ করলাম যে, তা হলে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ কী হবে?

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى-

অর্থ : অতঃপরতিনি তার (রাসূল এর) নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। ফলে তিনি দুই ধনুক অথবা তারও কম ব্যবধানের হয়ে গেলেন।

সূরা নাজম : আয়াত- ৮-৯

এর জবাবে তিনি বললেন, এ আয়াতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি সর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মানবীয় আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু এবার তিনি তাঁর আসল আকৃতিতে রাসূল রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট এসেছেন। এতে সমস্তদিক চক্রবাল তাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলো।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে মাসরুক রহ.-এর এ কথোপকথন সহীহ মুসলিমে كِتَابُ الْاِيْمَانِ-এর بَابُ فِىْ ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى-এ অধিক বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন এ দাবি যে লোক করবে,

www.pathagar.com

সে মহান আল্লাহ সম্পর্কে অনেক বড় মিথ্যা কথা বলবে। মাসরুক রহ. বলেন, আমি এতক্ষণ ঠেস দিয়ে বসা ছিলাম। একথা শুনে উঠে বসলাম। আমি বললাম, উম্মুল মুমিনীন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আল কুরআনে আল্লাহ কি বলেননি- وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাবে বললেন, এ উম্মতের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি জবাবে বলেছেন-

اِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ لَمْ اَرَهُ عَلَى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَاَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ.

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আমি তাঁকে সে আসল আকৃতিতে- যে আকৃতিতে মহান আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, এ দু'বার ছাড়া আর কখনো দেখেনি। এ দু'বার আমি তাঁকে আকাশমণ্ডল হতে অবতরণকারী অবস্থায় দেখেছি। তখন তাঁর বিরাট সত্তা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যকার সমস্ত শূন্য লোক পরিব্যাপ্ত করেছিলো। মুসলিমঃ ৪৫৭

ইবনে মারদুবিয়াহ মাসরুকের এ বর্ণনাটি যে ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি আপনার আল্লাহকে দেখেছেন? তিনি জবাবে বললেন, আমিতো জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে আকাশমণ্ডল থেকে অবতরণ করতে দেখেছি।

দুই. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনাসমূহ

সহীহ আল বুখারীর كِتَابُ التَّفْسِيْرِ সহীহ মুসলিম- এর كِتَابُ الْاِيْمَانِ জামে তিরমিযীর اَبْوَابُ التَّفْسِيْرِ-এ যির বিন হুবাইশের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى-এর তাফসীর এভাবে করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে তাঁর ছয়শত ডানা বিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন।

www.pathagar.com

সহীহ মুসলিমের অপরাপর বর্ণনায় مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى এবং لَقَدْ رَأَى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى -এর এই তাফসীরই যির বিন হুবাইশ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ইবনে মাসউদের এ তাফসীর যির বিন হুবাইশ ছাড়াও আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ ও আবু ওয়ায়েল-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আবদুর রাহমান বিন ইয়াযীদ ও আবু ওয়ায়েল-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মুসনাদে আহমাদে যির বিন হুবাইশের আরো দু'টো বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। এতে ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى . عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ جِبْرِيْلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عَلَيْهِ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ-

অর্থাৎ, আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছি তাঁর ছয়শত ডানা রয়েছে।

ইমাম আহমাদ রহ. একথার বর্ণনা শাকীক বিন সালামা হতেও উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমি ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মুখে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বলেছেন, আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে এরূপ আকৃতিতে সিদরাতুল মুনতাহায় দেখেছিলাম।

তিন. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট আতা বিন আবু রিবাহ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াতটির তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেছেন, رَاٰى جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে দেখেছেন। (সহীহ মুসলিম, كِتَابُ الْاِيْمَانِ)

চার. আবু যার আল গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক এর দু'টি বর্ণনা ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর গ্রন্থের كِتَابُ الْاِيْمَانِ এ উদ্ধৃত করেছেন। একটি বর্ণনায় তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করেছি, আপনি কি আপনার আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি জবাবে বলেছেন, نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ এতো হচ্ছে একটি নূর, আমি কীভাবে তা দেখবো? অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, আমার এ জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেছেন, رَاَيْتُ نُوْرًا আমি নূর দেখতে পেয়েছি।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর زَادُ الْمَعَاد গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম উত্তরটির তাৎপর্যে বলেছেন, আমার ও আল্লাহর দর্শনের মাঝখানে নূর ছিলো প্রতিবন্ধক। আর দ্বিতীয় উক্তিটির তাৎপর্যে বলেছেন, আমি আমার রবকে নয়, শুধু একটি নূর দেখেছি।

ইমাম নাসায়ী ও ইবনে আবু হাতীম আবু যারের رضي الله عنه -এর কথাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রবকে দিল দ্বারা দেখেছিলেন, চক্ষু দ্বারা নয়।

পাঁচ. আবু মূসা আল আশআরী رضي الله عنه থেকে ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমে كِتَابُ الْاِيْمَانِ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। নবী মুস্তাফা ﷺ বলেছেন, مَا انْتَهَى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ মহান আল্লাহ পর্যন্ত সৃষ্টি জগতের কারো দৃষ্টি পৌঁছা সম্ভবপর নয়।

ছয়. আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস رضي الله عنه-এর বর্ণনাসমূহ

সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস رضي الله عنه-এর নিকট مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى -এর তাৎপর্য জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার রবকে দিল দ্বারা দু'বার দেখেছেন। মুসনাদে আহমদেও এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনে মারদুবিয়াহ আতা ইবনে আবু রিবাহর সূত্রে ইবনুল আব্বাসের এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহকে চক্ষু দ্বারা নয়, দিল দ্বারা দেখেছিলেন।

সুনানে নাসায়ীতে ইকরামা رضي الله عنه-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে ইবনুল আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন,

www.pathagar.com

اَتَعْجَبُوْنَ اَنْ تَكُوْنَ الْخُلَّةُ لِاِبْرَاهِيْمَ ، وَالْكَلَامُ لِمُوْسٰى ، وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে খলিল হিসেবে গ্রহণ করে মর্যাদাবান করেছেন, মুসা আলাইহিস সালাম-কে কালীমুল্লাহ হিসেবে মর্যাদাবান করেছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে দর্শন দিয়ে মহামর্যাদাবান করেছেন, এতে কি তোমরা বিস্ময়বোধ করছ?

হাকেমও তাঁর মুসতাদরাকে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে এটি সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী শা'বীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, ইবনুল আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এক বৈঠকে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন দান ও কথা বলাকে মুসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। মুসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে দু'বার কথা বলেছেন। আর নবী মুহাম্মাদ ﷺ দু'বার তাঁকে দেখেছেন। ইবনুল আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একথা শুনে মাসরুক রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ কি তাঁর আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তুমি এমন কথা বলছ, যা শুনে আমার লোমহর্ষণ হচ্ছে। অতঃপর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও মাসরুকের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে, তা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

তিরমিযী শরীফ ইবনুল আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো যেসব বর্ণনা এসেছে, তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেন, নবী ﷺ আল্লাহকে দেখেছিলেন। অন্যটিতে তিনি বলেন, দু'বার দেখেছিলেন, আর তৃতীয়টিতে তাঁর উক্তি হলো, তিনি মহান আল্লাহকে দিল দ্বারা দেখেছিলেন।

মুসনাদে আহমাদে ইবনুল আব্বাসের একটি বর্ণনা এই, رَاَيْتُ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى আমি আমার রব আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছি। অপর একটি বর্ণনায় তিনি বলেন, اَتَانِيْ رَبِّيْ اللَّيْلَةَ فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ يَعْنِيْ فِي النَّوْمِ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আজ রাত্রে আমার রব অতীব উত্তম আকার আকৃতিতে আমার নিকট এসেছেন। আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একথাটির তাৎপর্য হলো স্বপ্নযোগে তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন।

www.pathagar.com

আত তাবারানী ও ইবনে মারদুবিয়াহ ইবনুল আব্বাস ﷺ থেকে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আল্লাহকে দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার চক্ষু দ্বারা, আর দ্বিতীয়বার দিল দ্বারা।

সাত. মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল কুরাযী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো কোনো সাহাবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি আপনার আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি এর জবাবে বললেন, আমি তাঁকে দু'বার দিল দ্বারা দেখেছি। ইবনে জারীর এ বর্ণনাটি এ ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে চক্ষু দ্বারা নয়, দিল দ্বারা দু'বার দেখেছি।

আট. আনাস বিন মালিক ﷺ-এর একটি বর্ণনা মি'রাজের বিবরণ প্রসঙ্গে শরীক ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে ইমাম বুখারী রহ. كِتَابُ التَّوْحِيْدُ -এ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একথাগুলো আছে–

حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ . اَوْ اَدْنَى فَاَوْحَى اللّٰهُ فِيْمَا اَوْحَى اِلَيْهِ خَمْسِيْنَ صَلاَةً

অর্থ : নবী করীম ﷺ সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছার পর মহান আল্লাহ তাঁর সন্নিকটে আসলেন এবং তাঁর উপর ঝুলে থাকলেন, এমনকি উভয়ের মাঝে দু'ধনুক বা আরো কম দূরত্ব থাকলো। পরে আল্লাহ তাঁর প্রতি যেসব বিষয়ে ওহী করলেন তন্মধ্যে রয়েছে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের হুকুম। বুখারী: ৭৫১৬

কিন্তু এ বর্ণনাটির সনদ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে হাজম ও হাফিজ আব্দুল হক اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ গ্রন্থে যেসব আপত্তি তুলেছেন সেসব ছাড়াও সবচেয়ে বড় আপত্তি এই যে, একথাটি আল কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা, কুরআনুল করীমে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের কথা উল্লেখ আছে। এর মধ্যে একটি প্রথমে উচ্চতর দিগন্তে সংঘটিত হয়েছিলো এবং سُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ . اَوْ اَدْنٰى-এর ব্যাপারটি ঘটেছিলো। আর দ্বিতীয়টি সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে ঘটেছিলো, কিন্তু উপরিউক্ত

www.pathagar.com

বর্ণনায় এ দু'বারের দর্শণকে সংমিশ্রিত করে একাকার করে দেয়া হয়েছে। ফলে বর্ণনাটি কুরআনুল কারীমের বর্ণনার বিপরীত হওয়ার কারণে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা যায় না।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোই সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, এ দু'জনই সম্মিলিতভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ দু'টি ক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহকে নয়, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে দেখেছিলেন এ বর্ণনাসমূহ কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা ও বাণীসমূহের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। তা ছাড়া আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আবু মুসা আল আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নবী ﷺ-এর উক্তিসমূহ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

যে, চক্ষু দ্বারা মহান আল্লাহকে দেখার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করেছেন–

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

মহান আল্লাহকে দর্শনের ব্যাপারে আল্লামা তাফতাজানীর অভিমত

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলাকে দেখার বিষয়টি অন্যতম আকিদাগত মাসআলা। এ ব্যাপারে কালাম শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ "শরহে আকায়েদে নাসাফী'তে আল্লামা তাফতাজানী রহ. তাঁর নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন–

ثُمَّ الصَّحِيْحُ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاٰى رَبَّهُ بِفُؤَادِهِ لَا بِبَيْعَهُ

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হলো এই যে, নবী ﷺ নিঃসন্দেহে তাঁর

www.pathagar.com

আখিরাতের জীবনে যখন মানুষকে فَانِي -এর বিপরীতে স্থায়ী বা بَاقِي দৃষ্টি শক্তি দান করা হবে, তখন মহান আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আর কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে সম্ভবত এ বিষয়ের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। বর্ণনাটি হলো এই যে,

فَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتّٰى تَمُوْتُوْا

অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যুবরণ করার পূর্বে কিছুতেই তোমাদের মহাপ্রভুকে দেখতে পারবে না। ফাতহুল বারী ৮/৪৯৩

আল্লামা হাফিয ইবনে কাসীর রহ. আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, ইবনুল আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান আল্লাহকে দেখেছেন, একথা বলেছেন। আর সালফে সালেহীনদের একটি দলও এ ব্যাপারে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। পক্ষান্তরে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বিশাল জামায়াত তাঁর সাথে একমত নন। সকলের প্রমাণাদিই ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে হাফিয রহ. ফাতহুল বারীতে সূরা আন নাজমের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতপার্থক্যের কথা আলোচনার পর এমন কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যা দ্বারা বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটা সমাঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি ইমাম কুরতুবীর কথা উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম কুরতুবী তাঁর مُفْهِمْ মুফহিম গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন যে, এ বিষয়ে আমরা চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে; বরং চুপ থাকাই শ্রেয় হবে। কেননা, উক্ত মাসআলাটি আমাদের কোনো আমলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যার কারণে আমরা এর কোনো একটা দিক চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নিয়ে আমল করতে হবে, এমনটা জরুরী নয়। বরং এটি নিতান্তই একটি আকিদা বা বিশ্বাসগত মাসআলা। অকাট্য কোনো দলিলের ভিত্তিতে যদি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হয়, তবে এ ক্ষেত্রে চুপ-চাপ থাকাই সমীচীন হবে।

ফাতহুল বারী, ৮/৪৯৪

www.pathagar.com

মি'রাজের বিশেষ উপহার

ধার দেয়ার ফযিলত ঃ ইমাম ইবনে মাজাহ, হাকীম তিরমিযী নাওয়া-দিরুল উসূলে, ইবনে আবু হাতিম ও ইবনে মারদুবিয়াহ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মি'রাজের রাতে বিশেষ দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটি ছিল এই যে, আমি জান্নাতের দরজায় লেখা দেখছি : সদকার প্রতিদান আসল থেকে ১০ (দশ) গুণ বেশি এবং ঋণ দানকারীকে ঋণের টাকার ১৮ (আঠার) গুণ বেশি নেকী দেয়া হবে। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি যে, ঋণটা উত্তম হয় সদকার চেয়ে? তিনি বলেন, তা এজন্য যে, ভিক্ষা দিলে মানুষের ১টা অভাব পূরণ হয়। যার জন্য একগুণ দানের সওয়াব ১০গুণ হয়। এর বিপরীতে ধার চাওয়া ব্যক্তি। সে কেবলমাত্র তখনই ধার চায় যখন সে একান্ত বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় তার অভাব পূরণ হয় এবং সম্মানও বজায় রয়। তাই এই দু'টি গুণের কারণে ঋণদাতার নেকী ১৯ গুণ হয়।

আল্লামা সুয়ূত্বীর আল খাসায়িসুল কুবরার উর্দু তর্জমা, ১ম খণ্ড, ৩১৯-৩২০ পৃষ্ঠা

বিলালের আযান : ইমাম আহমাদ ও আবু নুআইম ইস্পাহানী এবং ইবনে মারদুবিয়াহ সাহাবী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যে রাতে নবী ﷺ-এর মি'রাজ হয় এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন তখন জান্নাতের এক কোণ থেকে তিনি নরম আওয়াজ শুনতে পান। ফলে তিনি ﷺ জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করেন, এই আওয়াযটা কীসের? তিনি বলেন, এটা আপনার মুআযযিন বিলালের স্বর।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজ থেকে ফিরে এসে বলেন, বিলাল নিঃসন্দেহে সফলকাম হয়েছে। আমি "মাকামে আ'লায়" তার আওয়াজ শুনেছি। ঐ-৩২২ পৃষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপরে আমি জাহান্নামের দর্শনের সময় একজন লাল রংয়ের লোককে দেখলাম। যার চোখ দু'টি বিপজ্জনকভাবে গাঢ় নীল ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি সালেহ নবীর উটনীর পা কর্তনকারী ব্যক্তি। ঐ-৩২৩ পৃষ্ঠা

শিঙ্গী লাগানোর বিধান ঃ ইবনে মারদুবিয়াহ আলী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মি'রাজের রাতে আকাশ জগতে

www.pathagar.com

ফিরিশতাদের যে দলেরই পাশ দিয়ে আমি অতিক্রম করছিলাম তখনই তারা আমাকে বলেছিল যে, আপনি আপনার উম্মতকে শিঙ্গী লাগাবার হুকুম দেবেন। ইমাম আহমাদ ও ইমাম হাকিম এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ঐ-৩৩০ পৃষ্ঠা

আকাশে কলমের আওয়াজ শ্রবণ

মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদরাতুল মুন্তাহারও উপরে যখন যান তখন তিনি কলম চলার খস্‌খস্ আওয়ায শুনতে পান। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে ও ঘটবে তা আল্লাহর আরশের ডানপাশে–"লাওহে মাহফুযে" (সুরক্ষিত ফলকে) লেখা আছে। একদল বিশেষ ফিরিশতা তাদের কর্তব্যাবলি থেকে ও টুকে নেন। ঐ কলমের টোকার আওয়াজ তিনি শুনেছিলেন যা শোনার ভাগ্য কোন নবীর কপালে জোটেনি। ঐ আওয়াযটাকে "স্বরীফুল আক্বলাম" (বা কলম চলার আওয়ায) বলা হয়।

যুরকানী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠার বরাতে সীরাতুল মুস্তফা, ১ম খণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা

মি'রাজ নামায

ফরয গোসল ও কাপড় পাকের বিধান : আবু দাউদ ও বায়হাকীতে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ও ফরয গোসলের জন্য সাতবার পানি বহানো এবং কাপড় থেকে অপবিত্রতা সাতবার ধোয়ার বিধান ফরয করা হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা কমাবার জন্য বারংবার আবেদন জানাতে থাকেন। পরিশেষে নামায পাঁচ ওয়াক্ত এবং ফরয গোসল একবার আর কাপড় থেকে নাপাকী একবার ধোবার বিধান ফরয করা হয়। সীরাতুল মুস্তফা ৩২৯

ফিরিশতাদের আযান

আবু নুআইম রহ. মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আকাশে পৌছান তখন তিনি একটু অপেক্ষা করেন। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশতা পাঠান। যে এমন জায়গায় দাঁড়ায় যেখানে এর আগে কেউই দাঁড়ায়নি। তাঁকে বলা

www.pathagar.com

হয়, আযান দাও। তখন ফিরিশতা বললো, আল্লাহু আকবার (২ বার) অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ সত্য বলছে। আমিই আল্লাহ সবচেয়ে মহান।

তারপর ফিরিশতা বলে, আশহাদু আল্লা-ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ সত্য বলেছেন। আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউই নেই। তারপর ফিরিশতা বললো, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ সত্য বলছে। আমিই মুহাম্মাদকে রাসূল তথা দূত বানিয়েছি। আর আমিই তাকে রক্ষা করবো।

সালাত সংক্ষেপ করার ব্যাপারে মুসা ﷺ-এর পরামর্শ

রাবী বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি সেখান থেকে ফেরত রওয়ানা হলাম, পথিমধ্যে মুসা ইবনে ইমরান ﷺ-এর সংগে আমার দেখা হল। তিনি তোমাদের একজন উত্তম বন্ধুই বটে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে।

আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত। তিনি বললেন, সালাত তো সুকঠিন বিষয়, অথচ আপনার উম্মত দুর্বল। কাজেই আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য এর পরিমাণ কমিয়ে দিতে বলুন।

আমি আল্লাহ্র কাছে ফিরে গেলাম। আমি তাঁর কাছে আবেদন জানালাম, যেন তিনি আমার ও আমার উম্মতের জন্য বিষয়টি সহজ করে দেন। আল্লাহ্ দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। বাদ বাকি নিয়ে আমি রওয়ানা হলাম। পথে মুসার সাথে আবার সাক্ষাৎ হল। তিনি এবারও আগের মতোই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলাম এবং আমার রবের কাছে আরও কমানোর জন্য আবেদন জানালাম। তিনি আরও দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি ফিরে গেলাম। পথে মুসার সাথে আবার দেখা হলো। এবারও তিনি আমাকে একই কথা বললেন। সুতরাং আমি আবার আল্লাহ্র কাছে ফিরে গেলাম এবং আরও কমানোর জন্য আবেদন জানালাম। তিনি আরও দশ ওয়াক্ত হ্রাস করে দিলেন। আমি ফেরত রওয়ানা হলাম। কিন্তু

www.pathagar.com

মুসা আমাকে ক্রমাগত একই পরামর্শ দিতে লাগলেন যে, আপনি ফিরে গিয়ে আরও কমানোর আবেদন জানান। এভাবে সে সংখ্যা কমাতে কমাতে দৈনিক মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত বাকী রাখা হল। আমি তা নিয়ে মুসার কাছে আসলাম। তিনি আমাকে আগের মতো বললেন, কিন্তু আমি বললাম, আমি আমার রবের কাছে অনেকবার গিয়েছি এবং সালাতের পরিমাণ কমানোর জন্য আবেদন করেছি। এখন আমি তাঁর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি। কাজেই আর নয়, আমি এরূপ আর করব না।

নবী ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈমানের সাথে, সওয়াবের আশায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, সে পূর্ণ পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব লাভ করবে।

মি'রাজ অস্বীকারের ফলশ্রুতি উতবার পরিণতি

হাফিয ইবনে কাসীর বলেন, ইবনে আসাকির রহ. আবু লাহাবের পুত্র উতবার জীবনীতে বর্ণনা করেছেন। আবু লাহাব ও তার পুত্র উতবাহ একবার সিরিয়া সফরের জন্য প্রস্তুতি নেয়। তখন হান্নাদ ইবনুল আসআদ তাদের সাথি হন। তিনি বলেন, ঐ সময় আবু লাহাবের পুত্র উতবাহ্ বলল, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্য অবশ্যই মুহাম্মাদের কাছে যাব এবং তাঁর পালনকর্তার ব্যাপারে তাঁকে নিশ্চয় যন্ত্রণা দিয়ে আসব। তাই সে বললো, হে মুহাম্মাদ, আমি তো তাকে অস্বীকার করি যে ব্যক্তি (মি'রাজে গিয়ে) আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছে। কিংবা ওর চেয়েও কাছাকাছি হয়েছে। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, আল্লা হুম্মা সাল্লিত আলাইহি আলবাম মিন কিল্লাবিক অর্থাৎ, আল্লাহ্ গো, তুমি তোমার কুকুরগুলোর মধ্যে হতে একটি কুকুর ওর উপরে চাপিয়ে দাও।

অতঃপর সে তাঁর ﷺ কাছ থেকে ফিরে এল এবং নিজ পিতার কাছে পৌঁছে গেল। তারপর সে সেই বর্ণনা দিল যে কথা সে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলেছিল। অতঃপর আবু লাহাব উতবাহ্কে জিজ্ঞেস করলেন, প্রত্যুত্তরে মুহাম্মাদ তোমাকে কি বললেন? সে বললো, আল্লাহুম্মা সাল্লিত আলাইহি কালবাম মিন কিলাবিক। একথা শুনে আবু লাহাব বললো, হে বৎস, আমি মুহাম্মাদের বদদু'আটা তোমার জন্য নিরাপদ মনে করছি না।

www.pathagar.com

হান্নাদ ইবনুল আসআদ বলেন, তারপর আমরা সফরে চললাম। পরিশেষে এক সন্ন্যাসীর গির্জার কাছে একটি মাঠে আমরা নামলাম। তখন সন্ন্যাসীটি বললেন, হে আরবের দল, কোন জিনিস তোমাদেরকে এখানে নামালো? কারণ, এ জায়গাটা এমন যেখানে বাঘ আসে, যেমন এখানে ভেড়াও আসে। তখন আবু লাহাব তার সাথিদের বলেন, আপনারা নিশ্চয় আমার বুড়ো বয়সটা এবং আমার (এ বয়সের) অধিকারটা লক্ষ্য করেছেন। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) আমার পুত্রের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি ঐ অভিশাপ থেকে একে নিরাপদ মনে করছি না। তাই আপনারা আপনাদের আসবাবপত্র এ গির্জার কাছে এক জায়গায় জমা করুন এবং এর উপরে আমার পুত্রের শোবার বিছানা করে দিন। তারপর আপনারা ওর চারপাশে নিজেদের বিছানা বিছান। আমরা তাই করলাম।

অতঃপর রাতে একটি বাঘ এল। তারপর সে আমাদের সবার মুখগুলো শুঁকলো। অতঃপর সে যখন তার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পেল না তখন সে লাফ দিয়ে আসবাবপত্রের উপরে পড়লো। তারপর সে উতবার মুখ শুঁকলো। অতঃপর তাকে ফেড়ে ফেললো এবং তার মাথাটাও চুর করে দিল। তখন আবু লাহাব বললো, আমি অবশ্যই বুঝতে পারছিলাম যে, সে মুহাম্মাদের অভিশাপ থেকে বাঁচতে পারবে না।

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠা

মি'রাজকে ঘিরে প্রচলিত জাল হাদীস

মি'রাজকে ঘিরে বহু সংখ্যক আজগুবী গল্প, কিচ্ছা-কাহিনী বা বানোয়াট কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। অথচ মি'রাজ অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত একটি অলৌকিক ঘটনা। এ বিশাল ঘটনাটি সহীহ সুন্নাহয় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। একজন মুমিনের জন্য এতে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। এতদসত্ত্বেও ওসব বানোয়াট কথা দিয়ে মি'রাজের ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে সাজানোর মধ্যে দ্বীনী কোন প্রয়োজন নেই।

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্দালুভী তাঁর ফাযায়েলে নামায গ্রন্থে নামায তরককারীর শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে হাদীস উল্লেখ করেছেন—

www.pathagar.com

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتّٰى مَضٰى عَذَبِ فِى النَّارِ حَقَبًا وَالْحَقَبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَالسَّنَةُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ مِقْدَارُهٗ اَلْفُ سَنَةٍ-

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করলো না এবং এরপর সে ঐ নামায কাযা করল, তাকে জাহান্নামে এক হুকবা শাস্তি প্রদান করা হবে। এক হুকবা সমান ৮০ বছর এবং এক বছর সমান ৩৬৫ দিন এবং (জাহান্নামের) একদিন সমান দুনিয়ার এক হাজার বছর।"

এর মানে হলো এক ওয়াক্ত নামায তরককারীকে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ্য বছর জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হাদীসটি উদ্ধৃত করে মাওলানা যাকারিয়া সাহেব নিজেই বলেন–

كَذَا فِىْ مَجَالِسِ الْاَبْرَارِ قُلْتُ لَمْ اَجِدْهُ فِيْمَا عِنْدِىْ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ-

অর্থ : মাজালিছুল আবরার নামক গ্রন্থে এভাবে লেখা হয়েছে। আমি বলছি যে, আমার নিকট যতগুলো হাদীস গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর কোনোটিতেই আমি এ হাদীসটি পাইনি।

শাইখুল হাদীস মাও ঃ যাকারিয়া সাহেব কান্দালুভী, ফাযায়েলে নামায, পৃ. ৫৭, ৫৮

মাওলানা যাকারিয়া সাহেব যেখানে নিজেই বললেন যে, তিনি কোনো হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি খুঁজে পাননি, সেখানে তিনি নিজেই এ হাদীসটি নামায তরককারীর শাস্তির দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটি একটি ভিত্তিহীন, সনদবিহীন মাওজু বা বানোয়াট হাদীস। মহানবী ﷺ-এর সতর্কবাণীগুলোর প্রতি এসব আলিম ও বুজুর্গ ব্যক্তি একবারও কি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। আবু কাতাদাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছেন–

اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّىْ . فَمَنْ قَالَ عَلَىَّ . فَلْيَقُلْ حَقًّا اَوْ صِدْقًا . وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَىَّ مَا لَمْ اَقُلْ . فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ-

অর্থ : সাবধান, তোমরা আমার নামে বেশি বেশি হাদীস বলা থেকে বিরত থাকবে। যে আমার নামে কিছু বলবে সে যেন সঠিক ও সত্য কথা বলে।

www.pathagar.com

আর যে আমার নামে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বেছে নেয়।

সুনানে ইবনে মাজা ১/৩৫, সুনানে দারিমী (২৫৫হি.) ১/৮২। মুসতাদরাকে হাকীম ১/১৯৪

নবী করীম ﷺ আরো বলেন–

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

অর্থাৎ, "আমি যে কথা বলিনি এমন যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। সহীহ আল বুখারী ১/১০৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এসব সতর্কবাণীর প্রতি তাঁর অনুসারীগণ গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করার সময় দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে কখনো একটি শব্দ পর্যন্ত নিজেদের পক্ষ থেকে সংযোজন করেননি। সমার্থবোধক কোনো শব্দের ব্যাপারেও তাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে "أَوْ" শব্দ বলে তাও প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান।

এতদসত্ত্বেও আমাদের সমাজের বেশ কিছু লোক এ দিকে ভ্রূক্ষেপই করেন না। মি'রাজের অকাট্য ঘটনাটিতেও তারা বানোয়াট কল্প-কাহিনী ও জাল হাদীসের কালিমা লেপন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

এ প্রসঙ্গে একটি অতি প্রচলিত ভিত্তিহীন হাদীসের দৃষ্টান্ত, اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, "নামায হলো মু'মিনদের মি'রাজ।"

মুফতী হাবীব ছামদানী, বার চান্দের ফযিলত, পৃ. ১২৩

এটি সনদবিহীন বহুল প্রচলিত একটি জাল হাদীস। বহু সংখ্যক সহীহ হাদীসে নামাযের গুরুত্ব, নামাযের ফযিলত, সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ হওয়া সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ নবীজির পবিত্র জবান থেকে সরাসরি শ্রবণ করে তাঁর অনুসারীগণ পরবর্তী প্রজন্মের নিকট যত্ন-সহকারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সেগুলো তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন সনদের বর্ণনা সহকারে। মু'মিনের জন্যে এটাইতো যথেষ্ট।

www.pathagar.com

মি'রাজ রজনীতে ৩০ হাজার বাতিনী ইলম বিষয়ক জাল হাদীস

বাতিনী ইলম বিষয়ক একটি জঘন্য মিথ্যা কথা আবদুল কাদির জিলানী রহ.-এর নামে প্রচলিত "সিররুল আসরার" নামক পুস্তকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "এই একান্ত গুপ্ত ত্রিশ হাজার ইলম মি'রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-এর কলব মুবারকে আমানত রাখেন। নবী ﷺ তাঁর অত্যধিক প্রিয় সাহাবী এবং আসহাবে সুফফা ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ লোকের নিকট সেই পবিত্র আমানত ব্যক্ত করেননি। সিররুল আসরার, পৃ. ৪৫

এটি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে জঘন্য মিথ্যা কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো সাহাবী বা আহলে সুফফার কারো থেকে এ ধরনের কোনো কথা সহীহ বা জয়ীফ সনদে কোথাও বর্ণিত হয়নি।

হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ৩৪৮

www.pathagar.com

মি'রাজ রজনীতে জুতা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরশে আরোহণ সংক্রান্ত জাল হাদীস

মি'রাজ প্রসঙ্গে আমাদের সমাজে অতি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ একটি জাল হাদীস হলো–

"মি'রাজ রজনীতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তিনি আরশে মুয়াল্লায় পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর পায়ের জুতা দু'টো খুলবার ইচ্ছা করলেন একথা স্মরণ করে যে, মহান আল্লাহ ইতিপূর্বে মুসা ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন–

إِنِّيْ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى-

অর্থ : নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু হে মুসা, তুমি তোমার পাদুকাযুগল খুলে ফেল। তুমিতো পবিত্র "তুয়া" প্রান্তরে রয়েছো। সূরা ত্বা-হা : আয়াত-১২

তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান করে বলা হলো, হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার জুতাদ্বয় খুলবেন না। কারণ জুতাদ্বয়সহ আপনার আগমনে আরশ মর্যাদাবান হবে এবং অন্যদের ওপর বরকতের অহংকার করবে। তখন নবী করীম ﷺ জুতাদ্বয় পায়ে রেখেই আরশে আরোহণ করেন।

এ কাহিনীর আগাগোড়া সবটুকুই মিথ্যা। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ কাহিনী সম্পর্কে বরাবরই বলে আসছেন যে, এ কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, আমাদের দেশে কিছু লোক এসব মিথ্যা কাহিনী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে নির্বিচারে বলে যাচ্ছেন, লিখে যাচ্ছেন। আল্লামা রফিউদ্দিন কাযবিনী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল মাক্কারী, যারকানী, আবদুল হাই লাখনবী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ কাহিনীর জালিয়াতি ও মিথ্যাচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী এ প্রসঙ্গে বলেন, এ ঘটনা যে জালিয়াত বানিয়েছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি। এর একটি বর্ণনায়ও আসেনি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের সময় জুতা পরে ছিলেন। এমনকি একথাও কোনো বর্ণনায় আসেনি যে, তিনি মি'রাজ রজনীতে পবিত্র আরশে আরোহণ করেছিলেন। আল আসরার, পৃ. ৩৭

www.pathagar.com

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল বাকী যারকানী (১১২২ হি.) "আল মাওয়াহিব আল লাদুন্যিয়া" গ্রন্থের ব্যাখ্যা "শরহুল মাওয়াহিব" গ্রন্থে আল্লামা রাযী কাযবিনীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এতে মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ "সিদরাতুল মুনতাহা" অতিক্রম করেননি একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে আরো বলা হয়েছে–

وَلَمْ يُرِدْ فِيْ خَبَرٍ ثَابِتٍ وَلَا ضَعِيْفٍ اَنَّهُ رَقِيَ الْعَرْشَ وَافْتِرَاءُ بَعْضِهِمْ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهِ-

অর্থাৎ, "একটি সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয়নি যে, তিনি আরশে আরোহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে বাজে লোকদের মিথ্যাচারের প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই।" যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব ৮/২২৩

মূলতঃ মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রফ্‌রফে আরোহণ করা এবং আরশে গমন করা সংক্রান্ত কোনো কথা হাদীসের ৬টি বিশুদ্ধ গ্রন্থসহ মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক রহ. অথবা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে নেই। ৫/৬ শত বছর পর্যন্ত সংকলিত গ্রহণযোগ্য কোনো ইতিহাস বা সীরাত গ্রন্থেও এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। দশম হিজরী শতাব্দী ও এর পরবর্তী যুগে সংকলিত সীরাত বিষয়ক বিভিন্ন বইতে মি'রাজের আলোচনায় রফরফে আরোহণ, আরশে গমন এসব কথা পাওয়া যায়।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র-এর অভিমত হলো, যে সকল হাদীস কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে নেই; বরং পঞ্চম হিজরী শতকে বা তারও পরে কোনো কোনো মুহাদ্দিস বা লেখক সেগুলো সংকলন করেছেন, সেগুলো সাধারণত বাতিল অথবা অত্যন্ত দুর্বল সনদের হাদীস। বিশেষত ১১শ-১২শ শতাব্দীর গ্রন্থাদিতে সহীহ, যয়ীফ ও মাওযু সবকিছু একত্রে মিশ্রিত করে সংকলন করা হয়েছে।

হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ২৭২

www.pathagar.com

মি'রাজ রজনীতে আত তাহিয়্যাতু লাভ একটি বানোয়াট কাহিনী

আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত একটি কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজ রজনীতে আত তাহিয়্যাতু লাভ করেন। এ বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটির সার সংক্ষেপ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের রাত্রিতে যখন মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ নৈকট্যে পৌঁছেন, তখন তিনি মহান আল্লাহকে সম্বোধন করে বলেন– اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ "মহান আল্লাহ এর জবাবে বলেন "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চান যে, তাঁর উম্মতের জন্যেও সালামের অংশ থাকুক। এজন্যে তিনি বলেন– "اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا . وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ" তখন জিবরাঈল ﷺ সহ সকল আকাশবাসী বলেন " اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا وَرَسُوْلُهُ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ" কোনো কোনো গল্পকার বলেন "اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا . وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ" বাক্যটি ফেরেশতাগণ বলেছিলেন।

এগুলোর কোনো ভিত্তি আছে বলে জানা যায়নি। কোনো হাদীস গ্রন্থে সনদসহ এ ধরনের কোনো বর্ণনা আসেনি। সনদবিহীনভাবে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থে اَلتَّحِيَّاتُ বা تَشَهُّدُ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এটি মি'রাজ থেকে এসেছে।

মি'রাজ সংক্রান্ত আজব গল্প

মি'রাজের ঘটনা প্রসঙ্গে আরো একটি আজব গল্প আমাদের সমাজে, বহুলভাবে প্রচলিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজের সম্পূর্ণ ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যায়। তিনি মি'রাজ থেকে ফিরে এসে দেখেন পানি গড়াচ্ছে। শিকল নড়ছে, বিছানা গরম রয়েছে ইত্যাদি। এসবই হচ্ছে ভিত্তিহীন আজব গল্প। হাদীস গ্রন্থগুলোতে মি'রাজের ঘটনা বিস্তারিতভাবে

www.pathagar.com

উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ ধরনের কোনো বর্ণনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আত তাবারানী সংকলিত একটি হাদীসে এ বর্ণনাটি এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

ثُمَّ اَتَيْتُ اَصْحَابِيْ قَبْلَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ . فَاَتَانِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ . اَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَدِ الْتَمَسْتُكَ فِيْ مَكَانِكَ-

অর্থ : অতঃপর প্রভাতের পূর্বে আমি মক্কায় আমার সাহাবীদের নিকট ফিরে আসলাম। তখন আবু বকর আমার নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি গত রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি আপনার স্থানে আপনাকে তালাশ করেছিলাম, কিন্তু আপনার কোনো সন্ধান পাইনি।

মুজামুল কাবির লিত-তাবরানী : ৬৯৯৫

তখন তিনি মি'রাজের ঘটনা বললেন। হাদীসটির সনদের একজন রাবীকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং কেউ কেউ দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাত্রে মি'রাজে গমন করেন এবং শেষ রাত্রে ফিরে আসেন। সারা রাত্র তিনি মক্কায় অনুপস্থিত ছিলেন। এরূপ আরো ২/১ টি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতের কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন।

মাজমাউদ যাওয়াইদ ১/৭৫, ৭৬, আল মাতালিব লি ইবনে হাজার ৪/৩৮১

মি'রাজের ঘটনা একটি বিশাল অলৌকিক ঘটনা। এতে সময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। এটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিষয়। তিনি তাঁর নবীকে দিয়ে এ বিশাল ঘটনা এক রাতের মধ্যে সম্পাদন করিয়েছেন, এটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল কুরআনের لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا অর্থাৎ "যেন আমরা তাঁকে আমাদের কুদরাতের নিদর্শনাবলি দেখাতে পারি।" একথা এবং সহীহ হাদীস সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় এ ঘটনা সম্পাদনের জন্যে এক রাত নয়; বরং অসংখ্য রাতের প্রয়োজন; কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে অসংখ্য বছরের ঘটনাও এক মুহূর্তে ঘটানো সম্ভব।

www.pathagar.com

এখানে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত হয়নি, আল্লাহ ও রাসূলের নামে তা না বলা। কেউ যদি কোনো ঘটনার প্রতি গুরুত্বারোপ করে উদাহরণ পেশ করতে চায়, তবে আল কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকেই তা পেশ করা সম্ভব।

সূরা আল বাকারার ২৫৯ নং আয়াতে এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত মাওজুদ আছে-

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ۭ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۭ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۭ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَ انْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۭ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

"অথবা উদাহরণস্বরূপ সে ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা কর, যে এমন একটি জনপদে গিয়ে পৌঁছালো, যা উপুড় হয়ে পড়েছিলো। সে বলল, এ জনপদ, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, একে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে পুনরুজ্জীবিত করবেন? অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে আকস্মিকভাবে মৃত্যু দান করলেন এবং সে একশ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে থাকলো। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং প্রশ্ন করলেন : বলত কত সময় তুমি অবস্থান করছিলে? সে জবাবে বললো, একদিন অথবা তার কিয়দংশ মাত্র। মহান আল্লাহ বললেন, তুমি একশত বছর এভাবে অবস্থান করছিলে। তাকিয়ে দেখ তোমার খাদ্য ও পানীয় –এর দিকে। (মহান আল্লাহর কুদরাতে একশ বছরে) তার মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি। অন্যদিকে একবার তোমার (সওয়ারী) গাধাটার দিকেও তাকিয়ে দেখ (তা জীর্ণ হয়ে গিয়েছে)। আর আমরা এ অলৌকিক ঘটনা এজন্য ঘটিয়েছি যে, আমরা তোমাকে জনগণের জন্যে একটি নিদর্শন বানাতে চাই। এরপর তাকিয়ে দেখ, হাড়গোড়ের এ পাঁজরকে উঠিয়ে আমরা কীভাবে গোশত ও

www.pathagar.com

চামড়া দ্বারা ভরে দিচ্ছি। এভাবে মহান আল্লাহর কুদরাত বা অসীম ক্ষমতা যখন তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান।" সূরা বাকারা : আয়াত- ২৫৯

মহান আল্লাহ তাঁর আপন কুদরতে কোনো অলৌকিক কাজ সম্পাদন করার বিষয়টি যে আমাদের হিসেবের আওতার বহির্ভূত তার আরো একটি দৃষ্টান্ত আমরা আল কুরআনের সূরা আন নামল থেকে গ্রহণ করতে পারি-

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ. قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَ اِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ. قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۚ وَ مَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ-

অর্থ : সুলাইমান ﷺ বললেন, হে সভাসদবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে কে তার (সাবার সম্রাজ্ঞীর) সিংহাসন খানি আমার সামনে এনে দিতে পারে, আমার অনুগত হয়ে আমার নিকট তাদের উপস্থিত হবার পূর্বে? এক বিরাটকায় জিন নিবেদন করল, আপনার এ মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে আমি আপনার নিকট তা নিয়ে আসতে পারব। এ কাজ করার ক্ষমতা আমার আছে, আর সেই সঙ্গে আমি বিশ্বস্ত আমানতদারও বটে। কিতাবের জ্ঞানসমৃদ্ধ এক ব্যক্তি বলল, আপনার চোখের পলকের মধ্যেই আমি ঐ সিংহাসন (সাবার রাজধানী মারীব থেকে) আপনার নিকট নিয়ে আসতে সক্ষম। যখনই সুলাইমান ﷺ সেই সিংহাসনটি নিজের নিকট রাখা দেখতে পেলেন, অমনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, এটি আমার রব -এর অনুগ্রহ, যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি এ নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা আদায় করি, না কি অকৃতজ্ঞ থাকি। আর যে শোকর করে, তার

www.pathagar.com

শোকর তার নিজের জন্যেই মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে নাশোকর করে, তবে আমার রব মুখাপেক্ষীহীন, স্বতই মহান।

সূরা নামল : আয়াত- ৩৮-৪০

উল্লেখ্য যে, সুলাইমান ﷺ-এর দরবার থেকে সাবার সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন পর্যন্ত দীর্ঘ পথের দূরত্ব পাখির উড্ডয়ন হিসেবেও অন্তত দেড় হাজার মাইল ছিল। সুলাইমান ﷺ-এর দরবার সর্বোচ্চ ৩/৪ ঘন্টার জন্যে স্থায়ী হতো। এত দূর থেকে সম্রাজ্ঞীর বিরাট মূল্যবান সিংহাসন এত অল্প সময়ের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে আসা বর্তমান কালের হেলিকপ্টার অথবা দ্রুতগামী জেট বিমানের পক্ষেও সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজ থেকে ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁর বিছানা তখনো গরম রয়েছে ইত্যাদি ভিত্তিহীন কথা। বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনুস সায়্যিদ দরবেশ হুত (১২৭৬ হিঃ) এ বিষয় বলেন–

ذَهَابُهُ وَرُجُوْعُهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَلَمْ يَبْرُدْ فِرَاشُهُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের রাত্রিতে গমন করেন এবং ফিরে আসেন। কিন্তু তখনো তাঁর বিছানা ঠাণ্ডা হয়নি, একথাটির কোনো প্রমাণ নেই। আসনাল মাতালিব, পৃ. ১১২

মি'রাজ অস্বীকারকারীর মহিলায় রূপান্তরিত হওয়ার কথিত ঘটনাটিও বানোয়াট

আমাদের সমাজের প্রচলিত আরো একটি বানোয়াট কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, মি'রাজ রজনীতে মুহূর্তের মধ্যে এতো সব ঘটনা ঘটেছিলো বলে মানতে পারেনি এক ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি একটি মাছ ক্রয় করে তার স্ত্রীর নিকট দিয়ে নদীতে গোছল করতে যায়। পানিতে নেমে ডুব দিয়ে গোছল করার সময় সে হঠাৎ মহিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। একজন সওদাগর তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে যায় এবং পরে তাকে বিবাহ করে। অনেক বছর তারা উভয়ে এক সাথে ঘর সংসার করে। তাদের অনেক সন্তানাদি হয়। এ অবস্থায় একদিন সে নদীতে গোছল করতে আসলে পুরুষে রূপান্তরিত

www.pathagar.com

হয়ে পূর্বের বাড়িতে ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী এখনো মাছ কাটার মধ্যেই মাশগুল রয়েছে। এসবই মিথ্যা কাহিনী। হাদীসের নামে জালিয়াতি. পৃ. ২৭৬

জাল হাদীসের ভিত্তিতে রজব মাসের মর্যাদা ও এ মাসের বিভিন্ন আকর্ষণীয় ঘটনা

রজব মাসের ঘটনা, এ মাসের বিভিন্ন গরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এ মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সালাত, সিয়াম, দান-খয়রাত, দু'আ-মুনাজাত ইত্যাদি ইবাদত করলে কী ধরনের অকল্পনীয় সাওয়াব ও পুরস্কার পাওয়া যাবে এসবের বর্ণনায় বিস্তর মাওযূ হাদীস বানানো হয়েছে।

যেমন, বলা হয়ে থাকে, অন্য মাসের ওপর রজবের মর্যাদা তেমনি, যেমন সাধারণ মানুষের কথার ওপর কুরআনের মর্যাদা। এ মাসে নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সহযাত্রীগণ নৌকায় আরোহণ করেন। এ মাসেই নৌকা পানিতে ভেসেছিল। এ মাসেই রক্ষা পেয়েছিল। এ মাসেই আদম আলাইহিস সালাম-এর তাওবা কবুল হয়। এ মাসেই ইউনূস আলাইহিস সালাম-এর জাতির তাওবা কবুল হয়। এ মাসেই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়। এ মাসেই মুসা আলাইহিস সালাম-এর জন্যে সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হয়। এ মাসের প্রথম তারিখে রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন, ২৭ তারিখে মি'রাজ গমন করেন। এ মাসে সালাত, সিয়াম, দান-খয়রাত, যিকর, দরুদ, দু'আ ইত্যাদি। নেক আমল করলে এর সাওয়াব অনেক বৃদ্ধি পায়...ইত্যাদি সবই জাল হাদীস।

আল আসার, লাখনবী পৃ. ৫৮-৯০, আল আসরার, মোল্লা আলী কারী, পৃ. ১৬৬, লাতাইফ, ইবনে রাজাব, পৃ. ১/১৯৯, তাবয়ীনুল আজাব, ইবনে হাজার, পৃ. ৯-৮০

রজব মাসের বিশেষ সালাত সংক্রান্ত জাল হাদীস

রজব মাসে সাধারণভাবে এবং রজব মাসের ১তারিখ, ১ম শুক্রবার, ৩, ৪, ৫, ১৫, ২৭ তারিখ শেষ দিন ও অন্যান্য বিশেষ দিনে বা রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ সালাত আদায়ে অভাবনীয় পুরস্কারের ফিরিস্তি দিয়ে অনেক জাল ও বানোয়াট হাদীস প্রচার করা হয়েছে। আল্লামা ইবনু রজব,

www.pathagar.com

ইবনু হাজার আসকালানী, আস সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ একবাক্যে বলেছেন : রজব মাসে বিশেষ কোনো সালাত বা রজব মাসের কোনো দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ সালাত আদায় করলে বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে, এ মর্মে একটি হাদীসও গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল। কেননা, এসবই বানোয়াট।

আল মাসনূ, পৃ. ২০৮, আল আসার, পৃ. ৫৮-৯০, ১১১-১১৩।

রজব মাসের বিশেষ সিয়াম সংক্রান্ত জাল হাদীস

সবচেয়ে বেশি জাল হাদীস প্রচলিত হয়েছে রজব মাসের বিশেষ সিয়াম পালনের বিষয়ে। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, রজব মাসের সিয়ামের বিশেষ সাওয়াব বা রজব মাসের বিশেষ কোনো দিনে সিয়াম পালনের উৎসাহ জ্ঞাপক সকল হাদীসই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো কথাই নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি।

লাতাইফ, পৃ. ১/১৯৫-১৯৭, আল আসরার, মোল্লা আলী কারী, পৃ. ৩৩০, আল ফাওয়াইদ, শাওকানী, পৃ. ২/৫৩৯-৫৪১, কাশফুল খাফা, পৃ. ২/৫৬৭

২৭শে রজবের রাতের ইবাদত বিষয়ক জাল হাদীস

মি'রাজ রজনীতে ইবাদত বন্দেগী করলে বিশেষ কোন সাওয়াব হবে এ বিষয়ে একটিও সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীস নেই। মি'রাজ রজনী কোনটি তাই যেখানে হাদীসে বলা হয়নি, সেখানে রাত পালনের কথা আসে কীভাবে? তবে ২৭শে রজবের দিনে এবং রাতে ইবাদত বন্দেগীর ফযিলতের বিষয়ে কিছু জাল হাদীস প্রচলিত আছে। এসকল জাল হাদীস মি'রাজের রাত হিসেবে নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়াত প্রাপ্তির দিবস হিসেবে বা একটি ফযিলতের দিন হিসেবে ২৭শে রজবকে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে–

"রজব মাসের মধ্যে একটি দিন আছে, কেউ যদি সে দিন রোযা রাখে এবং সে রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তাহলে সে ১০০ বছর সিয়াম পালন করার ও রাত জেগে সালাত আদায় করার সাওয়াব লাভ করবে।

www.pathagar.com

সে দিন হলো রজব মাসের ২৭ তারিখ। এ দিনেই মুহাম্মাদ ﷺ নবুয়াত লাভ করেন। এ দিনেই সর্বপ্রথম জিবরাঈল ﷺ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতরণ করেন।" ইবনু হাজার, তাবয়ীনুল আজাব, পৃ. ৬৩

"যদি কেউ রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে ১২ রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়ে, সালাত শেষ হলে সে বসা অবস্থায়ই ৭ (সাত) বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে এবং এরপর চার বার 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা হাওয়ালা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম' বলে, এর পরদিন রোযা রাখে, তবে আল্লাহ তাঁর ৬০ বছরের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। এ রাতেই মুহাম্মাদ ﷺ নবুয়াত পেয়েছিলেন।"

আল আসার, আঃ হাই লখনবী, পৃ. ৫৮, তাবয়ীনুল আজাব, ইবনু হাজার আসকালানী, পৃ. ৫২

অন্য একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ–

"রজব মাসের ২৭ তারিখ আমি নবুয়াত পেয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দিনে রোযা রাখবে, তা তার ৬০ মাসের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।" তাবয়ীনুল আজাব, পৃ. ৬৪; তানযীহ পৃ. ২/১৬১।

আরো একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে, ইবনুল আব্বাস ﷺ ২৭শে রজবের সকাল থেকে ইতিকাফ আরম্ভ করতেন। জোহর পর্যন্ত নামাযে মাশগুল থাকতেন, জোহরের পর অমুক অমুক সূরা দিয়ে চার রাকআত বিশেষ সালাত আদায় করতেন এবং আছর পর্যন্ত দু'আতে থাকতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

আল আসার, আবদুল হাই লখনবী, পৃ. ৭৮

ইবনে হাজার আল আসকালানী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আজলুনী, আবদুল হাই লাখনবী, দরবেশ হুত প্রমুখ মুহাদ্দিস বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭শে রজবের ফযিলত, এ তারিখের রাতের ইবাদত, দিনে সিয়াম পালন বিষয়ে বর্ণিত সকল কথাই বানোয়াট জাল ও ভিত্তিহীন।

ইবনে হাজার আসকালানী, তাবয়ীনুল আজাব, পৃ. ৬৪; মোল্লা আলী কারী, আল আসরার, পৃ. ২৮৯, আজলুনী, কাশফুল খাফা ২/৫৫৪, আবদুল হাই লাখনবী, আল আসার, পৃ. ৭৭-৭৯।

www.pathagar.com

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য

'তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, হাফেজ আবু নাঈম ইস্পাহানী দালায়েলুন্নবুয়ত গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সনদে মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুযীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে দিহইয়া ইবনে খলিফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দিহইয়ার পত্র পৌঁছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছু সংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গিরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবু সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটি মাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গিরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নিবেন। আমি বললাম, আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কী? আবু সুফিয়ান বললো, নবুয়তের এই দাবিদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

www.pathagar.com

ইলিয়ার (বায়তুল-মোকদ্দাসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ সম্পর্কে কীরূপে জানেন? সে বললো, আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হলো না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হলো না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না।) মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোনো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল, কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়? আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মাসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোনো জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গিদেরকে বলেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবতঃ এ কারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তো বা আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাত্রে তিনি আমাদের মাসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরো বিশদ বর্ণনা দিলেন। ইবনে কাছীর : ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

মি'রাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ শরীফ ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ এই মি'রাজকে কেন্দ্র করে যত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, আমার মনে হয়, একমাত্র তক্‌দীর ও স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা ব্যতীত এত বিতর্ক ইসলামের আর কিছু নিয়ে হয়নি। মি'রাজ যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে ঘটেছিল, তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই; যত মতভেদ হয়েছে একমাত্র এর প্রকার বা স্বরূপ নিয়ে। অর্থাৎ এই নিয়ে যে, মি'রাজ সত্যি সত্যি দৈহিকভাবে কোন নির্দিষ্ট লোকেই সংঘটিত হয়েছিল, না এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা তাঁর দেখা কোন স্বপ্ন ?

অবশ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা স্বপ্নও যে বাস্তব ও সত্য এবং যে কোনও মুসলমানকে যে সেসবকে তাই বলেই স্বীকার করে নিতে হবে, তাতে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। তাই, মি'রাজ যে দৈহিকভাবেই ঘটেছিল বা ঘটতে পারে, এটা মেনে নিতেই বা বাধা কিসের? কিন্তু বাধা এসেছে মি'রাজকে কেন্দ্র করে। এত মতভেদ হওয়ার কারণ বোধ হয় এই যে, মি'রাজ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উর্ধ্বলোক ভ্রমণকে এ যাবতকাল যুক্তি বা বিজ্ঞানের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়নি। অবশ্য শুধু এই মি'রাজকেই মাত্র নয়, ইসলামের ধর্মীয় আকাইদের অনেক বিষয়কেই যুক্তি বা বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়নি, যায়ও না। তথাপি আকাইদের আর সব বিষয়ের চাইতে মি'রাজকে যুক্তি বা বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস এবং তদ্দরুণ উদ্ভূত এত বাদানুবাদের কারণ সম্ভবত এই যে, আকাইদের অন্যান্য বিষয়ের মতো এটা কেবলমাত্র কোন 'অদৃশ্যে বিশ্বাস'-এর ব্যাপার নয়, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনেরই একটা ঘটনা। আর বিশ্লেষণের সাহায্যে ঘটনার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তথা যুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে তাকে বুঝে নেয়ার প্রবণতাটা মানুষের সহজাত। সে সবকিছুর যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক জবাব পেতে চায়।

www.pathagar.com

সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয়, এ যুক্তিজ্ঞান জিনিসটাই হচ্ছে মানুষের প্রতি স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ অথচ সবচাইতে মারাত্মক দান। এ যুক্তিজ্ঞানই তাকে দিয়েছে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠের মর্যাদা, আবার অপরদিকে এটাই তাকে পরিণত করে সৃষ্টির নিকৃষ্টতর জীবে। সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ ও তার বিশ্লেষণে যুক্তির অনুশীলনই তাকে প্রদান করে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কিত চরম জ্ঞান, পক্ষান্তরে অস্তিত্বের সবকিছুতে এ যুক্তির প্রয়োগই শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে যায় অজ্ঞেয়তাবাদ বা সংশয়বাদ তথা অবিশ্বাস বা কুফরীর গভীরতম আধারে। কারণ যুক্তির প্রতি অত্যধিক অনুরাগই তাকে তার এ যুক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কের অজ্ঞ করে ফেলে এবং তার ফলে এটা সে বুঝতে পারে না যে, সৃষ্টিতে এমন সব বিষয়-ব্যাপারও আছে যা যুক্তির অনধিগম্য। সুতরাং সীমাবদ্ধ এই যুক্তি-জ্ঞানের সাহায্যে সৃষ্টির যেটুকু সে বুঝতে সক্ষম হয়, সেটুকুকে সে বলে নিছক প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক– সুতরাং অকিঞ্চিৎকর, আর এই যুক্তির অনধিগম্যতার কারণে সৃষ্টির যা কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না, তাকেই সে অবাস্তব, বা 'কিছুই নয়' বলে প্রত্যাখ্যান করে, করে অবিশ্বাস। সত্যের সন্ধান সে কোন অবস্থাতেই পায় না।

তাছাড়া যে কোন যুগের যুক্তিজ্ঞান নির্ভর করে সেই যুগের মানুষদের ভূয়োদর্শনলব্ধ বা অভিজ্ঞতালব্ধ অর্থাৎ, সেই যুগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণাদি দ্বারা বিশ্ব সম্পর্কে যে জ্ঞান বা ধারণা মানুষ গঠন করে, তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সে যুগের মানুষদের যুক্তিজ্ঞান, আর এরই সাহায্যে সে ব্যাখ্যা করতে চায় অতীত ও বর্তমানের সবকিছুকে এবং নির্ধারণ করতে বা জানতে চায় ভবিষ্যতকে। কিন্তু আজকের এ উন্নত বিজ্ঞানই একথা বলে যে, বিশ্বের বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে গঠিত জ্ঞান দিয়ে বিশ্ব সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয়া যায় না। কারণ, যাদের উপর ভিত্তি করে এরূপ করা যেতে পারতো, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা প্রকৃতির সেই কার্যকারণ সম্বন্ধ ও নির্দিষ্টকরণ নীতি দু'টো ধ্বংস করেছে। আর ভূয়োদর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়া মানুষের এ বিশ্বদৃষ্টি এবং তদ্‌ভিত্তিক যুক্তিজ্ঞান যে কত পরিবর্তনশীল এবং এককালের বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও সিদ্ধান্ত যে পরবর্তীকালের মানুষদের কাছে কিরূপ ভ্রান্ত ও হাস্যকর বলে প্রতিপন্ন

www.pathagar.com

হয়, মানুষের বিগত দিনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সুতরাং এরূপ অস্থির ও কল্পনাভিত্তিক এবং অপূর্ণ যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজকে যে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাবে না এবং তাই মি'রাজের উপর বিভিন্ন জ্ঞানীর বিভিন্নরূপ অনুমানঘটিত যুক্তির প্রয়োগ যে মতভিন্নতার সৃষ্টি করবে, এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু তথাপি এ অত্যাধুনিককালে মূলত জড়াশ্রয়ী হয়েও বিজ্ঞান যেসব যুগান্তকারী তথ্যের সন্ধান দিয়েছে, তার আলোকে অনেক আঁধারই দূর হয়ে গেছে এবং সশরীরে মি'রাজসহ ইসলামের আরও অনেক কিছুই আজ বিজ্ঞানের উপলব্ধিযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে মি'রাজসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ের উপলব্ধিতে আগ্রহী পাঠকের চিন্তার উপর আমি আধুনিক বিজ্ঞানের এইসব তথ্যেরই আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি।

আমার পক্ষে এটা যে একটা দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা, তা আমি স্বীকার করছি। কারণ, আমি শরী'আতের আলিমও নই, বিজ্ঞানীও নই। তবে একদা আমি বিজ্ঞান শিখতে গিয়েছিলাম, আর আজ ইসলামকে জানার চেষ্টা করছি, এই যা। কাজেই এটুকুমাত্র সম্বল নিয়ে এতবড় একটা জটিল ও গুরুতর বিষয়ে কথা বলতে যাওয়া আমার পক্ষে অনধিকার চর্চাই বটে। তথাপি বলছি এজন্যে যে, এ সম্পর্কে যুগের একটা তাগিদ উঠেছে বলে মনে হয়, অথচ এ ব্যাপারে কথা বলার ন্যায্য অধিকার যাঁদের আছে বলে আমরা জানি বা মানি, তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে একরূপ নির্বাক। শরী'আতের যাঁরা আলিম তাঁরা নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তার দরুন এ সম্পর্কে যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন আলোচনার দাবিকে সংশয়ী বা অবিশ্বাসীর ধৃষ্ট মনোভাব প্রসূত বলে মনে করে এ ব্যাপারে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। তেমনি অপর পক্ষ-অর্থাৎ, মুসলিম বিজ্ঞানীরাও আধুনিক বিজ্ঞান মি'রাজসহ ইসলামের অন্যান্য শিক্ষার কতটুকু বুঝতে পারে বা পেরেছে, সে সম্পর্কে সাধারণ্যে কিছু প্রকাশ করছেন না। হয় আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে কিংবা অন্যভাবে নিজেদের ঈমানকে তাঁরা এরূপ দৃঢ়ীভূত করে নিয়েছেন যে, আলিম সম্প্রদায়ের মতোই তাঁরাও এ ধরনের দাবিকে উপহাস করে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চান না অথবা পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও

www.pathagar.com

ধর্ম-বিবর্জিত ধারার প্রতি আসক্তিহেতু তাঁরাও নিজ নিজ ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে থাকেন এবং সেই হেতু ইসলাম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের বিষয় নিয়েও মাথা ঘামান না এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামের শিক্ষাসমূহকে সাধারণের বোধগম্য করে তুলে ধরে দ্বীনকে মজবুত করারও প্রয়োজনবোধ করেন না। অথচ মূলত দায়িত্বটা তাঁদেরই। কারণ, তাঁরাই বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল, আর এসব তথ্যের যাঁরা আবিষ্কর্তা, তাঁরা সব অমুসলিম তো বটেই, যে কোন ধর্ম সম্পর্কেও একরূপ উদাসীন বিধায় তাঁরা তো ইসলামের শিক্ষাসমূহকে এসব তথ্যের আলোকে উপস্থাপিতই করবেন না।

আলিম ও ঈমানদার বিজ্ঞানী পাঠক যেন এ মন্তব্যের জন্যে আমার উপর গোস্বা না হন; তাঁদেরকে কোনভাবে আহত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা শুনে থাকি যে, ইসলাম বিজ্ঞানের সমর্থক; ইসলামে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান দুই-ই অনুমোদিত। অথচ বর্তমানের এ উন্নত বিজ্ঞানের যুগে আমরা একদিকে ধর্ম ও অপরদিকে বিজ্ঞানের মধ্যে একটা দোটানা অবস্থার মধ্যে নিপতিত রয়েছি। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানভিত্তিক বর্তমান সভ্যতা তথা বিজ্ঞানই আমাদের কাছে পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনভিজ্ঞতা এবং উভয়ের সামঞ্জস্য সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবই সম্ভবত আমাদের এ মনোভাবের কারণ। কাজেই কেবল এ মি'রাজই নয়, ইসলামী আকাইদের অন্য যে সমস্ত বিষয় আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে উপলব্ধিযোগ্য, সেগুলো সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা দ্বারা আমাদের এ অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের প্রয়োজনীয়তা এবং এ ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকার গুরুত্বের কথা তুলে ধরাই আমার উক্ত কথা কণ্ঠটির মূল উদ্দেশ্য। আর এ কাজে তাঁদের মতো যোগ্য ও অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে আরও উন্নততর আলোচনাসহ অগ্রগামী হওয়ার আহ্বান জানিয়েই বিজ্ঞানের মি'রাজ উপলব্ধি সম্পর্কিত আমার এ দ্বীন প্রচেষ্টা পাঠকের খিদমতে পেশ করছি।

www.pathagar.com

ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা

ইসলামী মারিফাত বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিকে তিনটি আলম বা জগতে বিভক্ত করে। এ তিনটি স্তরের প্রথমটি হচ্ছে আলমে শাহাদাত বা আলমে খাল্‌ক্- অর্থাৎ, ব্যক্ত-জগত বা সৃষ্ট-জগত। এটি হচ্ছে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (যন্ত্র সহযোগে বিংবা যন্ত্র ব্যতিরেকে) বস্তু ও শক্তিসমূহে গড়া শব্দ-রূপ-রস-গন্ধে ভরা এ বস্তু-জগত বা জড়-জগত। মানুষের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি এ জগতেরই ব্যাপার এবং আমাদের জ্ঞাত প্রকৃতি (Nature)-ও এ জগতেরই বিষয়। এখানেই সংঘটিত হয় জড় দেহাবদ্ধ মানুষের ক্রিয়াকর্ম– তার যাবতীয় আমল। ইন্দ্রিয়লব্ধ মানুষের যাবতীয় পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণও এ আলমে-খাল্‌কের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মারিফাতের দৃষ্টিতে সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে আলমে গায়েব বা অদৃশ্য-জগত। এটি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়রাজির জ্ঞানের অতীত এক সূক্ষ্ম জগত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পরিমাপাদির আওতা বহির্ভূত এ জগত আমাদের জ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মাদির অতীত। উর্ধ্বে 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' পর্যন্ত এর সীমা, ফেরেশতারা পর্যন্তও যার উর্ধ্বে গমন করতে অক্ষম। রূহ্ বা আত্মাগণের আবাসস্থল বিধায় এটিকে আলমে 'আরওয়াহ্' বা রূহানী-জগতও বলা হয়।

সর্বশেষে মারিফাত বর্ণিত সৃষ্টির তৃতীয় স্তর হচ্ছে আলমে মিসাল অর্থাৎ প্রতিরূপ জগত বা বরযখ। এ স্তরটিই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি হচ্ছে পূর্ববর্তী জগত দুটোরই অবিকল প্রতিরূপ–ঠিক যেন দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। জড়-জগত ও রূহানী-জগতের জড় ও অজড় সবকিছুই এখানে প্রতিবিম্বিতরূপে বর্তমান। মানুষের ক্রিয়াকলাপসহ বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা এবং হায়াত-মউত, জ্ঞান, বিবেক প্রভৃতি যাদের কোন দৈহিক আকার বা আত্মিক রূপ-চেহারা নেই, তারাও এখানে রূপ ও বর্ণ গ্রহণ করে প্রকাশিত থাকে। রূহ এবং ফিরিশতারা নিম্নতর জগতে দেহহীন হলেও উর্ধ্ব জগতে দেহবিশিষ্টরূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ জগতের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এ জগতে স্থান ও কাল বলে কিছু নেই; এটা লা-মাকান ও লা-যামান-এর স্তর। অর্থাৎ এখানে,

www.pathagar.com

এখন বা এ মুহূর্ত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা স্থানের যে সীমাবদ্ধ ধারণা কিংবা ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতরূপে কালের যে বিভাগ আমরা আলমে শাহাদাৎ তথা, এ পৃথিবীতে অনুভব করি, স্থানের বা কালের সেরূপ কোন সীমা বা বিভাগ এ আলমে মিসালে নেই; স্থান এবং কাল এখানে স্থবির ও গতিশূন্য। এখানে সবই বর্তমান, সবই সর্বলোকের; স্থান-কাল এখানে পরস্পরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে। প্রবাহবিহীন কাল এবং সীমাবিহীন স্থানের এ চির বর্তমান ও সর্বলোকের মধ্যেই বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার চিরস্থায়ী সংঘটন। এখানেই 'লওহে মাহফূয' বা সেই সংরক্ষিত ফলক যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বিশ্বের সবকিছুর রূপ বা চিত্র অর্থাৎ, তাদের তক্‌দীর সংরক্ষিতরূপে বর্তমান। এখান থেকেই নিম্নতর জগতগুলোর ঘটনাবলি আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশরূপে প্রথমে সিদরাতুল মুন্‌তাহায় এবং অতঃপর সেখান থেকে নির্ধারিত ফিরিশতাদের মাধ্যমে আলমে গায়বে কিংবা আলমে শাহাদতের সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে সংঘটিত এবং প্রবাহমানকালের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ঘটনারূপে ব্যক্ত হয় সে জগতের স্থান কালাবদ্ধ জ্ঞানের কাছে, আর সেটাকেই মানুষ ধারণা করে একটা নতুন ঘটনা তথা নব সৃষ্টিরূপে। পার্থিব জগতে তক্‌দীরের এ প্রকাশই 'কাযা' এবং মিসালিক জগতে অস্তিত্বশীল বস্তু বিষয়াদির এ পার্থিব বা বাস্তব রূপ অভিব্যক্তিই সৃষ্টিক্রমরূপে জ্ঞাত। সম্ভবত এ হিসেবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে একটা নতুন বিষয়ে ব্যাপৃত আছেন অথচ তিনি চির অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন, শাশ্বত, আর তাঁর ইচ্ছাই সৃষ্টিরূপে অভিব্যক্ত। আলমে গায়েব এবং আলমে মিসালকে যুক্তভাবে আলমে আমর বা হুকুমের জগতও বলা হয়।

উপরে আলমে মিসালের বর্ণনা প্রসঙ্গে একে নিম্নতর দু' জগতের প্রতিবিম্বরূপে বর্ণনা করায় কেউ যেন এটাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে না করেন। কেবল বুঝাবার সুবিধার জন্যেই এরূপ করা হয়েছে; আসলে এটাই প্রাথমিক। আল্লাহর ইচ্ছাই প্রথমে আলমে মিসালে অভিব্যক্তি তথা এক ধরনের অস্তিত্ব লাভ করে নিম্নতর জগতে প্রকাশিত হয়; আর পৃথিবীর বস্তু-বিষয়াদির আকার-আকৃতি এ আলমে মিসালের আকার-আকৃতির অনুরূপই হয়।

www.pathagar.com

মারিফাতের এ সৃষ্টিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শরী'আত মি'রাজের যে স্বরূপ বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে এই যে, মাসজিদুল হারাম বা কা'বা শরীফ থেকে মাসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে জড় জগতে ভ্রমণ করেন। তারপর সেখান থেকে তিনি আলমে গায়েব বা সূক্ষ্ম জগতে এবং সর্বশেষ আলমে মিসাল বা প্রতিরূপ জগতে প্রবেশ করেন এবং এখানেই স্থান-কালের অতীত অবস্থায় তিনি সৃষ্টির সমস্ত রহস্য অবগত হন এবং পৃথিবীর হিসাবের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সবকিছু অর্থাৎ, সৃষ্টির আদি থেকে তখন পর্যন্ত নিম্নতর জগতে ব্যক্ত এবং তখনও যা সে জগতের জ্ঞানের কাছে ব্যক্ত হয়নি, সেসব চাক্ষুস দর্শন করেন এবং আল্লাহর দীদার লাভ ও তাঁর সঙ্গে কথোপকথন সম্পন্ন করে পুনরায় জড় জগতে ফিরে আসেন এবং ফিরে এসে দেখেন যে, পৃথিবীর হিসাবের সময় ইতোমধ্যে রাত্রির কিয়দংশ তথা সামান্য একটুর বেশি অতিবাহিত হয়নি। সংক্ষেপে এটাই শরীআতী উপলব্ধি। এবার বিজ্ঞান কিভাবে এই মি'রাজকে বুঝতে পারে, সে কথাই আলোচনা করা যাক। কিন্তু তার আগে সৃষ্টি, তথা বিশ্ব সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা অবহিত হওয়া দরকার।

বিশ্ব সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা

বিশ্ব সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা কী, সে সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনা 'বিশ্বের স্বরূপ সন্ধানে বিজ্ঞান' নামক প্রবন্ধে এসেছি। অনুসন্ধানী ও অধিকতর জ্ঞাতেচ্ছু পাঠক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রামাণ্য ব্যক্তিবৃন্দের মূল গ্রন্থাদিও সন্ধান করে দেখতে পারেন। এ প্রামাণ্য ব্যক্তিবৃন্দের উদ্ধৃতি সমৃদ্ধ একটি ধারাবাহিক আলোচনা পাকিস্তানের এককালীন শিক্ষামন্ত্রী মরহুম এ. টি. এম. মোস্তফা সাহেবও করেছিলেন তৎকালীন দৈনিক আজাদ পত্রিকায়। এ সম্পর্কে এত তথ্য বহুল সারগর্ভ কোন আলোচনা বাংলা ভাষায় আর হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইচ্ছুক পাঠক তা থেকেও অনেক জ্ঞান পেতে পারবেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে সবের বিস্তারিত পুনরুল্লেখের মধ্যে আমি যাব না। এখানে আমি শুধু মূল ধারণাগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করবো।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান বর্ণিত বিশ্ব ইসলামী মারিফাত বর্ণিত বিশ্বের মতোই তিনটি স্তরে বিভক্ত– জড়বিশ্ব, অতীন্দ্রিয় জগত ও ঋণাত্মক পদার্থ (Anti-matter) জগত বা প্রতিরূপ জগত। এ তিনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও স্বরূপ নীচে দেয়া গেল।

বিজ্ঞানের প্রথম জগতটি হচ্ছে জড়-জগত বা বস্তু-জগত যা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছে জ্ঞাত-জড় পদার্থ এবং তাপ, আলোক, শব্দ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি জড় শক্তিরাজিই যার গঠনমূলক একক। উনবিংশ শতকের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে যান্ত্রিক ও জড়বাদী রূপ, সে বিজ্ঞানের কাছে এটাই ছিল একমাত্র ও বাস্তব-জগত। তখনকার বিজ্ঞানের কাছে ওজন ও পরিমাপের অতীত আর সবকিছুই ছিল অবাস্তব। আজকের বিজ্ঞান যে ওজন ও পরিমাপের অতীত সত্তাসমূহকেও স্বীকার করে, সে কথা আমি পরে বলবো, তবে ওজন ও পরিমাপের অধীন জিনিসগুলোই যে জড় জগতের বিষয় এবং একমাত্র এরাই যে বিজ্ঞানের যান্ত্রিক ও ইন্দ্রিয়নির্ভর পদ্ধতিসমূহের অধিগম্য, এটা আজকের বিজ্ঞানের কাছেও স্বীকৃত এবং এদের দ্বারাই গঠিত আমাদের এ প্রাকৃতিক-জগত। এর আগে অবশ্য বিজ্ঞান পদার্থ ও শক্তি– জড়-জগতের গঠনকারী এ দু'টো উপাদানকে দু'টো স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করতো কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দশকে পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত আল্‌বার্ট আইন্‌স্টাইনের 'ভর ও শক্তির তুল্য মূল্যতা' তথ্যের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা দু'টো স্বতন্ত্র সত্তা তো নয়ই, এদের কোনটিই প্রাথমিকও নয়, এদের আসল স্বরূপ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ধারণার কথাও আমরা পরে জানতে পারবো, তবে এটা আজ একটা স্বীকৃত সত্য যে, ভর ত্যাগ করে পদার্থ যখন আলোর গতিবেগে (সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল) ছুটে চলে, তখন তা হয় শক্তি, আবার এ শক্তিই যখন 'ঘনীভূত' হয়ে ভরনির্ণয়যোগ্যরূপে দৃশ্য ও গতিহীন হয়ে ওঠে, তখন তা হয় পদার্থ এবং পদার্থ শক্তির এ পারস্পরিক রূপান্তরের লীলাক্ষেত্রই এই ভৌতিক জগত যার মধ্যে পদার্থে গড়া মানবদেহের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস। সমস্ত জড় প্রকৃতিই এই পদার্থ শক্তি থেকে উদ্ভূত। দৃশ্য এবং বিজ্ঞানের যান্ত্রিক পদ্ধতির জ্ঞাতব্য ও জ্ঞেয় এ জড় বিশ্ব সসীম হলেও এর গোলীয় পরিসীমা

www.pathagar.com

সতত প্রসারণশীল, সুতরাং অস্থির। তথাপি এর এই ক্রমবর্ধমান বিশালত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান যে স্থূল একটা ধারণা দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল গতিবেগে চলমান একটি আলোকরশ্মির পক্ষে একবার এর চারদিকে ঘুরে আসতে সময় লাগবে পৃথিবীর হিসেবে কুড়ি হাজার কোটি বৎসর। বিজ্ঞানের এই জড় জগত আর মারিফাতের আলমে খাল্‌ক্ বা আলমে শাহাদাত অভিন্ন।

বিজ্ঞান বর্ণিত বিশ্বের দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে অতীন্দ্রিয় জগত। "বিজ্ঞানের অতীন্দ্রিয় জগত" কথাটি সত্যিই অবিশ্বাস্য। কারণ সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয় সর্বস্ব এবং তাই বিজ্ঞান ও অতীন্দ্রিয় শব্দ দুটো বিপরীত তাৎপর্যবাহী। এক সময়ে অবশ্য তাই-ই ছিল। উনবিংশ শতকের যান্ত্রিক ও জড় বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক শব্দগুলোকে মানুষের দার্শনিক ও ধর্মীয় মনোভাব প্রসূত বলে উপহাস করতো। কারণ, সে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকেই একমাত্র বাস্তব এবং মানবাত্মাসহ ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয়াদিকে অজ্ঞতা প্রসূত অবাস্তব কল্পনা অথবা 'কিছুই নয়' কিংবা নিছক জড় সত্তারই 'অকার্যকর উপজাত'-রূপে ঘোষণা করে সে সবকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিল এবং 'স্রষ্টার অস্তিত্ব ছাড়াই' সৃষ্টির ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাচ্ছিল। ফলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বা ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে একটা দুর্লংঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে এ ব্যবধান ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করে। পদার্থ ও কর্মশক্তির অভিন্নতা তথ্য থেকে একটি চিন্তা বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে, এই পদার্থ ও কর্মশক্তির কোনটিই যদি স্বতন্ত্র বা প্রাথমিক সত্তা না হয়, তাহলে আসলে এরা কি? তাঁরা চিন্তা করলেন যে, মানুষের জ্ঞানের কাছে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রেও মাধ্যেমে যা শক্তি, অপর যন্ত্রের মাধ্যমে অন্য সময়ে তাই-ই যখন আবার পদার্থরূপে ধরা পড়ে, তখন এরা অবশ্যই এমন অপর কোন তৃতীয় সত্তার এহেন বিভিন্নরূপ প্রকাশ, যে সত্তার সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির তথা ইন্দ্রিয়ের বোধের অতীত, -ক্রমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার, বিশেষ করে পদার্থ বিদ্যা, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে এদের সাহায্যে সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ ও তার ব্যাখ্যা প্রচেষ্টার ইন্দ্রিয়জ বিশ্বের দিগন্ত রেখায় এমন কতকগুলো মৌলিক

www.pathagar.com

বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো যেগুলোকে ব্যাখ্যা করা নিছক জড়াত্মক ধারায় সম্ভব হলো না; যার ফলে দর্শকরূপে মানুষ এবং বিজ্ঞান বর্ণিত জগতের মধ্যে পার্থক্য গভীরতর হতে লাগলো এবং ইন্দ্রিয়বদ্ধ মানুষ ও তার যান্ত্রিক বিজ্ঞান থেকে "যাই কিছু বাস্তব সত্য তা যেন ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগলো" এবং সে বুঝতে শুরু করলো যে, এতদিন যে জগতটাকে সে 'সত্য ও বাস্তব' জগত বলে জানতো, সেটা আসলে তার নিজ 'ইন্দ্রিয় নিচয়ের গড়া' একটা জগত-'একটা কারাগার' যার মধ্যে তার নিজ সত্তাটি এমনভাবে আবদ্ধ যেখান থেকে বের হওয়ার 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও পথই' তার সামনে খোলা নেই। কাজেই প্রকৃত সত্যের সন্ধানে বাধ্য হয়ে বিজ্ঞানকে তার যান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহকে অপ্রচুর বলে বর্জন করতে হলো এবং তাকে তার 'ইন্দ্রিয়ের ভীড়ের' উর্ধ্বে উঠে এমন সব গাণিতিক প্রতীকের আশ্রয় নিতে হলো বা অন্যবিধ এমন সব পন্থা অবলম্বন করতে হলো যেগুলো মোটেই বাস্তব নয়, কারণ 'প্রকৃত সত্যের এই যে জগতের সন্ধান সে পেয়েছে তা স্থূল ইন্দ্রিয়ের এবং যন্ত্র-সীমার বাইরে।' এইভাবে আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনের পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের ব্যবধান ঘুচে গেল; বিজ্ঞানী পরিণত হলো দার্শনিকে।

যা হোক, এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভীড়ের উর্ধ্বে উঠে এবং তার যান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহের আহমিকা বর্জন করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিজ্ঞান আজ সবেমাত্র সেই সত্যেরই সন্ধান পেয়েছে, দার্শনিক এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের মন ও ধর্মীয় চেতনা বহু যুগ আগেই যা লাভ করেছে এবং ইতোমধ্যে সে জগতের অনেক কিছুই সে জেনেও নিয়েছে। সত্যের এই জগতে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নবাগত বিধায় এ জগতের বিস্তারিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সে এখনও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হলেও, এটুকু আজ সে খুব ভাল করেই জানতে পেরেছে যে, দার্শনিকের বিশ্ব এবং তার নিজের বিশ্ব এখন অভিন্ন এবং "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জড় জগতের অন্তরালে নিত্য সত্যরূপে যা বর্তমান, তার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক।" এ যাবতকাল বিজ্ঞান ছিল সম্পূর্ণ জড়বাদী এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার না করেই সৃষ্টিকে বোঝার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই নতুন জগতের সন্ধান পাওয়ার পর বিজ্ঞান এখন হয়েছে সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয়বাদী এবং এখন সে

www.pathagar.com

স্রষ্টা বিশ্বাসীও। পদার্থ ও শক্তির লীলাক্ষেত্ররূপে জ্ঞাত এই জড় জগত এখন আর তার কাছে মোটেই বাস্তব নয়, এরা এখন বিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রমাণের অতীত অথচ বিজ্ঞানেরই জ্ঞানযোগ্য ও জ্ঞাত অপর কোন তৃতীয় 'ভাব'-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ অভিব্যক্তি, আর এই 'ভাব' ও যে এক "ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, অনন্ত, ঊর্ধ্বতন ও উদ্দেশ্যময় বিশ্ব আত্মা" -র মনের ভাব, তথা তার ইচ্ছাশক্তিরই প্রকাশ, একথা জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞান এখন 'তার হুকুমেই এ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল' ইসলামের এই ঘোষণার উপরই ঈমান এনেছে। "বস্তু জগত আজ আমাদের কাছে একটা বিরাট চিন্তারূপেই প্রতীয়মান" এবং তা এক বিশ্বময় বিশিষ্ট সত্তার চিন্তা-থিওসফির ভাষায় বলতে গেলে, তার চিন্তামূর্তি। অর্থাৎ তার চিন্তা বা ইচ্ছাটাই বাস্তব জগতরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আসল সত্য যা, তা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। "কুন, ফা ইয়াকুন"-এর 'কুন' কোনও উচ্চারণ নয়, -এ একটা সুতীব্র ইচ্ছা (volition)।

অতএব, বিজ্ঞান আজ আল্লাহ-বিশ্বাসী অতীন্দ্রিয়বাদী এবং মারিফাতের আলমে গায়েব বা আলমে আমর অর্থাৎ অদৃশ্য বা হুকুমের জগত তথা আধ্যাত্মিক জগত আর বিজ্ঞানের অতীন্দ্রিয় জগত অভিন্ন বলেই মনে হয়।

এরপর বিজ্ঞানের তৃতীয় জগতের কথায় আসা যাক। বস্তু জগত ও অতীন্দ্রিয় জগত ছাড়াও বিজ্ঞান আরও একটি জগতের অস্তিত্বের সন্ধান এই অতি ইদানিংকালে পেয়েছে। এটি হচ্ছে ঋণাত্মক পদার্থের বা বস্তু-বিপরীত সত্তার (Anti-matter বা Minus-matter) জগত। বিজ্ঞান এ যাবতকাল পদার্থকে এরূপ একক (unique) বলে মনে করে এসেছে যার আর কোনও জুড়ি নেই। মূলত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎবিশিষ্ট অর্থাৎ দুই বিপরীতধর্মী কণিকাই যে পদার্থেও পরমাণুর, তথা পদার্থের গঠনমূলক একক এবং তাই তাদের সম-সংখ্যকের সমন্বয়ে উদ্ভূত পরমাণু গঠিত পদার্থ যে সম্পূর্ণ একক ও নিরপেক্ষ, এটাই বিজ্ঞান জানতো, পদার্থেরও বিপরীত একটি সত্তা এ বিশ্বে আছে, এটা বিজ্ঞানের জানা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি ডা. লিন্ডন লিডারম্যান নামে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক পদার্থ বিজ্ঞানী ও তার অন্যান্য আন্তর্জাতিক সহযোগিরা নিউইয়র্কেও ব্রুক হেভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীতে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পারমাণিবিক

www.pathagar.com

বিচূর্ণকারী, তিন হাজার তিনশত কোটি ভোল্ট-এর সিংক্রটনের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে এ্যান্টি ডিউটেরন Anti-Deuteron অর্থাৎ দ্বিগুণ ভর-বিশিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণুর বিপরীতধর্মী পরমাণু) নামে যে নতুন মৌলিক উপাদান আবিষ্কার করেছেন তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এ্যান্টি ইলেকট্রন, এ্যান্টি প্রোটন প্রভৃতির অস্তিত্বের মতই বস্তু-বিপরীত (Anti-matter) সত্তার অস্তিত্ব; সুতরাং তাদের দ্বারা গঠিত একটি বস্তু-বিপরীত জগতও এ সৃষ্টিতে আছে। আর যথাসাধ্য অনুসন্ধানের পর এটাও জানা গেছে যে, এই এ্যান্টি ম্যাটার বা বস্তু-বিপরীত সত্তাটি "এই প্রাকৃতিক জগতের কোথাও অনুপ্রবিষ্ট নেই।" কারণ, ম্যাটার ও এ্যান্টি-ম্যাটার সহ অবস্থানে অবস্থিতি করতে পারে না। সেরূপ অবস্থায় 'ফোটন' নামক শক্তিকুার সৃষ্টির মাধ্যমে তারা পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে ধক্ষংস করে। এ বিশ্বের সৃষ্টিমূলে যে একটি "বিস্ফোরণের" কথা বিজ্ঞান বিশ্বাস করে, তখন থেকেই এই ম্যাটার ও এ্যান্টি-ম্যাটার সম পরিমাণে সৃষ্ট হয়েছে। এ্যান্টি-ম্যাটারের এই জগতটি ঠিক কোথায় অবস্থিত, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আমাদের এই বস্তু জগত থেকে অনেক-অনেক দূরে, "in some remote corner of the heavens"

১ মহাশূন্যের কোন এক সুদূরলোকে বস্তু জগতের ঠিক বিপরীত এই জগতটি বর্তমান আছে, যেখানে এই বস্তু জগতেরই সবকিছু বিপরীতভাবে বিদ্যমান-ঠিক যেন দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ এই যে আমি এই মুহূর্তে এখানে বসে একথা লিখছি, এই আমিই ঠিক এই মুহূর্তে এইভাবেই সে জগতে বিদ্যমান রয়েছি এবং একথাগুলোই লিখে চলেছি- শুধু একটা বিপরীত অবস্থায় মাত্র। আমাদের এই বস্তু জগতের বস্তুকে যদি ধনাত্মক বলে মনে করা যায়, তাহলে এই ধনাত্মক সত্তার বিপরীত অর্থাৎ ঋনাত্মক পরমাণু দ্বারা গঠিত এই প্রতিরূপ জগতে আমাদের এই বস্তু জগতেরই সব বৈশিষ্ট্য বিপরীতভাবে বিদ্যমান এবং "এই বস্তু-বিপরীত জগতে চিন্তাশীল জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনার ধারণাকেও আজ আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"যদিও এ জগত সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান আজও বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ গোচরে আসেনি, তথাপি এ্যান্টি-ম্যাটারের এই বস্তু-বিপরীত জগতের অস্তিত্ব আজ এক অবিসংবাদী সত্য। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রতিরূপ

www.pathagar.com

জগত এবং মারিফাতের আলমে মিসালে যেরূপ নিম্নতর দুই জগতের সবকিছু প্রতিবিম্বতরূপে বিদ্যমান, বিজ্ঞানের এই বস্তু-বিপরীত বা প্রতিরূপ জগতেও বাস্তব জগতেরই সবকিছু বিপরীতভাবে বর্তমান। সুতরাং মারিফাতের আলমে মিসাল আজ আর বিজ্ঞানের উপলব্ধির অতীত কোনও 'অলীক কল্পনার জগত' নয়। একই সঙ্গে আল্লাহর সৃষ্ট অন্যতর জগতেও বিদ্যমান থাকার মর্ম-বিশিষ্ট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে একটি উক্তি হাদিসে বিদ্যমান আছে, আজকের বিজ্ঞান কি সে কথাই বুঝতে যাচ্ছে?

ইসলামী মারিফাত ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্ব দৃষ্টি সম্পর্কে উপরে যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা অবশ্যই উপলব্ধ হবে যে, যদিও বিশদ বিষয়গুলো সম্পর্কে উভয়ের স্বতন্ত্র মত বা মতাভাব থাকতে পারে, তথাপি সৃষ্টির মূল স্বরূপ সম্পর্কে উভয়ের ধারণাকে প্রায় অভিন্ন বলা যায়। তাছাড়া জড়-বিজ্ঞান এই সবেমাত্র অতীন্দ্রিয় ও প্রতিরূপ জগত দুটোর সন্ধান পেয়েছে, এদের সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান এখনও তার কাছে রহস্য স্বরূপই আছে। আর দার্শনিক ও নবী-রাসূল বা অলিআল্লাহদের মাধ্যমে মানব মন, বিশেষ করে ইসলাম, বহু আগেই এসব রহস্যের অনেকাংশই জ্ঞাত হয়েছে এবং ইসলাম তাওহীদের নীতি অনুসারে এইসব জগত বা এ সবের মধ্যস্থ আপাতঃ বিভিন্নতাগুলোকে একটা সমগ্রের প্রকাশরূপে গ্রহণ করে সেই মত মানুষের নৈতিকতা গঠনের তাগিদ দিয়েছে। তবে বিজ্ঞানের এখনও অজ্ঞাত এইসব রহস্যের কথা বাদ দিলে আজ একথা বলা যায় যে, বিজ্ঞানের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এবং একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ধারণা গ্রহণ করার মাধ্যমে বিজ্ঞানও এখন তাওহীদপন্থী মনোভাবই পোষণ করছে এবং খাটি ইসলামী ধারায় সৃষ্টিকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের উপর আজ দায়িত্ব বর্তেছে যে, তাদেরকে তাওহীদমনা

১. Prof. A. Salam in Iqbal Memorial Lectures, 1965.

এই বিজ্ঞানকে কালেমা পড়িয়ে খাটি ঈমানদার ও মুসলমান বানাতে হবে এবং বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে যে, আজকের বিজ্ঞানের বিশ্ব-দৃষ্টিই ইসলামেরও বিশ্ব-দৃষ্টি, আর মানুষ যদি বিজ্ঞানের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই তাদের বিশ্ব-আচরণ ও কর্তব্যনীতি গঠন করে, তা হলে সেটাই

www.pathagar.com

হবে ইসলামেরও কর্তব্য-নীতি; আর সে নীতি অনুসৃত হলে মানবতার চির-আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ব-শান্তি হাসিলের জন্যে এত অশান্তি ও হিংসা-বিদ্বেষের আগুনে জ্বলতে হবে না, তা আপনা থেকেই আসবে, কারণ ইসলাম নিজেই মূর্তিমান শান্তি। মুসলিম হিসেবে এ দায়িত্ব পালন তাদের অবশ্য করণীয়। কারণ ইসলামের বিমল জ্যোতিতে নিজেদের পথ খুজে পাওয়া যেমন তাদের কর্তব্য, তেমনি ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার আধার থেকে আর সবাইকেও সে আলোকে পথ দেখানোও তাদের অবশ্য করণীয়-নতুবা সেই আধারই প্রসারিত হয়ে পুনরায় গ্রাস করবে সমগ্র মানবতাকে। এতে যদি তারা সফলকাম হতে পারেন, তাহলে ভয়াবহ সব ধক্ষংসোপকরণের প্রস্তুতকর্তারূপে যে বিজ্ঞানকে মানুষ আজ এতটা বিরূপ দৃষ্টিতে দেখছে, সেই বিজ্ঞানকেই সে তখন পরম সমাদরে গ্রহণ করবে এবং মহাশূন্য বিজয়াভিলাষী হয়েও আজ পর্যন্তও এইসব হাতিয়ারের দম্ভে দম্ভী তার নিকৃষ্টতম শত্রু তার নিজ অহংকে পর্যন্ত জয় করতে পারেনি বলে, নিজ হাতে মুক্ত করে দেওয়া মারমুখো দৈত্যের সম্মুখে আরবোপন্যাসবর্ণিত অসহায় ধীবরের মতই, যে মানুষ তার নিজ হাতে মুক্তকৃত পারমাণবিক ও অন্যবিধ শক্তি প্রসূত এই সব ধক্ষংসোপকরণ ও যন্ত্রদানবগুলোর সম্মুখে নিজেকে এতটা অসহায় বোধ করছে, স্বীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে উচ্চুর জীবনোদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে উপলব্ধিপ্রাপ্ত সেই মানুষই তখন তার নিজ অহংকে এই সব উদ্দেশ্যেও সেবায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে তার উপর এবং এই সব হাতিয়ারের উপর এমন একটা বিজয় ও প্রভুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবে যে, এসব হাতিয়ার তথা বিজ্ঞান তখন হবে মানবতার পক্ষে এক মহাকল্যাণের উৎস।

কথায় কথায় মূল আলোচনা থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে গিয়েছি; এবার তাই আসল বিষয়ে ফিরে আসা যাক।

মারিফাতের তিন জগতে স্থান ও কালের ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। এবার বিজ্ঞানের এই তিন জগতের স্থান ও কাল সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ আলোচনায় এই স্থান ও কাল এবং তন্মধ্যে গতি ও সে গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তুও স্বরূপ সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে সে কথা জেনে নেওয়া দরকার।

www.pathagar.com

স্থান ও কাল সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ধারণা

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত একটা আলোচনা আমি "ফোটন রকেট ও মহাশূন্যে ভ্রমণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এসেছে, সে সবের বিস্তারিত পুররুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তাই এখানে কেবল সংশ্লিষ্ট মূল কথা ক'টিই উল্লেখ করছি। আলবার্ট আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতত্ত্ব' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্তও বিজ্ঞানীরা স্থান এবং কালকে দুটো স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করতেন। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশের পর এখন দেখা যাচ্ছে যে, "শূন্যস্থান ও কাল পৃথক সত্তা হিসেবে ছায়ার চেয়েও অবাস্তব হয়ে গিয়েছে; বাস্তবমতে যা আছে তা হচ্ছে এদের সংমিশ্রণ"- স্থান কাল এবং এ বিশ্ব "শূন্যস্থানেও অবস্থান করে, কালেও অবস্থান করে।" অথচ স্থূল জ্ঞান দিয়ে আমরা স্থান ও কালকে পৃথক করে দেখি। স্থান ও কালের এই স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান থেকেই মানুষ 'বাস্তব জগতের একক' ঘটনাকে কোন বিশেষ স্থানে এবং কোন বিশেষ কালে সংঘটিত বলে মনে করে এবং সে কারণেই কালকে সে বিভক্ত বলে ভাবতে শেখে এবং তাই "পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী বাসস্থানে আত্মকেন্দ্রিক মানুষ বিশ্বের ঘটনাবলীকে নিজের মনমত করে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতক্রমে সাজায়।"

কিন্তু আসলে "মানুষের চেতনার 'লাটাই' এছাড়া এ বিশ্বের প্রকৃত বস্তুগত জগতে কোনও নতুন ঘটনা 'ঘটে না', তারা সেখানে 'থাকে' মাত্র। একমাত্র কোন মহাজাগতিক বুদ্ধিই এর চমকপ্রদ সামগ্রিক সত্তা অনুভব করতে পারে।" অর্থাৎ স্থান-কাল যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতি বা একটা অবিভাজ্য ও অবিভক্ত পর্দা, আর এই পর্দার উপরই বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার চিরস্থায়ী সংঘটন; -ঠিক যেন ছায়াছবির 'ফিল্ম'- এর মত। প্রতিফলন ক্যামেরার সামনে দিয়ে চলিষ্ণু ছায়াছবির ফিল্মের মতই এইসব ঘটনার 'চিত্রের' যেটি যখন মানুষের জ্ঞানের আলোকরশ্মির সম্মুখে আবির্ভূত হচ্ছে, সেটিই তখন তার চেতনার পর্দায় বর্তমানরূপে প্রতিভাত হচ্ছে; আর এ সবের মধ্যে যেগুলো তার জ্ঞানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেছে কিংবা এখনও যা তার জ্ঞানে আসেনি, সেগুলোই যথাক্রমে তার কাছে অতীত ও ভবিষ্যত। আসলে বিশ্বেও যাবতীয় ঘটনা বা বস্তুর রূপ একটা সর্বকালীন পর্দার উপর চিত্রিত বা অংকিত আছে- ঠিক মারিফাতের মিসালিক জগতে স্থিত 'লওহে মাহফূযে'র উপর সংরক্ষিত তক্‌দীরের মত।

www.pathagar.com

মানুষের চেতনার নিকট এ সবের ক্রমিক আবির্ভাবই তক্‌দীরের প্রকাশ বা 'কাযা', আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবী-রাসূল এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের কারো কারো চেতনা এরূপ এক-একটা নিষ্কলুষ পর্দা যার উপর বিশ্বের এই সামগ্রিক চিত্র একযোগে প্রতিফলিত হতে পারে এবং তাই তারা হতে পারেন 'ত্রিকালজ্ঞ'। মহাবিশ্বের স্থান-কালে পরিভ্রমণকারী মানুষের পক্ষেও বিশ্বের এই সর্বকালীন রূপ একযোগে পরিদর্শন করা যে বৈজ্ঞানিক তথ্যগতভাবেও সম্ভব, আজকের বিজ্ঞান সে কথা উপলব্ধি করতে পারছে।

এরূপর এই স্থান-কালের মধ্যে গতির বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক; রিলেটিভিটির বিশেষ তথ্যে বলা হয়েছে যে, বস্তুর আয়তন-যার জন্যে বস্তু আমাদের কাছে দৃশ্য কিংবা অন্য কোনভাবে জ্ঞাতব্য, সুতরাং বাস্তবিক সত্তাবিশিষ্টতা এবং ঘটনা-সংঘটনের কাল উভয়ই গতির উপর নির্ভর করে। কোন চলমান জগতের গতিবেগ যত বাড়ে, এর তুলনায় গতিহীন দর্শনের কাছে তার আয়তন ও ঘটনার কালও তত কমে আসে। গতিবেগ বাড়তে বাড়তে তা যখন আলোর গতিবেগের সমান অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল হয়, তখন সে জগতের বস্তুও আয়তন ও তার ঘটনা সংঘটনের কালও একেবারে শূন্যে পরিণত হয়। কিন্তু যেহেতু বস্তুর বস্তুগত অবস্থানই স্থানকে প্রকাশ করে এবং ঘটনাই কালকে নির্দেশ করে, সুতরাং এরূপ চরম আয়তনবিহীন অর্থাৎ বস্তুগত অস্তিত্ববিহীন অবস্থায় সেই জগতে স্থান বলেও কিছু থাকে না এবং তার কাল বা সময়ের প্রবাহও হয়ে যায় স্তব্ধ। অর্থাৎ বলা যায় যে, তার অবস্থা তখন লা-মাকান ও লা-যামান-স্থানবিহীন ও কালবিহীন; সে জগতের স্থানিক অবস্থানও থাকে না এবং তাতে কোন কালও হয় না। অবশ্য স্মর্তব্য যে, এসব পরিবর্তন কেবল তার তুলনায় নিশ্চল কোন পার্থিব দ্রষ্টাই মাত্র বুঝতে পারবে, কারণ আলোর গতিবেগের তুলনায় শূন্যস্থানে পৃথিবীর মাত্র আঠার মাইল গতিবেগকে কার্যত শূন্যই ধরা যায়; কিন্তু নিজেই আলোর গতিবেগে চলমান বলে সে নিজে এ পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারবে না। কাজেই তার নিজের কাছে সে জগতের সবকিছু 'বাস্তবরূপেই' প্রতিভাত থাকবে। আর সবচাইতে মজার কথা এই যে, যেহেতু একটি ঘটনা সুতরাং তার হৃৎপিন্ডের স্পন্দনসহ দৈহিক অন্যান্য ক্রিয়ার কালও স্তব্ধ হয়ে যাবে, অথচ

www.pathagar.com

সে মরবে না কিংবা তার বয়সও এক মুহূর্ত বাড়বে না। এ কোন অলৌকিক সম্ভাবনার ইশারা বিজ্ঞান আজ মানুষকে দিচ্ছে ? ধর্ম বলে যে, পরকালে মানুষের বয়সও বাড়বে না কিংবা সে মরবেও না; আজকের বিজ্ঞান কি সে ধরনের কথাই বলছে না ?

এখানে একটি কথা অবশ্য আছে। তা হচ্ছে এই যে, আলোর গতিবেগে চলমান বস্তুর এই 'শূন্যে বিলীন', হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা মনে করেই বিজ্ঞান ধারণা করছে যে, বিশ্বে আলোর গতিবেগই সর্বোচ্চ গতিবেগ এবং কোনও বস্তুই এ গতিবেগে চলতে পারে না। কারণ, সেরূপ ক্ষেত্রে বস্তুর বস্তুগত অস্তিত্ব শূন্যে মিলিয়ে যায় যা বস্তুবাদী বিজ্ঞান স্বীকার করে নিতে পারে না। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, বস্তুর এরূপ পরিবর্তন তো আপেক্ষিক এবং তাও হয় কেবলমাত্র কোন নিশ্চল দর্শকের দৃষ্টিতে, তার নিজের কাছে নয়। তাছাড়া গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আয়তন যদি কমেই যায়, তাহলে একবার কমতে আরম্ভ করার পর, তথ্যগতভাবে তা ক্রমে কেন একেবারে শূন্যে পরিণত হতে কিংবা তারও নিচে নেমে যেতে পারবে না? বস্তুর এই শূন্যে পরিনত হওয়ার কিংবা তারও নিচে নেমে ঋণাত্মক সত্তায় (Negative existence) পরিণত হওয়ার আশংকার জন্যেই কি তার পক্ষে আলোর সমান বা আর চাইতে বেশি গতিবেগে চলার সামর্থ্য বা সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে হবে ? তাহলে তো গতিবৃদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে আয়তন কমে যাওয়া সম্পর্কিত মূল আপেক্ষিক তথ্যটিকেই অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা করা যাবে না, কারণ এটি একটি প্রতিষ্ঠিত তথ্য। কাজেই বস্তুর পক্ষে আলোর গতিবেগে এবং তার চাইতেও বেশি গতিবেগে চলার সম্ভাবনাকেই স্বীকার করতে হবে। আর তা যে সম্ভব এ্যান্টি-ম্যাটার বা মাইনাস ম্যাটার-এর অস্তিত্ব আবিষ্কারের পর অন্তত যুক্তিগতভাবে সে কথা স্বীকার করে নিতে আজ আর আমাদের কোনও বাধা থাকা উচিত নয়। কারণ ম্যাটার-এর বিপরীত সত্তা এ্যান্টি-ম্যাটার বা মাইনাস ম্যাটার-এর অস্তিত্বের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক এই দুই বিপরীত অস্তিত্বের মাঝে বস্তুর একটি শূন্য অস্তিত্বের (Zero existence) অবস্থা নিশ্চয়ই আছে, অর্থাৎ বস্তুর একটি অস্তিত্ব-বিহীন অবস্থা অবশ্যই আছে এবং তা থাকতে গেলে বস্তুকে অবশ্যই

www.pathagar.com

আলোর সমান গতিবেগে চলমান হতে হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, বস্তুর গতিবেগ শূন্য থেকে বেড়ে আলোর গতিবেগের সমান এবং আরও বেড়ে আর চাইতেও বেশি হতে পারে এবং তাতে করেই গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর আয়তনও কমতে কমতে আলোর সমান গতিবেগে তা শূন্যে পরিণত হয়, -অর্থাৎ বস্তুহীন জগতে প্রবেশ করে এবং তারপর আলোর চাইতেও বেশি গতিবেগে তার বস্তুগত অস্তিত্ব হয় নেগেটিভ, অর্থাৎ তখন তা প্রবেশ করে এ্যান্টি-ম্যাটার বা মাইনাস ম্যাটারের জগতে, তার কালেরও ঠিক অনুরূপ ঘটে। অর্থাৎ গতিবৃদ্ধির সঙ্গে তার কালের প্রবাহও কমতে কমতে আলোর সমান গতিবেগে তা শূন্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ সে কালহীন জগতে প্রবেশ করে। কারণ কালকে প্রকাশ করে ঘটনার ক্রম, আর ঘটনাকে আমরা জ্ঞাত হই, ঘটনার সংশ্লিষ্ট বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি যখন একের পর এক আমাদের চোখের পর্দায় পড়ে। কিন্তু আলোর গতিবেগে চলমান বলে, ঘটনা থেকে প্রতিফলিত পরবর্তী রশ্মিগুলো তার চোখে পৌছতেই পারবে না- কেবল রওনা হওয়ার মুহূর্তের রশ্মিটিই তার চোখের পর্দায় স্থিরভাবে 'লেগে' থাকবে। সুতরাং সে মনে করবে যে, এক মুহূর্ত সময়ও অতিবাহিত হচ্ছে না- কারণ পরবর্তী যে ঘটনাগুলো দ্বারা সে কালকে পরিমাপ করতে বা জানতে পারতো, তার দৃষ্টিতে সেটা তো আর 'ঘটছে না'। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর হিসেবের কোটি কোটি বৎসর সময়ও তার কাছে মুহূর্ত মাত্র সময় বলে মনে হবে। আখিরাতের এক দিন দুনিয়ার হিসেবের পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান- এ কথাটি আজ আর মোটেই অনুপলব্ধিযোগ্য কিছু নয়।

এরপর তার গতিবেগ যদি আরও বেড়ে যায়, তাহলে সেই আলোর গতিবেগে তার কালের প্রবাহ শূন্যেরও নিচে নেমে গিয়ে তা হবে নেগেটিভ; অর্থাৎ তার সব রইবে তখন স্থির দর্শকের দৃষ্টিতে, পশ্চাদ্দিকে, যেহেতু এখন সে আলোর চাইতেও বেশি গতিবেগসম্পন্ন সুতরাং সে একের পর এক তার রওনা হওয়ার পূর্বের ঘটনাসমূহ থেকে চলমান আলোকরশ্মিগুলো 'ধরে ফেলতে' থাকবে- অর্থাৎ অতীত তার কাছে ক্রমশ প্রত্যক্ষ গোচর হতে থাকবে আর এইভাবে এই পশ্চাৎগামী সময়ে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করেও স্থান-কালের উপর অংকিত বিশ্বের এই সামগ্রিক

www.pathagar.com

রূপ পরিদর্শন করেও সে যদি আবার এ পৃথিবীতে ফিরে আসে, তাহলে সে দেখবে যে, পৃথিবীর বুকে তখন হয় তো এক মুহূর্ত সময়ও অতিবাহিত হয়নি। স্থান-কাল, বিশ্ব ও মহাশূন্যে ভ্রমণ সম্পর্কে উপরে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ গতিশীল ব্যক্তির বস্তুগত অস্তিত্বও তার কাল সম্পর্কিত এই যে পরিবর্তনগুলো, এগুলো সে নিজে উপলব্ধি করতে পারবে না এবং চলিষ্ণু অবস্থায় সেই জগতের সবকিছুকে সে সম্পূর্ণ বাস্তবভাবেই জ্ঞাত হতে থাকবে। কারণ এখন সে নিজেও সেই জগতের সমান গতিবেগসম্পন্ন বিধায় আপেক্ষিক দৃষ্টিতে নিজেকে সে গতিহীন বলেই জানবে- (ঠিক যেমন পৃথিবী সঙ্গে সঙ্গে চলমান বলে আমরা সেকেন্ডে আঠার মাইল গতিবেগসম্পন্ন পৃথিবীকে গতিহীন বলে মনে করি) এবং সে নিজেও সেই জগতের বাস্তবতার সঙ্গেই মিশে থাকবে। অর্থাৎ সেসব জগতে তার নিজ অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সেই জগতের বাস্তবই থাকবে, যদিও নিম্নতর স্থির জগত পৃথিবীর দৃষ্টিতে সেসব জগতকে বস্তুগত অস্তিত্ববিহীন অদৃশ্য জগত ও বস্তুবিপরীত এ্যান্টি ম্যাটারের জগত বলে মনে হবে, যেসব জগতের জ্ঞান পার্থিব ইন্দ্রিয়ের অন্যধিগম্য। অন্য কথায়, পৃথিবীর বস্তুগত সত্তার দৃষ্টিতে সেসব জগতের কোন রূপ না থাকলেও সেই বিশেষ জগতে সেই জগতানুযায়ী বস্তুগত অস্তিত্ব তার অবশ্যই থাকবে, ঠিক যেমন রূহ, ফেরেশতা বা মানুষের আমলাদি পার্থিব দৃষ্টিতে রূপ-দেহহীন হলেও আলমে আরওয়াহ বা আলমে মিসালে তারা দেহবিশিষ্টরূপেই বিদ্যমান থাকে এবং সেই জগতে ভ্রমণকারী তাদেরকে সেরূপ দেহবিশিষ্টরূপেই দেখতে পাবে, কারণ এখন সে নিজেও সেই জগতের প্রকৃতি ও বাস্তবতার অঙ্গীভূত।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ বা উর্ধ্বলোক ভ্রমণ যে সম্পূর্ণ দেহগতভাবেই ঘটতে পারে, এটা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্পূর্ণ উপলব্ধিযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ ও বর্তমান বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে আরও যে কয়েকটি কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এবার সেগুলোর কথাই বলা যাক।

www.pathagar.com

মি'রাজ ও বর্তমান বিজ্ঞান সম্পর্কে আরো কিছু কথা

মি'রাজ বা ঊর্ধ্বলোক ভ্রমণের ঠিক আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি লক্ষণীয়। যদিও বক্ষ বিদারণ এর আগে বিভিন্ন সময়ে আরও তিনবার করা হয়, তথাপি এবারেরটি এই বিশেষ দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, এবারে তার কালবকে ঈমান ও হিকমত দ্বারা পূর্ণ করা হয়- অর্থাৎ তাতে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করা হয়। হৃৎপিন্ডকে দেহের বাইরে এনে তার উপর কোনও কিছু করা আর আজকের শল্য চিকিৎসার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। তাছাড়া আজকাল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক শো মাইল দূরত্বের মধ্যে এবং সেকেন্ডে মাত্র সাত মাইলের মত গতিবেগে পরিক্রমার জন্যে যেসব মহাশূন্যচারীকে কক্ষপথে পাঠানো হচ্ছে, তাদেরকেও বহু বৎসরব্যাপী বহুবিধ দৈহিক ও মানসিক অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমনভাবে প্রস্তুত করে নেয়া হয় যাতে করে তারা শূন্যমন্ডলের অপার্থিব অবস্থা ও পরিবেশ এবং ওরূপ গতিবেগে চলার প্রতিক্রিয়ায় আবিষ্ট না হয়। অধিকন্তু তাদেরকেও রীতিমত বিজ্ঞানভিজ্ঞ এবং শূন্য ভ্রমণ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদিতে পূর্ণ বিশ্বাসপরায়ণ হতে হয়। জড় জগতের এই সীমিত পরিধিতে এবং এই সামান্য গতিবেগে ভ্রমণকারীকেই যদি এভাবে প্রস্তুত করে নিতে হয়, তাহলে স্থান-কালের অতীত ঊর্ধ্বলোকে এবং সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বা তার চাইতেও অধিক গতিবেগে ভ্রমণকারীর জন্যে সেরূপ পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন অবশ্যই আছে এবং সে ভ্রমণে যেসব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করবেন, সেগুলো বহনের জন্যে তার কালবকেও বিশ্বাস পরায়ণ ও শক্তিশালী করাও নিশ্চয়ই জরুরী। কাজেই নবুয়তের গুরুভার যাকে বইতে হবে এবং বিশ্বের যাবতীয় রহস্য যিনি জ্ঞাত হবেন এবং স্বয়ং আল্লাহর সাথে যার দীদার হবে, সেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ব প্রস্তুতি যে তার সম্পাদনীয় কর্ম-উপযুক্তই হবে, এটাই স্বাভাবিক। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেরূপ পূর্ব-প্রস্তুতিই প্রদান করে থাকতে পারেন (আল্লাহ ভাল জানেন)।

www.pathagar.com

এই ভ্রমণে ব্যবহৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনের নামটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এর নাম হচ্ছে বোরাক- অর্থাৎ মহাবিদ্যুৎ, এ বাহনের আকৃতি যাই হোক না কেন, তার গতিবেগ বিদ্যুতের অর্থাৎ আলোর গতিবেগের সমান- বরং তার চাইতেও বেশি এবং তা ছিল 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন'। আজকের দিনে নিয়ন্ত্রিত মহাশূন্য-যানের কথা আর কারো অজানা নয় এবং সেকেন্ডে মাত্র সাত মাইলের মত গতিবেগ-বিশিষ্ট হলেও এরূপ যান মানুষ ব্যবহারও করছে এবং ভবিষ্যতে ফোটন রকেট বা আলোর সমান গতিবেগসম্পন্ন যানের কথাও মানুষ চিন্তা করছে। যা হোক, বোরাকের গতিবেগ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল; এ কথা থেকে এটাই মনে হয় যে, ভ্রমণকালে এর গতিবেগ সব সময়েই হয়তো আলোর গতিবেগের সমান ছিল না; প্রয়োজনমত তা কম-বেশি হয়েছে এবং কা'বা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে তার মি'রাজের যে অংশ, সে অংশের ভ্রমণ সম্ভবত আলোর চাইতে কম কোন গতিবেগে সংঘটিত হয়েছিল এবং সে কারণেই তাতে "রাত্রির কিয়দংশ" বা কিছুটা সময় লেগেছিল। কিন্তু সেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকে তার যে ভ্রমণ, তা আলোর সমান বা তার চাইতেও বেশি গতিবেগে ঘটেছিল। কারণ, এ ভ্রমণে কাল ছিল স্থবির এবং পরে পশ্চাৎগামী। তাছাড়া মি'রাজের এই পরবর্তী অংশের বর্ণনায় দেখা যায় যে, আলমে মুলক বা দুনিয়া থেকে তিনি যখন আলমে মালাকূত এবং আরও ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করেন, তখন তার সেই ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হওয়ার সময়ে বোরাক ছাড়াও তার জন্যে 'অতিরিক্ত' দুটো সিড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সিড়ির স্বরূপ যাই হোক না কেন, এই অতিরিক্ত ব্যবস্থা দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, সম্ভবত বোরাকের স্বাভাবিক গতিবেগকে ত্বরান্বিত করাই ছিল এ ব্যবস্থার কারণ এবং তাই এ সময়ে তার গতিবেগ আলোর চাইতেও বেশি হয়েছিল। কারণ আমরা জানি যে, ঋণাত্মক রন্ধ্র জগতে প্রবেশের জন্যে এবং পশ্চাৎগামীকালে ভ্রমণের জন্যে আলোর চাইতে বেশি গতিবেগেরই প্রয়োজন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এখান থেকেই আলমে মিসালের প্রতিরূপ জগতেই প্রবেশ করেছিলেন।

www.pathagar.com

এরপর মহাশূন্যের পরিধি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভ্রমণের দূরত্ব বা সীমা সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখা প্রয়োজন। বর্ণিত যে, এই ভ্রমণকালে তিনি সৃষ্ট বা ব্যক্ত জগত, রূহানী জগত, তারপর সপ্ত আসমান এবং অতঃপর ক্রমান্বয়ে আরও সত্তর হাজার পর্দা পার হয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানের পরিমাপ ক্ষমতা এখনও এই ব্যক্ত জড় জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, তাও আবার যে এখনও এই জগতেরই নির্ভুল পরিধি নির্ণয়ে সক্ষম হয়নি। কারণ তার নিজেরই ধারণানুযায়ী গোলাকার এই জগতের পরিধি সর্বদাই সর্বদিকে প্রসারিত হচ্ছে। তবুও এর যে একটি স্থূল পরিধি বিজ্ঞান দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, বিশ্বের এই পরিধিকে একবার ঘুরে আসতে একটি আলোকরশ্মির কুঁড়ি হাজার কোটি পার্থিব বৎসর সময় লাগবে, আর শেষ পর্যন্ত পুনরায় তার রওয়ানা হওয়ার জায়গাতেই ফিরে আসবে। বিজ্ঞানের জ্ঞাত এই জড় জগতের সীমাই যদি এত বিরাট হয়, তাহলে তারপরেও রয়েছে যে বস্তুহীন ও বস্তুবিপরীত এ্যান্টি ম্যাটার বা প্রতিরূপ জগত, তার সীমা তো মানবীয় বিজ্ঞানের কল্পনারও অতীত! আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের সবুগলো জগতই পরিভ্রমণ করে এসেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সন্নিকটে প্রবেশ করেছেন। কাজেই আরবী বাকধারানুসারে 'সত্তর'-এর অসংখ্যবোধক অর্থ গ্রহণ না করে তাকে যদি ঠিক সত্তর বলেই গ্রহণ করা হয় তথাপি, তাঁকে তো অত সহস্র দূরত্বের পর্দা অতিক্রম কের যেতে হবেই, আর সমস্ত ভ্রমণশেষে তিনি তো পুনরায় তাঁর রওয়ানা হওয়ার স্থান কা'বার প্রাঙ্গণেই ফিরে আসবেন!

মি'রাজ সম্পর্কিত এ আলোচনায় আরও একটি কথা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে দোযখের 'প্রথম স্তরের অন্ধকার" প্রকৃতি সম্বন্ধীয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে জিবরাঈল (আ) তাঁকে জানাচ্ছেন যে, দোযখের সেই প্রথম স্তরটি আল্লাহর অবাধ্য সেবকগণের নিমিত্ত তাঁর ক্রোধ এবং অভিসম্পাত' থেকে সৃষ্টি। প্রথম এক হাজার বৎসর ধরে উত্তপ্ত করার পর তা প্রথমে সাদা রং ধারণ করে; পুনরায় আরও এক হাজার বৎসর উত্তপ্ত করার পর তার রং হয় লাল

www.pathagar.com

এবং সর্বশেষে আরও এক হাজার বৎসর ধরে উত্তপ্ত করার পর তার 'ঔজ্জ্বল্য বিদূরীত হয়ে তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে; এমনকি দোযখবাসীরা দোযখের মধ্যে অবস্থান করেও একে অপরকে চিনতে পারবে না।' অর্থাৎ এই চরম উত্তপ্ত অবস্থায় তা হয়ে যায় সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটা জিনিসের তাপমাত্রা বাড়ছে অথচ চরম অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর তা আবার সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?

আল্লাহর ক্রোধ ও অভিসম্পাত যে কিরূপে দোযখের তথা অগ্নির সৃষ্টি করতে পারে জড়াত্মক ধারায় তা বিজ্ঞানের বোধের অতীত হলেও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে কারো ক্রোধ বা অভিসম্পাত যে 'মনের আগুন' নয়, দোযখ তো বটেই, বাস্তব আগুনেরও সৃষ্টি করে সেটা আজ কারো অজানা নয়; ক্রোধ অভিসম্পাত প্রভৃতিজনিত তীব্র ইচ্ছাশক্তি (Will-power) বহ্নির সৃষ্টি করতে পারে, সেটা মনোবিজ্ঞানেই স্বীকৃত ও প্রমাণিত। সে যা হোক, দোযখের সৃষ্টির জড়বাদী কোনও উপলব্ধিতে পৌছতে না পারলেও এর পরের কথাগুলো বিজ্ঞানের বোধের অতীত নয়।

এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য যে, কোন পদার্থকে যত উত্তপ্ত করা যায়, তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা সাধারণ 'সাদা' অর্থাৎ অনুত্তপ্ত অবস্থা থেকে শুরু করে ক্রমশ বর্ণালীর অদৃশ্য বা সাদা অবলোহিত এবং তারপর দৃশ্য লাল কমলা, প্রভৃতি সাতটি রং-এর স্তর পার হয়ে সর্বশেষে বেগুনী পারের যেসব আলোকরশ্মি বিকীরণ করে, সেগুলো চোখের দৃষ্টি ক্ষমতার অতীত; অর্থাৎ উত্তপ্ত হওয়ার সেই চরম অবস্থায় সেই বিশেষ পদার্থটি থেকে যখন আলোকরশ্মি নির্গত হয়, তখন সে বস্তুর তাপমাত্রা হয়তো থাকে হাজার হাজার ডিগ্রি, কিন্তু চোখের পর্দায় বিকিরীত সেই সব রশ্মি কোনও অনুভূতি জাগায় না, আর চোখের পদায় যার কোন অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, মানুষের চোখে তাই তো অদৃশ্য। অতএব অন্ধকার। সুতরাং উত্তপ্ত হওয়ার সেই চরম অবস্থায় তা হয় কালো ও অন্ধকার।

www.pathagar.com

কাজেই দোযখ সৃষ্টির ব্যাপারটি জড়াত্মক বিজ্ঞানের বোধগম্য না হলেও চরম উত্তপ্ত অবস্থায় তার বর্ণহীনতা তথা তার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারত্ব আজ আর বিজ্ঞানের উপলব্ধির অতীত কোনও অলীক কল্পনা নয়, এ হলো জড় বিজ্ঞানেই জ্ঞাত তথ্যের সাহায্যে জ্ঞেয় এক চরম সত্য।

অতঃপর মি'রাজ সম্পর্কিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অবতরণের পরে কা'বা শরীফে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বায়তুল মুকাদ্দাস দর্শন ও তার বর্ণনা প্রদান। মি'রাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মক্কার অবিশ্বাসী কুরাইশ সর্দারেরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যাবাদী (!) বলে প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছিল, তখন তাদের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা হিসেবে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দাবি করে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েন। কারণ সেখানে তিনি গেছেন অল্প সময়ের জন্যে, তাও আবার অমানিশার ঘোর অন্ধকারে। তাছাড়া এটাও তিনি জানতেন না যে, পরে তাঁকে মক্কাবাসীদের কাছে এর বর্ণনা দিতে হবে। কাজেই বর্ণনা দিতে পারার মত করে পুংখানুপুঙ্খরূপ দর্শন তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না বা তার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বিব্রত হওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আল্লাহর হুকুমে জিবরাঈল আঃ সেখানে আবির্ভূত হন, আর তাঁর 'পাখার উপর' ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ চোখের সামনে তাই 'দেখে' বায়তুল মুকাদ্দাসের পুংখানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদান করেন। আল্লাহর অসীম কুদরতের পক্ষে সবই সম্ভব; আস্ত বায়তুল মুকাদ্দাসকেই তিনি তুলে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হাযির করতে পারেন। তবে সেরূপ ক্ষেত্রে ঐ সময়টুকুর জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাসকে তার নিজ অবস্থান থেকে অনুপস্থিত থাকতে হয়, অথচ সেরূপ কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না। সুতরাং মনে হয় যে, বায়তুল মুকাদ্দাস তার নিজ অবস্থানে মজুদই ছিল, আল্লাহ শুধু তাকে ওভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দর্শনীয় করেছিলেন মাত্র এবং এটা আজকের বিজ্ঞানের বোধের অতীত কোনও বিষয় নয়। কারণ আজকাল টেলিভিশনের পর্দায়

www.pathagar.com

যে কোনও দুরের বস্তুকে চাক্ষুস দর্শনীয় করে তোলা মানবীয় বিজ্ঞানের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে। মহাবিজ্ঞানী আল্লাহও যদি ঐ ধরনের কোন পদ্ধতিতে জিবরাঈল ﷺ-এর পক্ষ-পর্দার উপর দূরস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাসকে দর্শনীয় করে তুলে থাকেন, তাহলে সেটাই কি এমন অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব কিছু হবে?

তার্কিক পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, টেলিভিশন পর্দার উপর প্রতিফলিত চিত্র তো একযোগে বহু মানুষই একসঙ্গে বসে দেখতে পারে কিন্তু জিবরাঈল ﷺ-এর পক্ষ-পর্দার উপর বায়তুল মুকাদ্দাসের সে চিত্র কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই দেখলেন, অথচ উপস্থিত আর কেউই তা দেখলো না, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? টেলিভিশন অথবা বেতারযোগে চিত্র বা শব্দের প্রেরণ ও গ্রহণ সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেই আপাত অনুপলব্ধিযোগ্য এ বিষয়টিও বুঝতে পারা যাবে এবং দেখা যাবে যে, একসঙ্গে উপবিষ্ট বহু মানুষের মধ্যেও কেন এবং কিভাবে একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষেই এরূপ দেখা সম্ভব হয়েছিল কিংবা প্রসঙ্গত এটাও যে, ওহীরূপে আগত আল্লাহর বাণীই বা অনেকের মধ্যে কেবলমাত্র কেন তাঁর পক্ষেই শোনা সম্ভব হয়েছিল।

টেলিভিশন অথবা বেতার স্মপ্রচার কেন্দ্র থেকে যে চিত্র বা বাণী প্রচারিত হয়, বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গরূপে তা যে সর্বদিকেই ছড়িয়ে পড়ে, সে কথা ঠিকই। কিন্তু সব পর্দা বা সব গ্রাহক সেটেই কি সে চিত্র বা সে বাণী ধরা পড়ে? একই সঙ্গে পাশাপাশি রক্ষিত অনেকগুলো সেট-এর মধ্যে যেগুলোর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলো 'কর্মক্ষম' এবং 'সক্রিয়' বা চালু, কেবল সেগুলোই এসব চিত্র বা বাণী গ্রহণ করতে সক্ষম। অবশ্য তাও যদি মাত্র তা সম্প্রদার কেন্দ্রের সাথে 'এক সুরে বাঁধা' বা tuned য়। তা না হলে, যত কর্মক্ষম ও যত সক্রিয়ই হোক না কেন, এই tuned না হলে পাশাপাশি রক্ষিত লক্ষ লক্ষ সেটও সে সব গ্রহণ করতে পারবে না; এগুলোর মধ্যে যে একটিমাত্র সেট এভাবে tuned, কেবল সেটিতেই এসব চিত্র বা বাণী গৃহীত হবে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা সবিশেষ

www.pathagar.com

প্রণিধানযোগ্য। তা হচ্ছে এই যে, টেলিভিশনের পর্দার উপর যে ছবিটি আমরা অনেকে একযোগে দেখি কিংবা বেতার সেট থেকে একযোগে যে বাণীটি শুনি, তা আসলে দেখা চিত্রেরই প্রদর্শনী কিংবা শোনা কথারই প্রচারণামাত্র। অর্থাৎ টেলিভিশন সেট সে চিত্রটি আগে 'দেখে' নিয়ে তারপর তার সেই দেখা চিত্রটিকেই পর্দার উপর দর্শনীয় করে তুলেছে, আর সেটিকেই আমরা আমাদের চোখ দিয়ে একযোগে দেখেছি এবং সেট নিজে যখন তা 'দেখেছে' তখন আমরা কেউই তা দেখিনি; কিংবা সম্প্রচার কেন্দ্রের সঙ্গে tuned নয় পার্শ্ব-রক্ষিত এরূপ কোনও সেটও তা 'দেখেনি', অথচ সে চিত্রটি আমাদের সকলের চোখের সামনে দিয়ে তো বটেই, ওইসব সেট-এর মধ্যে দিয়েও চলে গে ছে ও যাচ্ছে! ঠিক তেমিনভাবে বেতার সেটও সম্প্রচারিত বাণীটি আগে তার নিজ কান aerial দিয়ে 'শুনেছে' এবং তারপর তার সেই শোনা কথাটিকেই সে তার নিজের মুখ বা 'মাইক' দিয়ে প্রচার করেছে, আর তার সেই প্রচার করা কথাগুলোই আমরা আমাদের কান দিয়ে একযোগে শুনেছি। আসলে সেট নিজে যখন এটা শুনেছিল, তখন আমরাও তা শুনতে পাইনি কিংবা সম্প্রচার কেন্দ্রের সঙ্গে tuned নয় পার্শ্বে অবস্থিত এরূপ কোনও সেটও তা শুনতে পায়নি যদিও এ কথাগুলো আমাদের কানের কাছ দিয়েই গেছে কিংবা ওই সব সেট-এর মধ্য দিয়েও গেছে। টেলিভিশন বা বেতারের একটি সেট যখন এরূপ কোনও চিত্র বা শব্দ গ্রহণ করে, তখন তার অভ্যন্তরে যা ঘটে, তাতে সেটটি যদি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে গড়া একটা যন্ত্রমাত্র না হতো, তাহলে অসহ্য যন্ত্রণায় তা হয়তো চিৎকার দিয়ে ফেটে পড়তো। ওহীরূপে আগত আল্লাহর বাণী গ্রহণের সময়ে নবী-রাসূলগণের দেহ-মনেও যে প্রতিক্রিয়া হয় বা যা ঘটে, তাতে আল্লাহর বিশেস অনুগৃহীত এবং আল্লাহপ্রদত্ত অতি শক্তিসম্পন্ন অন্তরবিশিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁরাও পর্যন্ত ঘর্মাক্ত বা অচৈতন্য হয়ে পড়তেন!

যা হোক, উপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে বুঝে ওঠা নিশ্চয়ই খুব কঠিন নয় যে, কীভাবে একই সঙ্গে বসে থেকেও একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষেই বায়তুল মুকাদ্দাসের সে চিত্র দেখা

www.pathagar.com

সম্ভব হলো, অথচ আর কেউই তা দেখলো না কিংবা ওহীরূপে আল্লাহর যে বাণী তিনি শুনেছেন, পাশে বসে থেকেও আর কারও পক্ষেই সে বাণী শোনা সম্ভব হয়নি। অনেকের মধ্যে একমাত্র তাঁর কালব বা চেতনাই আল্লাহর সুরে বাঁধা এমন একটা 'গ্রাহক যন্ত্র', যাতে ওরূপ চিত্র বা বাণী গৃহীত হতে পেরেছিল। তিনি তাঁর নিজের মুখ দিয়ে কেবল সেই বর্ণনাই প্রকাশ করেছেন কিংবা তাঁর সেই শোনা কথাই প্রচার করেছিলেন ঠিক বেতার সেট্-এর 'মাইক'-এর মতই। সম্ভবত এভাবেই আমরা আল-কুরআনের "রাসূল নিজে থেকে কোন কিছু করেন না বা বলেন না" ঘোষণার উপলব্ধিতে উপনীত হতে পারি।

সর্বশেষে জড় উপাদানরাজির সাহায্যে প্রস্তুত আলোকচিত্র, ছায়াছবির ফিল্ম, গ্রামোফোন ও টেপ-রেকর্ডারের মাধ্যমে যে মানুষের ক্রিয়াকলাপ বা কথাবার্তাদি সংরক্ষিত এবং প্রয়োনমত পুনঃসংস্থাপিত করা সম্ভব, আজকের দিনে সে কথা তো আর কারো অজানা নয়ই, স্থান-কালের চতুর্মাত্রিক বিস্তৃতি বা পর্দার উপরও যে পুনঃস্থাপনীয়রূপে এসব মূর্ত ও বিমূর্ত বিষয়গুলো সংরক্ষিত থাকতে পারে ও থাকে এবং তা যে বিজ্ঞানেরই উপলব্ধি বিষয়, সে কথা আমি আগেই বলেছি। মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষেও তেমনি 'আমলনামা'-রূপে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা মায় তার চিন্তাকে পর্যন্ত মহাবিচারের দিনে পুনঃসংস্থাপনের জন্যে সংরক্ষিত রাখার কথাও মোটেই বোধের অতীত কিছু নয়।

এইভাবে দৈহিক মি'রাজসহ ইসলামের অনেক জিনিসই আজকের বিজ্ঞানের উপলব্ধিযোগ্য সত্য।

অত্র প্রবন্ধে আমি যা বলেছি, পাঠক যেন তাকে মি'রাজের বা অন্যান্য বিষয়ের 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' বলে মনে না করেন এবং এরূপ ধারণা না করেন যে, মি'রাজ ঠিক এভাবেই ঘটেছিল কিংবা অন্যান্য বিষয়গুলোও আমি যা বলেছি, আসলেও ঠিক তাই-ই। মি'রাজের সত্যিকার রহস্য এবং অন্যান্য বিষয়গুলোরও সত্যিকার স্বরূপ একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-ই জানেন। তবে অধুনা ইসলামের সবকিছুকে পাশ্চাত্য

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝবার যে একটা প্রবণতা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, উক্ত আলোচনার মাধ্যমে সাদৃশ্যের সাহায্যে সেই প্রবণতার সম্মুখে আমি কেবলমাত্র এটাই উপস্থাপিত করতে চেয়েছি যে, বিজ্ঞানের প্রতিপন্ন এইসব সম্ভাব্যতাকে যদি আমরা স্বীকার করে নিতে পারি, তাহলে ইসলামের এসব সত্যকেই বা আমরা স্বীকার করতে পারব না কেন এবং তাতে করে আমরা আমাদের ঈমানকেই বা দৃঢ় ও মজবুত করে নিতে পারব না কেন?

ইসলামকে বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টাটি যে সাধু তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এরূপ প্রচেষ্টায় ইসলামের তথাকথিত বিজ্ঞানীকরণ বা আধুনিকীকরণ তথা পাশ্চাত্যকরণের কিংবা আধুনিক খ্রীস্টীয় মতের সঙ্গে আপসকরণের সমর্থক আমি নই। কারণ, এরূপ আধুনিকীকরণ বা যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম যে কতদূর বিকৃত হয়ে যায়, ঈসা ﷺ-এর মূল ঈসায়ী ধর্মের সঙ্গে আধুনিক ত্রিত্ববাদী খ্রীস্টীয় মতবাদের আকাশ-পাতাল পার্থক্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এরূপ প্রচেষ্টায় ইসলামের বহু সংখ্যক মৌলিক শিক্ষাও যে কীভাবে বিকৃত হয়েছে, নব্যতন্ত্রের ভাষ্যকারদের অনেকের লেখাতেই তার প্রমাণ মিলবে। কাজেই এভাবে ইসলামকে বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টায় খুব হুঁশিয়ারীর সাথে অগ্রসর হতে হয়। তাছাড়া ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বাসের পথ অপেক্ষা যুক্তির পথ অতীব পিচ্ছিল ও খাত-বহুল; প্রতিপদেই পিছলে একেবারে কুফরীর গভীরতম খাদে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কারণ যুক্তির অনুশীলন আমাদেরকে এরূপ যুক্তিসর্বস্ব করে ফেলে যে, তার ফলে এ কথাটি আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই, "Existence divided by Reason always leaves a remainder"-অস্তিত্বকে যুক্তির সাহায্যে যতই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করা যাক না কেন, অবশিষ্ট কিছু সব সময়ে থাকেই। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরও একটি 'কেন' অনুত্তরিত থেকেই যায়। আর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'বিশ্বের রহস্য' যে 'আরও রহস্যময়' হতে অর্থাৎ অস্তিত্বের বিশ্লেষণ প্রচেষ্টায় এরূপ অনুত্তরিত বা অবশিষ্টের পরিমাণই যে ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, এটা বিজ্ঞানেরই স্বীকৃতি। সমগ্র

www.pathagar.com

মানবদেহকে সম্পৃক্ত করে আছে যে মানবাত্মা, তা যেমন সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অতীত এবং তাকে যেমন মানবদেহে তার প্রকাশের (manifestation) মাধ্যমে জানতে হয়, তেমনিভাবে এ বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 'বিশ্ব-আত্মা' স্বরূপ আল্লাহকেও তাঁর প্রকাশের মাধ্যমেই জানতে হয়। এ কারণেই আল-কুরআন চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান ব্যক্তিবৃন্দকে আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি ব্যাপার ও দিবারাত্রির আবর্তন সহ অস্তিত্বের সবকিছুকে বিজ্ঞানের সাহায্যে চিন্তা-বিশ্লেষন করে আল্লহার এসব আয়াত বা নিদর্শন থেকেই তাঁকে জানবার ও চিনবার তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে যুক্তি-বিজ্ঞানের অনধিগম্য বিষয়গুলোকে অস্বীকার বা বর্জন করতে বলা হয়নি। তাহলে আর সবকিছুকে তো বটেই, মানুষকে তার নিজ 'সত্তা'কেই অস্বীকার করতে হয়, কারণ তাও যুক্তি-বিজ্ঞানের গ্রাহ্যেল অতীত। কিন্তু আল-কুরআন তা করতে বলেননি; অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বিশ্বাসও ঈমানেরই অঙ্গ। অর্থাৎ যুক্তির সাহায্যে অস্তিত্বের যেটুকুকে বিশ্লেষণ করা যায়, তার সাথে অবিভাজ্য অংশকেও গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে করেই পাওয়া যাবে সমগ্র সত্য। অথচ যুক্তিবাদ এই অবশিষ্টাংশকে বর্জন করায় কিংবা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করায় অপারগ বলে সমগ্রকেই অস্বীকার করার অথবা 'অকার্যকর' বলে বর্জন করার শিক্ষা দেয়; যার ফলে সে সত্যের অতি সামান্যমাত্রই প্রাপ্ত হয়। এ কারণেই আমার মনে হয় যে, ইসলামকে বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার আমাদের যে প্রবণতা, তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বিজ্ঞানই ইসলামের কতটুকু বুঝতে সক্ষম হয় বা হয়েছে, সেটা নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই চালানো উচিত, আর উল্লিখিত আলোচনায় আমি তাই-ই করেছি। এরূপ প্রচেষ্টায় যদি দেখা যায় যে, বিজ্ঞান ইসলামের সমর্থক, তাহলে ইসলামের সঙ্গে আমরা বিজ্ঞানকেও গ্রহণ করবো, আর বিজ্ঞান যেখানে ইসলামের বিরোধী, সেখানে আমরা বুঝবো যে, বিজ্ঞান সেখানে সত্যের সন্ধান পায়নি। কাজেই সেক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞানকে রেখে ইসলামকে ধারণ করবো এবং সেই ভ্রান্ত বিজ্ঞানেক সঠিক সত্যে উপনতি করার জন্যে গবেষণা চালাব। কেবল এই পথে অগ্রসর হয়েই

www.pathagar.com

আমরা বুঝতে পারব যে, জ্ঞাত বা জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয় এ'দুয়ের সমন্বয়েই সত্য, আর এই সত্যে উপনীত হওয়ার বিজ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিয়ে তাদের ঈমান ও তদভিত্তিক জীবনধারা গঠনের শিক্ষা প্রদানের জন্যেই মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাব এবং এই বিজ্ঞানই হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যার সম্পর্কে কালামে পাক ঘোষণা করেছেন ঃ "এবং যাকে বিজ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দ্বারা বিভূষিত করা হয়েছে।" কারণ এই বিজ্ঞানের অনুশীলনকর্তারাই হবেন সত্যিকার বিজ্ঞানী এবং পূর্ণ মুমিন।

উপসংহারে আরও যে কথাটি বলা দরকার তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত এপ ঊর্ধ্বলোক বা মহাশূন্য ভ্রমণ কি আর কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব? ইসলামের দৃষ্টিতে তো নয়ই, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তা সম্ভব নয়। কারণ, এরূপ ভ্রমণের জন্যে প্রয়োজনীয় আলোর চাইতে বেশি গতিবেগ তো দূরের কথা, আলোর সমান গতিবেগ অর্জন করাও যে বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা যে বিজ্ঞানেরই স্বীকৃত, সে কথা আমি আগেই বলেছি। তথাপি 'ফোটন-রকেট' আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞান যদি আলোর সমান গতিবেগসম্পন্ন মহাশূন্যযান কোনও দিন হাতে পায়ও, তথাপি সে ভ্রমণ সম্পন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না কখনো। কারণ উক্ত গতিবেগে যাত্রারম্ভের মুহূর্তেই সেখানের ভর হবে অনন্ত, আর অসীম ভরের সে যানের ধাক্কায় সসীম ভরবিশিষ্ট পৃথিবী হবে কক্ষচ্যুত। পৃথিবীর কক্ষচ্যুতি মানেই সৌর জগতের ভারসাম্য বিনষ্ট অর্থাৎ সৌরজগতের ধ্বংস। আর আমাদের এই একটি সৌরজগতের ধ্বংস মানেই কোটি কোটি সৌর, নক্ষত্র ও নীহারিকা জগতবিশিষ্ট এ বিশ্বের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট, যার অর্থ একটা মহাপ্রলয় ও বিশ্বের ধ্বংস!

সুতরাং চরম সত্যের সন্ধান পিয়াসী বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে কুড়িয়ে পাওয়া নুড়ি-পাথর সদৃশ ভয়াবহ ধ্বংসোপকরণসমূহ হস্তগতকারী বিশ্বের জিঘাংসাপরায়ণ মানব সন্তানেরা নিজেরাও যদি বা পরস্পরকে ধ্বংস না

www.pathagar.com

করে, তথাপি মাহশূন্য বিজয়ের চরম প্রচেষ্টা স্বরূপ আলোর গতিবেগে মহাশূন্য ভ্রমণ প্রচেষ্টা দ্বারাই তারা বিশ্বকে ধ্বংস করবে (এবং হয়তো সেটাই হবে ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজার মুহূর্ত) কিন্তু মহানবী মুস্তাফা ﷺ-এর মত মহাশূন্য ভ্রমণ আর কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

"মহাপবিত্র মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি আপন বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিক আমি বরকত দিয়ে ভরে রেখেছি। যাতে আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নির্দশন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন। - সূরা বনী ইসরাঈল-১

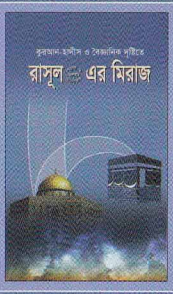

IHP
ইসলাম হাউস পাবলিকেশন্স
Islam House Publications
১১/১,ইসলামী টাওয়ার ৩য় তলা, বাংলাবাজার,ঢাকা।